পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com
কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 287 Friday, 18 September, 2026 ✻ ৩১ বর্ষ, ২৮৭ সংখ্যা ✻ ৩১ ভাদ্র ১৪৩৩, শুক্রবার, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

‘বাংলায় আর কাটমানি চলে না’ প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ নিজের ৭৬তম জন্মদিনে পশ্চিমবঙ্গের মা-বোনেদের উদ্দেশে বিশেষ বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর জন্মদিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে রাজ্যজুড়ে পালিত হচ্ছে ‘অন্নপূর্ণা দিবস’। সেই প্রেক্ষিতেই বৃহস্পতিবার ভিডিও বার্তায় ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’ প্রকল্পের সুবিধা নিয়ে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। আত্মবিশ্বাসী সুর চড়িয়ে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, বর্তমান প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলেই আজ আর রাজ্যবাসীকে সরকারি সুবিধার জন্য কোনও কাটমানি দিতে হচ্ছে না। অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, ‘‘আমরা বিশ্বাস করি, দৈনন্দিন বা জরুরি সাংসারিক খরচ নিয়ে মাথায় চিন্তার বোঝা না থাকলে মানুষের আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বেড়ে যায়। রাজ্য সরকারের চালু করা ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’ প্রকল্প আজ বাংলার মা-বোনেদের সেই আত্মবিশ্বাস ও অর্থনৈতিক সুরক্ষা জোগাচ্ছে।’’ একই সঙ্গে তিনি রাজ্যের নারীকল্যাণ ও তাঁদের ক্ষমতায়নে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের পূর্ণ সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দেন। গত ৪ মে রাজ্যে শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের উল্লেখ করে নরেন্দ্র মোদি বলেন, ‘‘বাংলার মানুষ এক নতুন পথ বেছে নিয়েছেন, আর এই পরিবর্তনে সবচেয়ে প্রধান ভূমিকা ছিল মা-বোনেদের। তাই আমাদের সরকারের প্রথম শপথই হল - ‘কথা কম, কাজ বেশি’। সরকার গঠনের কয়েক দিনের মধ্যেই এই অন্নপূর্ণা যোজনা চালু করা হয়েছে এবং আজ সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছচ্ছে। মাঝখানে কোনও দালালি নেই, কোনও কাটমানি নেই। এখন আর বাংলায় কাটমানি চলে না।’’ একজন যোগ্য মহিলাও যাতে এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হন, তার

জন্য প্রশাসনিক তৎপরতা তুঙ্গে রাখার নির্দেশ দেন তিনি। নিজের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী স্মরণ করিয়ে দেন, গর্ভাবস্থায় ‘মাতৃ বন্দনা’, কন্যাসন্তানের নিরাপত্তার জন্য ‘বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও’, স্কুলে শৌচাগার নির্মাণ, ‘সুকন্যা সমৃদ্ধি’, সেনাস্কুলের দরজা খোলা, ‘মুদ্রা যোজনা’, মাতৃত্বকালীন ছুটি বৃদ্ধি, ‘উজ্জ্বলা’ গ্যাস, ‘জল জীবন মিশন’, ‘সৌভাগ্য’ বিদ্যুৎ এবং ‘আয়ুষ্মান ভারত’-এর মতো প্রকল্পের মাধ্যমে কেন্দ্র সর্বদা নারীদের পাশে দাঁড়িয়েছে। বিগত ১২ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির রূপায়ণে গতিহীনতা ছিল বলে আক্ষেপ প্রকাশ করেন মোদি। তিনি জানান, নতুন সরকার আসার পর থমকে থাকা কাজগুলিতে অভূতপূর্ব গতি এসেছে। ভাষণের শেষলগ্নে প্রধানমন্ত্রী আশাবাদী হয়ে বলেন, ‘‘আমরা একসঙ্গে নতুন বাংলা গড়ব! বিকশিত বাংলার সামর্থ্য দিয়েই বাস্তবায়িত হবে বিকশিত ভারতের সংকল্প।’’ উল্লেখ্য, রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল সরকারের আমলের দুর্নীতি, পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ও স্থানীয় প্রশাসনিক অনিয়মের কথা বলতে গিয়ে বারবার প্রধানমন্ত্রী মোদির মুখে ‘কাটমানি’ কটাক্ষ শোনা যেত। বিরোধীদের আক্রমণ করতে সেই অস্ত্রই নিয়মিত ব্যবহার করত পদ্ম শিবির। তবে এদিন প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট বার্তা দিয়ে বলেন যে, বাংলায় প্রশাসনিক পরিবর্তনের হাওয়া সুসংহত রূপ নিয়েছে। তৃণমূল জমানার নাম না করে পুরনো দুর্নীতির ইতিহাস টেনে এনে প্রধানমন্ত্রী দাবি করেন, বাংলায় যে এবার সত্যিকারের পরিবর্তন এসেছে, তা আজকের স্বচ্ছ ব্যবস্থা দেখলেই বোঝা যায়। বাংলায় আর কোনও সরকারি সুবিধার ক্ষেত্রে কাটমানি লাগে না। সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আর্থিক সহায়তা পৌঁছে যাওয়া এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য বন্ধ হওয়াই এই স্বচ্ছতার মূল কারণ বলে মনে করছেন প্রশাসনিক পর্যবেক্ষকরা।

অক্টোবর থেকে আরও ১ লক্ষ পড়ুয়াকে মিড-ডে মিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ ১ অক্টোবর থেকে আরও ১ লক্ষ পড়ুয়াকে উন্নতমানের মিড-ডে মিলের আওতায় আনছে রাজ্য সরকার। সরকারি ও সরকার-পোষিত স্কুলের পড়ুয়াদের জন্য সুষম, পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যসম্মত মিড-ডে মিল পরিষেবার পরিধি আরও বাড়ানোর সিদ্ধান্ত। ইসকনের সহযোগী সংস্থা ‘অনমৃতা ফাউন্ডেশন’-এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই কর্মসূচি চালাচ্ছে রাজ্য সরকার। প্রথম পর্যায়ে রাজ্যের প্রায় ৩০ হাজার পড়ুয়াকে কেন্দ্রীভূত আধুনিক রান্নাঘরে তৈরি খাবার দেওয়া শুরু হয়। পরিষেবার পরিধি বাড়িয়ে আরও ১৫ হাজার পড়ুয়াকে যুক্ত করা হচ্ছে, ফলে মোট প্রায় ৪৫ হাজার পড়ুয়া এই ব্যবস্থার সুবিধা পাবে। এবার আরও বড় সম্প্রসারণ- আগামী পয়লা অক্টোবর থেকে আরও ১ লক্ষ পড়ুয়াকে এই কর্মসূচির আওতায় আনার সিদ্ধান্ত রাজ্যের। খাবারের ক্যালরি ও প্রোটিনের নির্ধারিত মান, পরিচ্ছন্ন পরিবেশে রান্না এবং সময়মতো স্কুলে খাবার পৌঁছে দেওয়ার উপর বিশেষ জোর। আগামী দিনে ধাপে ধাপে রাজ্যের সমস্ত সরকারি ও সরকার-পোষিত বিদ্যালয়ে এই উন্নত মিড-ডে মিল পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের। সোশ্যাল সাইটে বার্তা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। গত ১ আগস্ট কলকাতায় প্রথম কেন্দ্রীয় মিড ডে মিলের রান্নাঘর চালু করে অন্নমৃতা ফাউন্ডেশন। বর্তমানে কলকাতা পুরসভা এলাকার সরকারি স্কুলগুলিতে এই রান্নাঘর থেকে খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে। ফাউন্ডেশনের দাবি, স্কুল পড়ুয়া, শিক্ষক ও অভিভাবকদের কাছ থেকে খাবারের গুণমান, পুষ্টি, পরিচ্ছন্নতা ও স্বাদের জন্য ইতিবাচক সাড়া মিলেছে। ফাউন্ডেশনের তরফে জানানো হয়েছে, ভারতে ২০০৪ সাল থেকে সরকারি স্কুলগুলিতে পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করে আসছে অন্নমৃতা। বর্তমানে মহারাষ্ট্র, দিল্লি, হরিয়ানা-সহ বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিদিন ১২ লক্ষেরও বেশি স্কুলে খাবার পরিবেশন করা হয়।

গাঙ্গুরামের নিমকির প্যাকেটে পালক, নষ্ট ফিরনি আমিনিয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ দক্ষিণ কলকাতার একাধিক রেস্তোরাঁয় তল্লাশি চালালেন কলকাতা পুরসভার খাদ্য সুরক্ষা দফতরের আধিকারিকরা। সেই অভিযানে ফের উদ্ধার হল মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবার, ফ্রিজে জমিয়ে রাখা কাবাব-তন্দুরি। শুধু তাই নয়, জনপ্রিয় মিষ্টির দোকান গাঙ্গুরামে নিমকির প্যাকেটে মিলেছে পালক। ফের পুজোর মুখে খাদ্য সুরক্ষা নিয়ে উঠল প্রশ্ন। সম্প্রতি বেশ কয়েক জায়গায় অভিযান চালিয়ে পচা খাবার, খাবার অযোগ্য রঙের প্যাকেট উদ্ধার করেন খাদ্য সুরক্ষা দফতরের আধিকারিকরা। গোটা রাজ্য জুড়েই চালানো হয় অভিযান। কিছুদিন আগে কলকাতার ৪০টি দোকানের লাইসেন্স বাতিল করা হয়। সেই তালিকা প্রকাশ করে পুরনিগম। আর বৃহস্পতিবার নতুন করে শুরু হয়েছে তল্লাশি। জনপ্রিয় বিরিয়ানির দোকান আমিনিয়ায় ফ্রিজ থেকে বের করে ফেলে দেওয়া হল ফিরনি, সস। সেগুলি মেয়াদ উত্তীর্ণ বলে জানানো হয়েছে। গোলপার্কের একটি রেস্তোরাঁ থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছে কাবাব, মোমো। সেগুলি ফ্রিজের মধ্যে জমিয়ে রাখা হয়েছিল। দুধের প্যাকেটে মিলেছে মরা আরশোলা। সেটাও ফেলে দেওয়া হয়েছে। গাঙ্গুরামের নিমকির প্যাকেটে মিলেছে পালক। প্রশ্ন করা হলে দোকানের এক কর্তা বলেন, ভুল করে চলে এসেছে। এটা ঠিক হয়নি। কার্যত ভুল স্বীকার করে নিয়েছে গাঙ্গুরাম। চিংড়ি, মাছ, চাউমিন সহ একাধিক খাবার ফেলে দেওয়া হয়েছে জিষান নামের অপর একটি রেস্তোরাঁয়। সেখানেও মেয়াদের কোনও তারিখ উল্লেখ করা ছিল না।

শ্রীরামপুরে মমতার জনসভায় অনুমতি দিল হাইকোর্ট!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা নিয়ে জটিলতা কাটল অবশেষে। সভার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। সেইসঙ্গে বেশ কিছু শর্তও দেওয়া হয়েছে। তৈরি হয় জটিলতা। এবার কোর্ট চত্বরে সভার অনুমতি পেলেন মমতা। প্রধান বিচারপতির নির্দেশ অনুযায়ী সিঙ্গল বেঞ্চ এই সভা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের সিঙ্গল বেঞ্চে অনুমতি মিলল সভার।

হুগলির শ্রীরামপুরে একটা মিছিল করতে চেয়েছিলেন মমতা। সেই আবেদন শুনে হাইকোর্ট মিছিলের বদলে সভার অনুমতি দেয়। কিন্তু জগন্নাথ মন্দির কর্তৃপক্ষ সভার জন্য মাঠ দিতে রাজি হয়নি। এই নিয়েও এর আগে কোর্ট চত্বরে সভা করতে আপত্তি জানিয়েছিলেন মমতা। কিন্তু জগন্নাথ মন্দির কর্তৃপক্ষ মাঠ দিতে রাজি না হওয়ায়, কোর্ট চত্বরেই করতে হবে সভা। সভা হবে ২৬

● এরপর ৬ পাতায়...

সব নথি জমা দিয়েছি, আমরা আশাবাদী ঋতব্রত

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ জোড়াফুল প্রতীক সংক্রান্ত বিবাদের নিষ্পত্তি করতে বৃহস্পতিবার ফের দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠক করেছে তৃণমূল কংগ্রেসের দুই পক্ষ - ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় শিবির এবং কালীঘাট শিবির। এদিন প্রথমে ঋতব্রত শিবিরের সঙ্গে প্রায় এক ঘণ্টা বৈঠক করে কমিশনের ফুল বেঞ্চ। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বৈঠক সম্পর্ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, তাঁরা আশাবাদী প্রতীক পাওয়ার ক্ষেত্রে। ঋতব্রত শিবিরের তরফে এদিন কমিশনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন - ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, আখরুজ্জামান, অরূপ রায় এবং তাঁদের আইনজীবী। বৈঠক নিয়ে তাঁদের বক্তব্য, কমিশন যে যে নথি চেয়েছিল তা জমা দেওয়া হয়েছে। কমিশনের কাছে তাঁরা তাঁদের সব যুক্তি ব্যক্ত করেছেন। তাই তাঁরা আশাবাদী যে জোড়াফুল প্রতীক তাঁরাই পাবেন। যদিও কমিশন কবে এই সিদ্ধান্ত নেবে, বা আদৌ প্রতীক নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত এখনই হবে কিনা, সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা দিতে পারেননি ঋতব্রতরা। এদিকে, প্রতীক নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হলেও আগামী উপনির্বাচন নিয়ে ইতিমধ্যেই কোমর বেঁধে ময়দানে নেমে পড়েছে দুই পক্ষই। নন্দীগ্রাম এবং রেজিনগর, উভয় কেন্দ্রেই দুই শিবির আলাদাভাবে প্রার্থী ঘোষণা করেছে এবং দু’পক্ষেরই দাবি, তারা জোড়াফুল প্রতীক নিয়েই লড়বে। গতকালই ছিল এই দুই কেন্দ্রে মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন। কিন্তু কমিশন এখনও প্রতীক সংক্রান্ত কোনও ফয়সালা না করায়, আসন্ন উপনির্বাচনে আদৌ জোড়াফুল প্রতীক মাঠে থাকবে কি না, তা নিয়ে তীব্র অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। কমিশনের পদক্ষেপ কী হবে তা নিয়ে জাতীয় রাজনীতি তো বটেই, রাজ্য রাজনীতিতেও পারদ চড়ছে।

● এরপর ৬ পাতায়...

‘এই সরকার শুধু ভাতা দিতে আসেনি, সংস্কার করতে এসেছে’

‘অন্নপূর্ণা দিবসে’ পরিষ্কার করে জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ ‘‘এই সরকার শুধু ভাতা দিতে আসেনি, এই রাজ্যে সংস্কার করতে এসেছে!’’- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিনে রাজ্যজুড়ে আয়োজিত প্রথম ‘অন্নপূর্ণা দিবস’-এর মঞ্চ থেকে মনে করিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ভাতা ও আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি বেআইনি মাদক ব্যবসা বন্ধ করা এবং বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক ব্যাধি নির্মূল করতে রাজ্য প্রশাসন যে জিরো টলারেন্স নীতি নিতে চলেছে, তা স্পষ্ট করে দেন তিনি। রাজ্যে বাল্যবিবাহ এবং কম বয়সে মা হওয়ার বিপজ্জনক প্রবণতা রুখতে কড়া আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গত ছয় মাসে রাজ্যে প্রায় ৬০ হাজার বাল্যবিবাহ ও টিনএজ ডেলিভারির ঘটনা ঘটেছে, যার মধ্যে কেবল মুর্শিদাবাদেই ১৩ হাজার এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৭ হাজার। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানান, ১৮ বছরের নীচে মেয়েদের বিয়ে দিলে কেবল

অভিভাবকদেরই নয়, বিয়ে দেওয়া কাজি কিংবা পুরোহিতকেও শ্রীঘরে যেতে হবে। একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গকে পূর্ণাঙ্গ ‘নেশামুক্ত’ করতে সমস্ত বেআইনি মাদক কেন্দ্র গুঁড়িয়ে দেওয়ার ডাক দেন তিনি। সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে একগুচ্ছ বড় ঘোষণার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রী মোদির গ্যারান্টি অনুযায়ী চালু হওয়া ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’র মাধ্যমে ইতিমধ্যে রাজ্যজুড়ে দেড় কোটিরও বেশি (প্রায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ) মহিলার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠা শুরু হয়েছে। এর পাশাপাশি মহিলাদের উন্নয়নে গৃহীত একাধিক পদক্ষেপের খতিয়ান তুলে ধরেন তিনি। বেতন বৃদ্ধি ও সামাজিক ভাতা-গত আগস্ট মাস থেকে আইসিডিএস ও আশা কর্মীদের বেতন ৫,০০০ টাকা বাড়ানো হয়েছে। প্রাণীমিত্রাদের বেতন ২,০০০ টাকা বৃদ্ধির পাশাপাশি তাঁদেরও ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ৬০ বছরের ঊর্ধ্বের বিধবা মহিলাদের পেনশন ১,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১,৫০০ টাকা করা হয়েছে। শিক্ষা ও পুষ্টির প্রসার-আইসিডিএস কেন্দ্রে গর্ভবতী মায়েদের খাদ্যাবরাদ্দ ১২ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৪ টাকা করা হয়েছে। গত ১৪ আগস্ট ‘কন্যারাষ্ট্র দিবসে’ ২০ লক্ষ ১৩ হাজার ছাত্রীর

● এরপর ৬ পাতায়...

সপ্তাহ শেষে দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে দুর্যোগের পূর্বাভাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ মৌসুমী অক্ষরেখা সৌরাষ্ট্র থেকে শুরু হয়ে লখনউ, গয়া এবং সাগরদ্বীপের ওপর দিয়ে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। অন্য আর একটি অক্ষরেখা রয়েছে উত্তরবঙ্গ থেকে উত্তর ওড়িশা পর্যন্ত বিস্তৃত। আর তার জেরে আজ থেকে দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। জলীয় বাষ্প থাকায় বৃষ্টি না হলে অস্বস্তি বাড়বে। রবিবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে। বৃহস্পতিবার গভীর রাত থেকে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বিক্ষিপ্তভাবে থাকছে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতে। বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, হাওড়া, হুগলি, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলাতে। কলকাতা সহ বাকি জেলাতেও বিক্ষিপ্তভাবে দু এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির

সম্ভাবনা থাকছে। শুক্রবার, বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে। শনিবার, বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির প্রবণতা কিছুটা কমলেও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলোতে। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া

● এরপর ৬ পাতায়...

‘আমাদের বাধ্য করবেন না’

মণিপুর সরকারকে ভর্ৎসনা সুপ্রিম কোর্টের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ মণিপুরের বিভিন্ন ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নেওয়া একাধিকজনের রহস্যজনক মৃত্যু এবং যৌন নিপীড়নের ঘটনায় রাজ্য সরকারকে তীব্র ভর্ৎলনা করল সুপ্রিম কোর্ট। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে চরম উদ্বেগ প্রকাশ করার পাশাপাশি ত্রাণশিবিরে হওয়া ২৫টি রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট ও মৃত্যুসংক্রান্ত যাবতীয় নথিপত্র সহ একটি বিস্তৃত রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত। বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার সমন্বয়ে গঠিত তিন বিচারপতির বেঞ্চে ২০২৩ সালের মণিপুর গোষ্ঠীহিংসার মামলা সংক্রান্ত একাধিক আবেদনের শুনানি চলছিল। জম্মু ও কাশ্মীর হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি গীতা মিত্তলের নেতৃত্বাধীন সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত কমিটির পেশ করা একটি রিপোর্টের ভিত্তিতে এদিন শুনানি গ্রহণ করে শীর্ষ আদালত। কমিটিতে উত্থাপিত একাধিক তথ্যের উল্লেখ করে ত্রাণশিবিরে বসবাসকারী গৃহহীন ও বাস্তুচ্যুত মানুষদের নিরাপত্তা ও জীবনধারণের অধিকার নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তোলেন বিচারপতিরা। শুনানি চলাকালীন

● এরপর ৬ পাতায়...

অবশেষে আটক পুলিশের খাতায় ‘মোস্ট ওয়ান্টেড’ মাওবাদী নেতা আকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ অবশেষে আটক মাওবাদী নেতা আকাশ ওরফে অসীম মণ্ডল। বৃহস্পতিবার ভোরে পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুরে তাঁকে আটক করা হয়। তদন্তকারীদের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুরে আকাশের শ্বশুরবাড়ি। এক ব্যক্তির সাহায্য নিয়ে ছদ্মবেশে সম্প্রতিই সেখানে গিয়েছিলেন আকাশ। পুলিশের দাবি, তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে দু’টি ব্যাগ, কিছু বইপত্র, বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও বিষয়টি এক্স হ্যান্ডলে জানিয়েছেন। লিখেছেন, ‘কলকাতা পুলিশের এসটিএফ আধিকারিক ও কর্মীদের আমি সাধুবাদ জানাই। তাঁরা ট্র্যাক করে সিপিআই (মাওবাদী)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি-১-এর সম্পাদক অসীম মণ্ডল ওরফে আকাশকে পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুরের লালট থেকে গ্রেপ্তার করেছেন। ১৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে নিরাপত্তাবাহিনীকে ফাঁকি দিয়ে গিয়েছে এই মাওবাদী নেতা। রাজ্য সরকার কোনও ভাবেই নিজের সীমানার মধ্যে লাল সন্ত্রাসকে পুনরুজ্জীবিত এবং তা ছড়াতে দেবে না। কোনও চরমপন্থী ভাবধারার কারণে যাতে আমাদের রাজ্যের মানুষের নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয়, তা নিশ্চিত করা হবে। এই ধরনের যে কোনও চক্রান্তকে গুঁড়িয়ে দিতে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে।’ পুলিশের একটি সূত্রে খবর, পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণা থানার ফুলচকের বাসিন্দা বছর চৌষট্টির আকাশ আশির দশকে অতিবামপন্থী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। তাঁর আসল নাম অসীম মণ্ডল। এ ছাড়া তিনি আকাশ, তিমির, মনোজ, দীপক ও রাকেশ নামে পরিচিত। পিডব্লিউজি-র সদস্য ছিলেন আকাশ। দায়িত্ব পান বাংলার সারেঙ্গা, গোয়ালতোড় এলাকার পাশাপাশি ঝাড়খণ্ডের পূর্ব সিংভূম জেলার গুড়াবান্দা এলাকার। ঝাড়খণ্ডের সারান্ডা ও কোলহান এলাকায় দীর্ঘ দিন ধরে দাপিয়ে বেড়িয়েছেন তিনি। ২০০৪ সালের ২১ সেপ্টেম্বর গঠিত হয় সিপিআই (মাওবাদী) সংগঠন। সংগঠনে সক্রিয় ভাবে কাজ শুরু করেন আকাশ। তাঁর নেতৃত্বে জঙ্গলমহলে মাওবাদী সংগঠন ক্রমশ শক্তিশালী হতে শুরু করে। পুলিশ সূত্রের দাবি, লালগড় আন্দোলনের সময়ে আকাশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তার জন্য ২০১০ সালে সিপিআই মাওবাদী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদকের দাযিত্বও দেওয়া হয় তাঁকে। এ ছাড়াও বাংলা-ঝাড়খণ্ড-ওড়িশা রিজিওনাল কমিটির গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল আকাশের উপর। কিষানজির মৃত্যুর পরে আকাশ মাওবাদী সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হন। যদিও ধীরে ধীরে মাওবাদী সক্রিয়তা কমতে শুরু করে। সেই সময়ে ৫০ জনেরও বেশি স্কোয়াড মেম্বারকে ঝাড়খণ্ডের সারান্ডার জঙ্গলে ঘাঁটি গাড়েন আকাশ। চলতি বছরের ২২ জানুয়ারি যৌথ বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে আকাশের স্কোয়াডের ১৫ জন সদস্য নিহত হন। এর পরে ঘাঁটি বদল করে আকাশ দলমার জঙ্গলে চলে যান। ‘মনোজ’ ছদ্মনামে সেখানে কাজ করতেন আকাশ। কেন্দ্রীয় সরকার যে মাওবাদীদের নির্মূল করার পরিকল্পনা নিয়েছে, তার অধীনে চলা অভিযানে ছত্তিসগড় ও ঝাড়খণ্ডে অনেক মাওবাদী নেতানেত্রী নিহত হন। আকাশের দলের একাধিক সদস্য পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণও করেন। ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশা মিলিয়ে আকাশের মাথার দাম ছিল ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। পুলিশ সূত্রে খবর, একের পর এক স্কোয়াড মেম্বার মারা যাওয়া কার্যত ভেঙে পড়েছিলেন আকাশ। অসুস্থও হয়ে পড়েন। উচ্চ রক্তচাপজনিত শারীরিক সমস্যায় ভুগতে শুরু করেন তিনি।

মাথার দাম ছিল ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা

‘যে কমপ্লেন করেছে সে কি ঘোঁত ঘোঁত করে?’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ সমাজমাধ্যমে ক্রমাগত অপমান ও কুৎসার অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে নালিশ জানিয়েছিলেন বারাসতের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে দায়ের হওয়া মামলার তদন্তে নেমে কালীঘাট তৃণমূলের বিধায়ক কুণাল ঘোষকে তলব করেছিল বারাসত থানা। বৃহস্পতিবার নির্ধারিত সময়সীমার আগেই থানায় হাজিরা দিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব শেষ করেন কুণাল। তবে থানা থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সমস্ত অভিযোগকে ‘সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন’ বলে শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে পুলিশ ও অভিযোগকারী উভয় পক্ষকেই একহাত নিয়েছেন তিনি। বারাসত থানার তদন্তকারী আধিকারিকের (আইও) মুখোমুখি হয়ে কুণাল জানান, যে বিতর্কিত পোস্টের ওপর ভিত্তি করে এই নালিশ, সেখানে একটি কাল্পনিক ভিনগ্রহের প্রাণীর ছবি ব্যবহার করা হয়েছিল, যা খানিকটা শুয়োরের মতো দেখতে। কিন্তু সেই পোস্টে কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম, পদবি বা পরিচয় ছিল না। কুণালের প্রশ্ন, ‘‘পোস্টে তো কারও নাম লেখা নেই। তা হলে আগ বাড়িয়ে কোনও ব্যক্তি কী ভাবে দাবি করতে পারেন যে ওই ছবিটা তাঁর? আমি তো কাউকে শুয়োর বলিনি!

● এরপর ৬ পাতায়...

বিশ্বকর্মা জয়ন্তীতে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ পবিত্র বিশ্বকর্মা জয়ন্তী উপলক্ষে দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার আরাধনার এই পুণ্যলগ্নে বিশেষ শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়েছে দেশের নির্মাণকাজে যুক্ত সমস্ত কারিগর, শ্রমজীবী ও দক্ষ কর্মীদের প্রতি।এক্স মাধ্যমে এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, একটি উন্নত ও আত্মনির্ভর ভারত গ।ে তোলার সংকল্প বাস্তবায়নে কারিগর ও শ্রমিকদের দক্ষতা এবং নিরলস পরিশ্রমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশ গঠনের এই মহ যাত্রায় তাঁদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং সর্বাত্মক উৎসাহ জোগাতে সরকার ও প্রশাসন সম্পূর্ণ দায়বদ্ধ।দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার বঃদনা করে প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, তিনি শাশ্বত, অপার, এবং স্বয়ং বিজয়ী। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁর রূপ, সেই জগতপতি বিশ্বকর্মার চরণে প্রণাম জানিয়ে দেশের সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি জানান, শিল্প ও প্রযুক্তিঃর এই যাত্রায় কারিগরদের অবদানকে দেশ চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

’সেমিকন ২.০’-তে বড় ঘোষণা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের

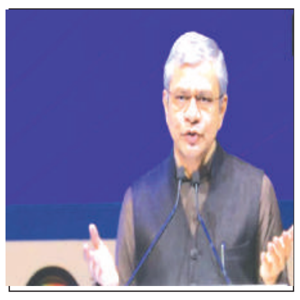

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ ভারতের সেমিকন্ডাক্টর ইকোসিস্টেমকে আরও শক্তিশালী করতে ’সেমিকন ২.০’-এর রূপরেখা ও প্রধান চার স্তম্ভের কথা ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। বৃহস্পতিবার নতুন দিল্লিতে আয়োজিত ’সেমিকন ইন্ডিযা ২০২৬’ সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি জানান, দেশে চিপ তৈরির নকশা থেকে শুরু করে প্যাকেজিং এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি উৎপাদনের সার্বিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, সেমিকন ২.০-র অধীনে সেমিকন্ডাক্টরের বহুমুখী চাহিদা মেটাতে ভারতে অন্তত ২০০টি চিপ ডিজাইনিং স্টার্টআপ ও সংস্থাকে লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে নির্ধারণ করা হযেছে। উদ্যোগের দ্বিতীয় স্তম্ভ হিসেবে যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল উপাদনের ওপর জোর দিয়ে তিনি ৫ বিলিয়ন ডলারের বড় বিনিয়োগ ঘোষণার জন্য শিল্পমহলকে ধন্যবাদ জানান। এই বিপুল অঙ্কের বিনিয়োগ দেশে কর্মসংস্থান তৈরিতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে উল্লেখ করেন তিনি।পাশাপাশি তৃতীয় স্তম্ভ হিসেবে ডিসপ্লে, মেমরি, সিলিকন, কম্পাউন্ড এবং লজিক ফ্যাবসের সম্প্রসারণের কথা তুলে ধরেন বৈষ্ণব। চতুর্থ স্তম্ভটি উন্নত প্যাকেজিং ইউনিটের ওপর কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে জানিয়ে তিনি নিশ্চিত করেন, ওড়িশায় ইতিমধ্যেই একটি আধুনিক ৩ডি প্যাকেজিং ইউনিট তৈরির কাজ শুরু হয়ে গেছে।

ফের সাফল্য সুরক্ষা বাহিনীর

উধমপুর, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ সন্ত্রাস দমন অভিযানে জম্মু ও কাশ্মীরে ফের সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। জম্মু ও কাশ্মীরের উধমপুর জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে দুই সন্দেহভাজন জঙ্গি নিহত হয়েছে। বুধবার গভীর রাতে উধমপুরের সোহান এলাকায় জঙ্গিদের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলির লড়াই শুরু হয়। তাতেই মৃত্যু হয় দুই জঙ্গির। নিহতদের পরিচয় এখনও নিশ্চিত হয়নি।বৃহস্পতিবার সকালে সেনাবাহিনী জানিয়েছে, উধমপুরের পাহাড়ি জঙ্গলে জঙ্গিদের গতিবিধির খবর পেয়ে নিরাপত্তা বাহিনী অভিযান শুরু করে। বুধবার বেশি রাতে শুরু হয় অভিযান। সেনাবাহিনীর রাষ্ট্রীয় রাইফেলস্, প্যারা (স্পেশাল ফোর্স) এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ যৌথ ভাবে ওই অভিযান চালায় আজকে জানায়।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

মোদীজির নেতৃত্বে ভারত ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে ঃঅমিত শাহ

ভাদনগর, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে, জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে ভাদনগরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে অমিত শাহ বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গোটা জীবনকে যদি ব্যাখ্যা করতে হয়, তবে তা কেবল দুটি শব্দেই প্রকাশ করা সম্ভব-’ইন্ডিয়া ফার্স্ট’। প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে তাঁর পৈতৃক ভিটে ভাদনগরে দাঁড়িয়ে এই মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ভারতমাতার কল্যাণ ও বিশ্বমঞ্চে দেশের মর্যাদা বৃদ্ধিতে প্রধানমন্ত্রী নিজের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত উৎসর্গ করেছেন উল্লেখ করে তাঁকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে এদিন ভাদনগর থেকে সূচনা হয় বিশেষ ’সেবা সংকল্প অভিযান’ বাইক র‍্যালির। এ প্রসঙ্গে অমিত শাহ বলেন, এই যাত্রা নরেন্দ্র মোদীজির জন্মভূমি ভাদনগর থেকে শুরু হয়ে তাঁর কর্মভূমি বারাণসীতে পৌঁছবে। পুণ্যভূমি হাটকেশ্বর মহাদেবের প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হওয়া এই যাত্রা শেষ হবে কাশী বিশ্বনাথের চরণে গিয়ে।যাত্রার বিস্তারিত রূপরেখা তুলে ধরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, মোট ৬০০ জন বাইকার এই অভিযানে অংশ নিচ্ছেন। এর মধ্যে ভাদনগর থেকে ৩০০ জন এবং বারাণসী থেকে একই দিনে আরও ৩০০ জন যাত্রা শুরু করছেন। এই ৬০০ জন আরোহী দেশের ৭টি রাজ্য ও অসংখ্য গ্রামের মধ্য দিয়ে প্রায় ৪,০০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করবেন এবং প্রধানমন্ত্রীর ২৫ বছরের সুশাসন ও জনসেবার বার্তা প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দেবেন।এই ২৫ বছরের তাপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অমিত শাহ উল্লেখ করেন, আজ মোদীজির জন্মদিন হলেও আগামী ৭ অক্টোবর সেই ঐতিহাসিক দিনটি পূর্ণ হতে চলেছে, যেদিন তিনি একটানা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ২৫ বছর সম্পন্ন করবেন। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন উপলক্ষে বৃহস্পতিবার, ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) জাতীয় সভাপতি নিতিন নবীন একটি রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেছেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিযেছেন এবং তাঁর দীর্ঘ জীবন ও অবিরত সাফল্য কামনা করেছেন।দলের সদর দফতরে সংবাদমাধ্যমকে সম্বোধন করে নিতিন নবীন বলেন যে, ১৭ সেপ্টেম্বর একই সঙ্গে ভগবান বিশ্বকর্মার পূজার দিন এবং আধুনিক ভারতের স্থপতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন। প্রধানমন্ত্রীকে দেশের প্রধান সেবক আখ্যা দিয়ে. তিনি বলেন যে, তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে বিজেপি সেবা সংকল্প অভিযান শুরু করছে এবং দিনটিকে সেবা দিবস হিসেবে উদযাপন করছে। তিনি বলেন যে, প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে দেশজুড়ে বিজেপি কর্মীরা রক্তদান অভিযান শুরু করছেন। তিনি রক্তদান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করাকে একটি বিশেষ সৌভাগ্য বলে বর্ণনা করেছেন।বিজেপি সভাপতি বলেন যে, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে দেশের বহু মানুষের জীবন বদলে গেছে। তাঁর মতে, এই পরিবর্তন শুধু মানুষের জীবনযাত্রার মানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং লক্ষ লক্ষ ভারতীয়ের চিন্তাভাবনাকেও বদলে দিয়েছে। বৃহস্পতিবার দেশ ’দেশ প্রথম’ এই চেতনায় এগিয়ে চলেছে। তিনি বলেন যে, সারা দেশের মানুষ প্রধানমন্ত্রীকে তাঁদের শুভকামনা ও আশীর্বাদ জানাচ্ছেন।প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘ জীবন ও অব্যাহত সাফল্য কামনা করে তিনি বলেন যে, ভারত উন্নয়নের পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে এবং উন্নত ভারত-এর লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়ে বিশ্ব মঞ্চে তার স্বতন্ত্র পরিচয় প্রতিষ্ঠা করছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, ভারত ২০৪৭ সালের মধ্যে একটি বিকশিত দেশ হওয়ার লক্ষ্য অর্জন করবে। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রদ্র মোদীর ৭৬-তম জন্মদিন উপলক্ষে দিল্লিতে এক অভিনব পরিবেশবান্ধব উদ্যোগের সূচনা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। নতুন দিল্লি পুর পরিষদের (এনডিএমসি) সহযোগিতায় দিল্লির লোধি কলোনি পার্কে ’ভারত বন’ প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন তিনি।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে আজ এনডিএমসি-র সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে দিল্লিতে এই বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে মধ্য দিল্লির বুকে একটি ঘন সবুজ অরণ্য গড়ে তোলা হচ্ছে। এই বনাঞ্চল তৈরিতে কেবল স্থানীয় আবহাওয়ার উপযোগী দেশি প্রজাতির গাছপালা ব্যবহার করা হবে।নাগরিকদের সুস্থ জীবনযাত্রার ওপর জোর দিয়ে অর্থমন্ত্রী আরও জানান, এই সংরক্ষিত সবুজ চত্বরটি দিল্লির সাধারণ মানুষের প্রাতঃভ্রমণ, ধ্যান ও যোগচর্চার জন্য একটি আদর্শ ও শান্ত পরিবেশ হিসেবে গড়ে তোলা হবে, যা রাজধানীর পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার পাশাপাশি বাসিন্দাদের স্বাস্থ্যচর্চায় বড় ভূমিকা রাখবে।অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিনে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানালেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। প্রধানমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু. কামনা করে তিনি জানান, মোদীজির দূরদর্শী নেতৃত্বে দেশ এখন পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ’বিকশিত ভারত’-এর লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে।বৃহস্পতিবার সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া বার্তায় প্রতিরক্ষামন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে পরিকাঠামো নির্মাণ থেকে ডিজিটাল সংযোগ, গরিব কল্যাণ থেকে শুরু করে উদ্ভাবন ও উদ্যোগপতি তৈরিতে দেশ প্রতিটি ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক অগ্রগতি অর্জন করেছে। এর ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত ও সহজ হয়েছে, নতুন সুযোগের সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রতিটি নাগরিকের জন্য মর্যাদাপূর্ণ জীবন নিশ্চিত করতে নিরন্তর কাজ চলছে।প্রশাসনের স্বচ্ছতার ওপর জোর দিয়ে তিনি আরও উল্লেখ করেন, সুশাসন ও জনসেবাকে দেশের উন্নয়নের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী। এর ফলে প্রশাসন আরও বেশি স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক এবং জনমুখী হয়ে উঠেছে। একই সঙ্গে তাঁর নেতৃত্বে ভারতের সাংস্কৃতিক চেতনা ও ঐতিহ্য বিশ্বমঞ্চে এক নতুন পরিচিতি ও মর্যাদা লাভ করেছে। মহাদেবের কাছে প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘ জীবন ও সুস্বাস্থ্যের প্রার্থনা জানান প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে ’ভারত বন’ প্রকল্পের উদ্বোধন নির্মলার গড়ে উঠছে ঘন বনাঞ্চল

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৭৬-তম জন্মদিন উপলক্ষে দিল্লিতে এক অভিনব পরিবেশবান্ধব উদ্যোগের সূচনা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। নতুন দিল্লি পুর পরিষদের (এনডিএমসি) সহযোগিতায় দিল্লির লোধি কলোনি পার্কে ’ভারত বন’ প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন তিনি।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে আজ এনডিএমসি-র সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে দিল্লিতে এই বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে মধ্য দিল্লির বুকে একটি ঘন সবুজ অরণ্য গ।ে তোলা হচ্ছে। এই বনাঞ্চল তৈরিতে কেবল স্থানীয় আবহাওয়ার উপযোগী দেশি প্রজাতির গাছপালা ব্যবহার করা হবে।নাগরিকদের সুস্থ জীবনযাত্রার ওপর জোর দিয়ে অর্থমন্ত্রী আরও জানান, এই সংরক্ষিত সবুজ চত্বরটি দিল্লির সাধারণ মানুষের প্রাতঃভ্রমণ, ধ্যান ও যোগচর্চার জন্য একটি আদর্শ ও শান্ত পরিবেশ হিসেবে গড়ে তোলা হবে, যা রাজধানীর পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার পাশাপাশি বাসিন্দাদের স্বাস্থ্যচর্চায় বড় ভূমিকা রাখবে।

বড় সাফল্য প্রোজেক্ট চিতায়, ভারতে চিতাবাঘের সংখ্যা বেড়ে ৫২

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃআফ্রিকা মহাদেশ থেকে ভারতে চিতা আনার পর চার বছর পার। প্রোজেক্ট চিতা প্রকল্পে যুগান্তকারী সাফল্য এল ভারতে। নামিবিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং বোতসোয়ানা-এই তিন দেশ থেকে আনা চিতার বর্তমান মোট সংখ্যা ভারতে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫২-তে।১৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত সময়কালের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে প্রকাশিত ‘ ইয়ার্স অব চিতাস ইন ইন্ডিয়া’ শীর্ষক রিপোর্টে এই তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। রিপোর্টে জানানো হয়েছে, ভারতে প্রকল্প শুরুর পর এ দেশের মাটিতেই এখনও পর্যন্ত ৩২টি শাবকের জন্ম হয়েছে।বর্তমানে এই ৫২টি চিতার মধ্যে ৪৯টি মধ্যপ্রদেশের কুনো জাতীয় উদ্যানে এবং ৩টি গান্ধী সাগর অভয়ারণ্যে রয়েছে। এই মোট সংখ্যার মধ্যে রয়েছে নামিবিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আনা জীবিত চিতা ও তাদের এ দেশে জন্মানো শাবক, পাশাপাশি বোতসোয়ানা থেকে নতুন আনা চিতারাও।পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৩ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আনা ১২টি চিতার মধ্যে ৮টি বেঁচে রয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভারতে জন্মানো তাদের ১০টি শাবক, যার ফলে দক্ষিণ আফ্রিকা বংশোদ্ভূত চিতা ও তাদের শাবকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৮-তে। এদের মধ্যে ১৫টি কুনো জাতীয় উদ্যানে এবং ৩টি রয়েছে গান্ধী সাগর অভয়ারণ্যে।কুনো জাতীয় উদ্যান কর্তৃপক্ষের মতে, প্রকল্পটির চার বছর পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ দেশে স্ত্রী চিতাদের সফল প্রজনন এবং দ্বিতীয় প্রজন্মের শাবকদের সুস্থভাবে বেঁচে থাকা ভারতের এই পুনর্বাসন উদ্যোগকে এক অত্যন্ত মজবুত ও দৃঢ় অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছে।

বিষাক্ত রং ভাঙবে ব্যাকটেরিয়া, পথ দেখাচ্ছে আইআইটি গুয়াহাটির গবেষণা টেক্সটাইল বর্জ্যজল শোধনে নতুন সাফল্য, ‘ ডাইরেক্ট ব্লু-৬’-এর ৯৮.৫০ শতাংশ অবক্ষয়, তৈরি অ-বিষাক্ত পদার্থ

হাফলং (অসম), ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ কারখানার নীল রং মিশে দূষিত হচ্ছে জল। সেই বিষাক্ত রংকে ভেঙে তুলনামূলক নিরাপদ করে তুলবে জীবাণু! টেক্সটাইল শিল্পের বর্জ্যজলে থাকা ক্ষতিকর অ্যাজো রং শোধনের এমনই এক পরিবেশবান্ধব পথের সন্ধান দিয়েছেন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (আইআইটি) গুয়াহাটির গবেষকেরা। তাঁদের গবেষণায় ‘ এসপি. এজেড০৫’ নামে একটি ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে বহুল ব্যবহৃত কৃত্রিম রং ‘ ব্লু-৬’-এর ৯৮.৫০ শতাংশ পর্যন্ত অবক্ষয় ঘটানো সম্ভব হয়েছে। আরও গুরুত্বপূর্ণ, এই প্রক্রিয়ায় তৈরি অবক্ষয়জাত পদার্থগুলিকে পরীক্ষায় অ-বিষাক্ত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।টেক্সটাইল শিল্পের বর্জ্যজলে অ্যাজো রং থাকা নতুন ঘটনা নয়। কিন্তু এই রংয়ের রাসায়নিক গঠন অত্যন্ত স্থিতিশীল। ফলে সাধারণ পদ্ধতিতে তা সহজে নষ্ট হয় না। রংয়ের অণুতে থাকা বিশেষ অ্যাজো বন্ধনই (-গগ-) তার রং এবং রাসায়নিক স্থায়িত্বের অন্যতম কারণ। অপরিশোধিত অবস্থায় এই ধরনের বর্জ্যজল নদী, জলাশয় এবং অন্যান্য জলজ বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি করতে পারে। মানবস্বাস্থ্যের উপরও এর বিরূপ প্রভাব প।ার আশঙ্কা রয়েছে।শুধু তাই নয়, প্রচলিত রাসায়নিক বা ভৌত-রাসায়নিক পদ্ধতিতে বর্জ্যজল শোধন করতে যথেষ্ট শক্তির প্রয়োজন হতে পারে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সেই প্রক্রিয়ায় আবার নতুন দূষকও তৈরি হয়। ফলে জল থেকে চোখে দেখা রং সরিয়ে ফেললেই যে দূষণের মূল সমস্যার সমাধান হয়ে গেল, তা নয়।এই সমস্যার মোকাবিলাতেই নতুন পথ খুঁজেছেন আইআইটি গুয়াহাটির গবেষকেরা। স্থানীয় একটি টেক্সটাইল বর্জ্য নির্গমনস্থল থেকে তাঁরা সংগ্রহ করেন ‘ এসপি. এজেড০৫’ ব্যাকটেরিয়া। পরীক্ষায় দেখা যায়, এই ব্যাকটেরিয়া ‘ নামে একটি এনজাইম তৈরি করে। সেই এনজাইম অ্যাজো বন্ধন ভাঙতে সক্ষম। অর্থা, রংয়ের অণুর গুরুত্বপূর্ণ অংশটিকেই আক্রমণ করে ব্যাকটেরিয়াটি।গবেষকেরা বিশেষ পরিসংখ্যানভিত্তিক পদ্ধতির সাহায্যে ব্যাকটেরিয়ার রং ভাঙার ক্ষমতা এবং অ্যাজোরিডাক্টেজ তৈরির মাত্রা একই সঙ্গে সর্বোত্তম পর্যায়ে নিয়ে আসেন। অনুকূল পরিস্থিতিতে ‘ ব্লু-৬’-এর ৯৮.৫০ শতাংশ অবক্ষয় ঘটাতে সক্ষম হয় ব্যাকটেরিয়াটি। অ্যাজোরিডাক্টেজের কার্যক্ষমতা পাওয়া যায় প্রতি মিলিলিটারে ০.৭৬১ ইউনিট।শুধু রং সরানো নয়, বিষাক্ততাও পরীক্ষাগবেষণাটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, গবেষকেরা শুধু জল থেকে রং কতটা দূর হল, তা মেপেই থামেননি। ব্যাকটেরিয়া রং ভাঙার পরে কী ধরনের পদার্থ তৈরি করছে, সেগুলিও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেই অবক্ষয়জাত পদার্থের বিষাক্ততাও পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় সেগুলিকে অ-বিষাক্ত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।আইআইটি গুয়াহাটির জীববিজ্ঞান ও জৈবপ্রকৌশল বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. সেলভারাজু নারায়ণস্বামী বলেন, এই গবেষণার বিশেষত্ব হল, শুধু দূষিত জলের দৃশ্যমান রং দূর করার দিকে নজর দেওয়া হয়নি। বরং রং ভাঙার পরে তৈরি পদার্থগুলির বিষাক্ততাও যাচাই করা হয়েছে। তাঁর কথায়, এর ফলে দূষিত জলকে শুধু দেখতে পরিষ্কার করার বদলে রংকে তুলনামূলক নিরাপদ যৌগে রূপান্তরের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।তবে এখনও গবেষণাটি পরীক্ষাগারের স্তরেই রয়েছে। গবেষকদের পরবর্তী লক্ষ্য হল এই জীবাণুকে একটি উপযুক্ত মাধ্যমে স্থির করে তার স্থায়িত্ব, কার্যক্ষমতা এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্যতা বৃদ্ধি করা। এর পরে টেক্সটাইল শিল্পের বর্জ্যজলকে ধারাবাহিক ভাবে শোধন করতে পারে- এমন একটি বৃহ পরিসরের ব্যবস্থা তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে।শিল্পবর্জ্যেও মিলতে পারে ব্যবহার ।গবেষণায় আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে এসেছে। একাধিক ধাতব আয়নের উপস্থিতিও সহ্য করতে পারে এই ব্যাকটেরিয়া। বাস্তব শিল্পবর্জ্যে একসঙ্গে নানা ধরনের দূষক থাকার কারণে এই বৈশিষ্ট্য ভবিষ্যতের প্রয়োগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।গবেষকদের আশা, ভবিষ্যতে এই পদ্ধতি ব্যবহার করে টেক্সটাইল শিল্পের স্থায়ী অ্যাজো রংযুক্ত বর্জ্যজল শোধন করা সম্ভব হতে পারে। একই সঙ্গে অন্যান্য শিল্পবর্জ্যে থাকা কৃত্রিম অ্যাজো রং ভাঙার ক্ষেত্রেও এই জীবাণু ও তার উৎপাদিত এনজাইম নিয়ে গবেষণা করা যেতে পারে। রাসায়নিকনির্ভর শোধন পদ্ধতির ব্যবহার কমিয়ে পরিবেশের উপর চাপ কমানোর সম্ভাবনাও রয়েছে।শিক্ষা মন্ত্রকের প্রধানমন্ত্রী গবেষণা ফেলোশিপের সহায়তায় পরিচালিত এই গবেষণায় আইআইটি গুয়াহাটির অজিতকুমার ভেলুচামি, জোথিকা জেয়াবালান ও ড. সেলভারাজু নারায়ণস্বামী এবং আইআইটি (বিএইচইউ), বারাণসীর ড. অঙ্কুর ভার্মা যুক্ত ছিলেন। গবেষণার ফল প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক গবেষণা পত্রিকা vironmental Geochemistry and Health-এ।পরীক্ষাগারের এই সাফল্যকে শিল্পক্ষেত্রে কার্যকর প্রযুক্তিতে রূপ দিতে পারলেই টেক্সটাইল বর্জ্যজল শোধনের ক্ষেত্রে রাসায়নিকনির্ভরতার পাশাপাশি জীবাণুভিত্তিক এক নতুন পথ খুলে যেতে পারে বলে মনে করছেন গবেষকেরা।

প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের আন্তরিক শুভেচ্ছা রাষ্ট্রপতির

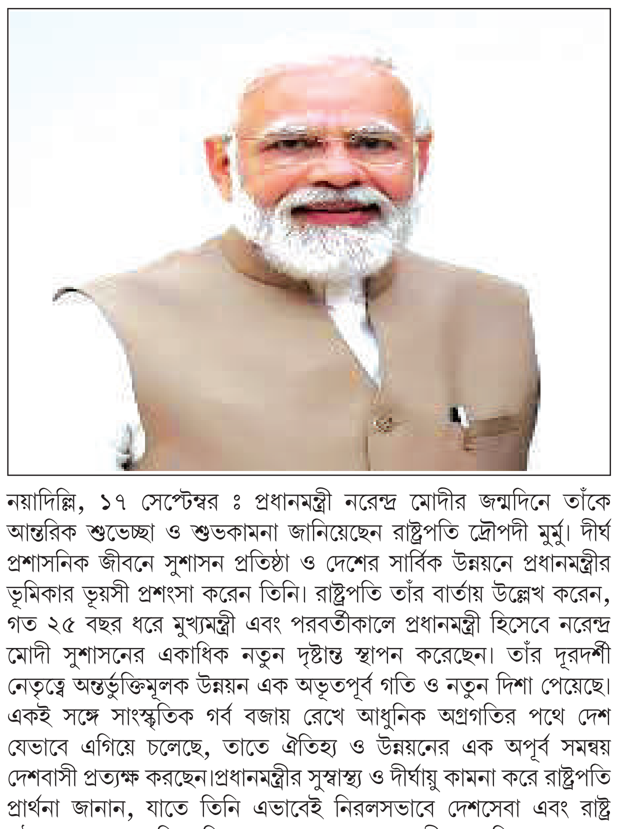

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিনে তাঁকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। দীর্ঘ প্রশাসনিক জীবনে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দেশের সার্বিক উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি। রাষ্ট্রপতি তাঁর বার্তায় উল্লেখ করেন, গত ২৫ বছর ধরে মুখ্যমন্ত্রী এবং পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদী সুশাসনের একাধিক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্বে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন এক অভূতপূর্ব গতি ও নতুন দিশা পেয়েছে। একই সঙ্গে সাংস্কৃতিক গর্ব বজায় রেখে আধুনিক অগ্রগতির পথে দেশ যেভাবে এগিয়ে চলেছে, তাতে ঐতিহ্য ও উন্নয়নের এক অপূর্ব সমন্বয় দেশবাসী প্রত্যক্ষ করছেন।প্রধানমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে রাষ্ট্রপতি প্রার্থনা জানান, যাতে তিনি এভাবেই নিরলসভাবে দেশসেবা এবং রাষ্ট্র গঠনের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে দেশজুড়ে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকেও শুভেচ্ছার ঢল নেমেছে।

২৬ সেপ্টেম্বর থেকে নেটফ্লিক্সে পঞ্চম সিজন নিয়ে .ফিরছে ‘ দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কপিল শো’

মুম্বই, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ ফের পুরো টিম নিয়ে দর্শকদের হাসাতে প্রস্তুত কপিল শর্মা। জনপ্রিয় কমেডি শো ‘ দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কপিল শো’-এর পঞ্চম সিজনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়ে গেল। একইসঙ্গে নতুন সিজনের স্ট্রিমিংয়ের তারিখও জানানো হয়েছে। এবার শোয়ের থিম রাখা হয়েছে ‘হাসি কা ত্যো-হাহা-হার’। উৎসবের আমেজের সঙ্গে থাকছে হাসি-ঠাট্টা ও পারিবারিক বিনোদনের আয়োজন।নতুন সিজনের একটি মজার প্রোমোও প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে দীপাবলি, বড়দিন-সহ বিভিন্ন উসবের আবহে হাসি-ঠাট্টার নানা মুহূর্ত তুলে ধরা হয়েছে। আগের সিজনের মতো এবারও কৃষ্ণা অভিষেক, সুনীল গ্রোভার এবং কিকু শারদা তাঁদের জনপ্রিয় চরিত্র ও কৌতুকের মাধ্যমে দর্শকদের বিনোদন দেবেন। অন্যদিকে, অর্চনা পূরণ সিং এবং নভজ্যো সিং সিধু ফের বিচারকের ভূমিকায় দেখা যাবেন।তবে নতুন সিজনে কোন কোন তারকা অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন, তা এখনও প্রকাশ করেননি নির্মাতারা। পরিবারের সঙ্গে উৎসবের আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার পাশাপাশি হাসির আমেজে দর্শকদের মাতিয়ে রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাঁরা।‘ দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কপিল শো’-এর পঞ্চম সিজন আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে নেটফ্লিক্সে স্ট্রিম হবে। প্রতি শনিবার রাত ৮টায় নতুন এপিসোড দেখা যাবে।

নেপালের বিদেশসচিবের সঙ্গে বিদায়ী সাক্ষাৎ ভারতীয় রাষ্ট্রদূত নবীন শ্রীবাস্তবের

কাঠমান্ডু ও নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃনেপালে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত নবীন শ্রীবাস্তব বুধবার নেপালের বিদেশসচিব অমৃত বাহাদুর রাইয়ের সঙ্গে বিদায়ী সাক্ষাৎ করেছেন। বুধবার বিদেশ মন্ত্রকে গিয়ে বিদেশসচিবের সঙ্গে সাক্ষা করেন তিনি।সাক্ষাৎকালে নেপাল-ভারত সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করতে রাষ্ট্রদূত নবীন শ্রীবাস্তবের অবদানের প্রশংসা করেন বিদেশসচিব অমৃত বাহাদুর রাই। দুই দেশের মধ্যে জ্বালানি, আন্ত ঃসীমান্ত পরিকাঠামো এবং জনগণের মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির জন্য রাষ্ট্রদূতের সক্রিয় ভূমিকারও প্রশংসা করেন তিনি।এই সাক্ষাতে কাঠমান্ডুতে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের উপ-প্রধান ড. রাকেশ পাণ্ডে এবং রাজনৈতিক বিভাগের দ্বিতীয় সচিব গরিমা নটিয়ালও উপস্থিত ছিলেন।

জন্মদিনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী’কে শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ বৃহস্পতিবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিনে তাকে শুভেচ্ছা জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন সমাজ মাধ্যমে শুভেন্দু অধিকারী লেখেন, মাননীয় যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জি, আপনাকে শুভ জন্মদিনের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।আপনার নিরলস কর্মনিষ্ঠা ও দূরদর্শী নেতৃত্বে আমাদের দেশ উন্নয়ন, অগ্রগতি ও গৌরবের পথে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। পরম করুণাময় ঈশ্বরের কাছে আমি আপনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করি। আপনার সুযোগ্য নেতৃত্বে ভারতবর্ষ আরও সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হযে.উঠুক।সমাজ মাধ্যমে আরেকটি পোস্টে শুভেন্দু অধিকারী লেখেন, বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী নেতা, ভারতের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে শুভ জন্মদিনের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সশ্রদ্ধ প্রণাম। পরমেশ্বরের কাছে আপনার দীর্ঘায়ু, সুস্বাস্থ্য এবং দেশসেবায় নিরন্তর সাফল্য প্রার্থনা করি। আপনার নেতৃত্বে দেশ আরও এগিয়ে যাক।

শিমলায় বিপুল পরিমাণ বেআইনি মদ উদ্ধার, গ্রেফতার দুই

শিমলা, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ হিমাচল প্রদেশের শিমলা জেলার রামপুর এলাকায় বেআইনি মদ পাচারের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাঁদের কাছ থেকে প্রায় ১,৪৮৮ বোতল মদ ও বিয়ার উদ্ধার করা হয়েছে।বৃহস্পতিবার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রামপুর থানার অন্তর্গত উমরি মোড়ে টহল ও যানবাহনে তল্লাশি চালানোর সময় দুই ব্যক্তিকে আটক করা হয়। তাঁদের তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ মদ ও বিয়ার উদ্ধার হয়। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন রামপুরের বাসিন্দা দীপক ভারদ্বাজ (২৯) এবং সুখা নন্দ। উদ্ধার হওয়া মদের মধ্যে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ১,৩৮০

রাশিফল

মেষঃআজকের দিনটি আপনার জন্য রোমাঞ্চকর ও উদ্যমে পরিপূর্ণ হবে। আপনি নিজের মধ্যে থাকা শক্তিঃ অনুভব করবেন এবং উৎসাহের সঙ্গে জীবনের চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হতে প্রস্তুত থাকবেন। সংসারে শান্তি হতে পারে

বৃষঃ মানসিক শান্তির জন্য নিজেকে কিছু দান এবং দাতব্য কাজে নিয়োজিত করুন। ফাটকায় লাভ আনবে। মনে হচ্ছে সিনেমা-থিয়েটারে সন্ধ্যাযাপন বা আপনার স্ত্রীর সাথে সান্ধ্যভোজ আপনাকে এক আয়েসী এবং চমকপ্রদ মেজাজে রাখবে। বিবাহের যোগ হতে পারে।

মিথুনঃ আপনি সম্ভবত বিশাল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করবেন, সম্ভবত কোনও বেসরকারি উদ্যোগ থেকে। আজকের দিনটি কোষাধ্যক্ষ, মহাজন ও খুচরো ব্যবসায়ীদের জন্য খুবই লাভজনক হবে। সাফল্য।

কর্কটঃআজকে আপনি কিসে স্বস্তি পান, তা খুঁজে বার করতে চাইবেন এবং সেভাবেই দিন কাটাতে সময় যাবে। সম্ভবত আপনি আপনার নিকট বন্ধুদের সঙ্গে দিনের বেশির ভাগ সময় .কাটাবেন। শুভদিন হবে

সিংহ ঃ গর্ভবতী মায়েদের জন্য বিশেষ যত্নের দিন। আর্থিক দিকে উন্নতি নিশ্চিত। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে বন্ধুরা আপনার সাহায্যে এগিয়ে আসবে। প্রেমের দেবতার বাণের হাত থেকে বাঁচার সুযোগ কম। আর্থিক উন্নতি হতে পারে।

কন্যাঃআজ আপনার জীবনে একটি নতুন সূচনার দিন। নিজের চিন্তা ও অনুভূতিগুলি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার সময় এসেছে। কর্মজীবনে সহকর্মীদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাবেন, যা আপনার প্রকল্পগুলিকে নতুন দিশা দেবে। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।শুভদিন হবে

তুলাঃএক পরিতৃপ্ত জীবনের জন্য আপনার মানসিক কাঠিন্য বৃদ্ধি করুন। আজ কোনও পাওনাদার আপনার দরজায় এসে আপনাকে ঋণ নেওয়ার জন্য বলতে পারে। তাদের কাছে অর্থ ফেরত দিযে. আপনি আর্থিকভাবে আটকে যেতে পারেন। আপনাকে ঋণ নেওয়া এড়াতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

বৃশ্চিকঃ তেলমশলাযুক্ত এবং উচ্চ কোলেস্টেরল খাবার এড়ানোর চেষ্টা করুন। যারা দুধ শিল্পের সাথে যুক্ত তারা আজ আর্থিকভাবে লাভবান হওযার সম্ভাবনা রয়েছে।

ধনুঃ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায .রাখার প্রয়োজন রযেছে। আজ কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রচেষ্টার ফল মোটামুটি স্বাভাবিক হতে পারে। আর্থিক উন্নতি হবে।

মকরঃ আজকের দিনটি আপনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠা কিছু নতুন সুযোগের দরজা খুলে দেবে। সংসারে শান্তি হবে।

কুম্ভঃ আজ আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ একটি দিন হবে। আপনার সামাজিক জীবনে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে পারে, যা আপনাকে আনন্দ ও সন্তুষ্টি দেবে। আপনি বন্ধু ও পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর চেষ্টা করবেন, যা আপনার আবেগগত ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করবে।

মীনঃকোন বন্ধু বা পরিচিতের স্বার্থপর ব্যবহার আপনার মানসিক শান্তিকে বিঘ্নিত করবে। আজ আপনার সমস্যা হল আপনার টাকা ঝুলে থাকবে- আপনি সম্ভবত বেশি খরচ করবেন অথবা মানিব্যাগ অন্য স্থানে রখবেন- অসতর্কতার কারণে কিছু লোকসান নিশ্চিত হবে। সংসারে শান্তি হতে পারে। শুভদিন

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গে ফের বদলাবে আবহাওয়া, আর্দ্রতা ও ঘর্মাক্ত গরম থেকে মিলবে স্বস্তি। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আগামী ৪-৫ দিন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান এবং নদীয়া এই সমস্ত জেলাগুলিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বাকি জেলাগুলিতেও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে আগামী দু’দিন হালকা থেকে মাঝারি, কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টি হতে পারে। বিশেষ করে, দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার এই সমস্ত জেলাগুলিতে বৃষ্টির তীব্রতা বেশি থাকবে। বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.২ ডিগ্রি বেশি। আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস,সর্বনিম্ন ২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯৭ শতাংশ শতকরা এবং ৫২ শতাংশ শতকরা হতে পারে আজকে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৫০মনিট এবং রাত ০৯টা ৫০মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৩টা ৪০মিনিট এবংরাত ১০টা ৪০ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ৩০মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৩৫মিনিটে হতে পারে।

শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সুনিশ্চিত করতে মিড-ডে মিলে উন্নত মানের সুষম আহার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বালি, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ রাজ্য সরকারি ও সরকার-পোষিত বিদ্যালয়গুলিতে পড়ুয়াদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সুনিশ্চিত করতে মিড-ডে মিল (পিএম পোষণ) পরিষেবায় রাজ্য জুড়ে ৪৫ হাজার ছাত্রছাত্রী উন্নত মানের সুষম আহার পাচ্ছে। আগামী ১ অক্টোবর থেকে এই পরিষেবার আওতায় আরও ছাত্রছাত্রীকে যুক্ত করে মোট সংখ্যাট ১ লক্ষে নিয়ে যাওয়ার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সমাজ মাধ্যমে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, বর্তমানে ইসকনের সহযোগী সংস্থা 'অন্নমৃতা ফাউন্ডেশন'-এর সহায়তায় চূড়ান্ত পর্যায়ে ধাপে ধাপে রাজ্যের প্রতিটি সরকারি বিদ্যালয়ের সমস্ত পড়ুয়ার কাছেই এই স্বাস্থ্যসম্মত আহার পৌঁছে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পুষ্টির ঘাটতি দূরীকরণকে অগ্রাধিকার দিয়ে গত ১ অগস্ট থেকে এই যৌথ উদ্যোগের প্রথম ধাপ শুরু হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে রাজ্যের প্রায় ৩০ হাজার ছাত্রছাত্রীকে কেন্দ্রীভূত আধুনিক রন্ধনশালার মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় ও পরিচ্ছন্ন উপায়ে রান্না করা খাবার সরবরাহ শুরু হয়েছিল।

সেক্স টয় আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা কতটা বৈধ ? জবাব চাইল কলকাতা হাই কোর্ট

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ ভারতীয় কাস্টমস আইনের আওতায় সেক্স টয় আমদানি নিষিদ্ধ কি না, এবং এই ধরনের পণ্যকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার ক্ষেত্রে শুল্ক বিভাগের কতটা আইনি এক্তিয়ার রয়েছে;এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে কলকাতা হাই কোর্টে উঠল গুরুত্বপূর্ণ আইনি বিষয়। একটি মামলার শুনানিতে বিচারপতি স্মিতা দাস দে-র সিঙ্গল বেঞ্চে এই প্রশ্ন উঠে আসে। মামলাকারী সংস্থার দাবি, 'বডি ম্যাসাজার' কিংবা 'সেক্স টয়'-কে সরাসরি নিষিদ্ধ পণ্য হিসেবে চিহ্নিত করার নির্দিষ্ট আইনি ভিত্তি নেই। অন্যদিকে, কাস্টমসের তরফে মামলাটির গ্রহণযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন তোলা হয়েছে। আগামী ৯ অক্টোবর মামলার পরবর্তী শুনানি হওয়ার কথা। মামলার সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৯৬৪ সালে শুল্ক বিভাগের একটি বিজ্ঞপ্তিতে অশ্লীল বই, ছবি এবং সেক্স টয়ের মতো সামগ্রীকে 'অশ্লীল' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল। সেই বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতেই এই ধরনের পণ্যের আমদানি নিয়ে নিষেধাজ্ঞার প্রশ্ন সামনে আসে। তবে মামলাকারী সংস্থার পক্ষ থেকে আদালতে যুক্তি দেওয়া হয়েছে, শুধুমাত্র ওই ধরনের শ্রেণিবিভাগের ভিত্তিতে 'বডি ম্যাসাজার' বা 'সেক্স টয়'-কে নিষিদ্ধ পণ্য হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। মামলাকারীর বক্তব্য, ১৯৬২ সালের কাস্টমস আইনে এই ধরনের পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে সরাসরি নিষেধাজ্ঞা আরোপের নির্দিষ্ট কোনও বিধান নেই। তাঁদের আরও দাবি, বর্তমানে দেশের বাজারে এবং বিভিন্ন অনলাইন বিপণন সংস্থার মাধ্যমে এই ধরনের পণ্য সহজেই পাওয়া যায়। ফলে দেশের অভ্যন্তরে বিক্রি বা বিপণনের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আমদানির ক্ষেত্রে আলাদা করে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে তার সরাসরি প্রভাব পড়তে পারে। মামলাকারী পক্ষের আরও যুক্তি, কোনও ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে আইনি অধিকার থাকলে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত নৈতিকতার ধারণার ভিত্তিতে সেই ব্যবসায় হস্তক্ষেপ করা যায় না। তাই সেক্স টয় বা সংশ্লিষ্ট সামগ্রীকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার আগে তার নির্দিষ্ট আইনি ভিত্তি স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। যদিও কাস্টমসের তরফে মামলাটির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে আপত্তি জানানো হয়েছে। তাদের বক্তব্য, কাস্টমস আইনের ১২৮ নম্বর ধারায় নির্ধারিত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রথমে আবেদন করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু মামলাকারী সেই প্রক্রিয়া অনুসরণ করেননি বলেই দাবি কাস্টমসের। সেই কারণে সরাসরি হাই কোর্টে দায়ের করা এই মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে শুল্ক বিভাগ। দু'পক্ষের বক্তব্য শোনার পর হাই কোর্টের পর্যবেক্ষণে উঠে আসে, মামলাটিতে শুধুমাত্র তথ্যগত বিরোধ নয়, বরং গুরুত্বপূর্ণ আইনি প্রশ্ন রয়েছে। কোনও কর্তৃপক্ষ যদি ব্যক্তিনির্ভর নৈতিকতার ভিত্তিতে কোনও পণ্যকে 'নিষিদ্ধ' বলে চিহ্নিত করে এবং তার ফলে কোনও নাগরিকের ব্যবসায়িক অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সেক্ষেত্রে সেই সিদ্ধান্তের আইনি ভিত্তি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন বলে আদালত মনে করেছে। কোন আইনি বিধানের অধীনে এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে এবং বাস্তবে তা কীভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে, সেই বিষয়গুলি স্পষ্ট করতে কাস্টমসকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে কাস্টমসকে হলফনামা আকারে তাদের বক্তব্য জমা দিতে হবে। এরপর মামলাকারী পক্ষকেও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তার জবাব দিতে হবে। আগামী ৯ অক্টোবর ফের মামলাটির শুনানি হবে। সেই শুনানিতে সেক্স টয় আমদানির উপর নিষেধাজ্ঞার আইনি ভিত্তি নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

মহালয়ার আগেই মহাকরণে ফিরতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী, ৬ মন্ত্রীর দপ্তর সংস্কারে জোর প্রশাসনের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ দুর্গাপুজোর আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি। তার আগেই রাজ্য প্রশাসনের সদর দফতর ফের বদলের সম্ভাবনা ঘিরে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর, খুব শীঘ্রই নবান্নের বদলে ঐতিহাসিক মহাকরণ বা রাইটার্স বিল্ডিং থেকে দপ্তরের কাজ শুরু করতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পূর্ত দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী ১০ অক্টোবরের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী-সহ ছয় মন্ত্রীর দপ্তরের সংস্কারের কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। সাম্প্রতিক সংবাদপ্রতিবেদনেও মহালয়ার আগে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর প্রস্তুত করার এই সময়সীমার কথা উঠে এসেছে। মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ের কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে বলে খবর। পাশাপাশি মুখ্যসচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি-সহ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিকের জন্য নির্ধারিত দপ্তর তৈরির কাজও দ্রুত এগোচ্ছে। ফলে পুজোর আগেই মহাকরণে প্রশাসনিক কাজকর্মের একটি অংশ সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে বলে প্রশাসনিক সূত্রের খবর। মহাকরণের সংস্কারকাজের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সম্প্রতি আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন পূর্তমন্ত্রী অজয় পোদ্দার। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কাজ শেষ করার জন্য তিনি আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। প্রথম পর্যায়ে মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি দিলীপ ঘোষ, অগ্নিমিত্রা পাল, শংকর ঘোষ, শারদ্বত মুখোপাধ্যায় এবং অজয় পোদ্দারের দপ্তর প্রস্তুত করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০১৩ সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে রাজ্য প্রশাসনের মূল দপ্তর মহাকরণ থেকে নবান্নে স্থানান্তরিত হয়েছিল। ব্রিটিশ আমলে তৈরি ঐতিহ্যবাহী রাইটার্স বিল্ডিংয়ের পরিকাঠামো সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এরপর থেকেই ধাপে ধাপে ভবনটির সংস্কারের কাজ চলেছে। তবে দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও সম্পূর্ণ সংস্কারের কাজ শেষ হয়নি বলে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা হয়েছে। সেপ্টেম্বরের একটি প্রতিবেদনে এমনও দাবি করা হয়েছিল যে পুরো সংস্কার শেষ হতে আরও সময় লাগতে পারে। ২০২৬ সালে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর বিজেপি সরকার গঠিত হয়। তার আগে থেকেই বিজেপির তরফে জানানো হয়েছিল, ক্ষমতায় এলে নবান্নের পরিবর্তে মহাকরণ থেকেই রাজ্য প্রশাসন পরিচালনা করা হবে। সরকার গঠনের পর রাইটার্স বিল্ডিংকে ফের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ শুরু হয়। মে মাসের প্রতিবেদনগুলিতেও মহাকরণে প্রশাসনিক কাজ ফেরানোর প্রস্তুতির কথা উঠে এসেছিল। তবে মহাকরণের পুরো ভবন একসঙ্গে প্রশাসনিক কাজে ব্যবহারযোগ্য করে তোলার পরিবর্তে আপাতত নির্দিষ্ট কয়েকটি দপ্তর প্রস্তুত করার দিকে জোর দেওয়া হচ্ছে। প্রথম ধাপে মুখ্যমন্ত্রী এবং কয়েকজন মন্ত্রীর দপ্তর চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। একইসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আমলাদের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরির কাজও চলছে। মহাকরণের ভবিষ্যৎ সংস্কার নিয়েও প্রশাসনিক মহলে আলোচনা রয়েছে। সম্প্রতি আদানি গোষ্ঠীর তরফে রাইটার্স বিল্ডিংয়ের সংস্কারের দায়িত্ব নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশের খবর সামনে এসেছে। পূর্ত দপ্তরের পদস্থ আধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে ওই গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের ভবন পরিদর্শনের কথাও একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে সবকিছু নির্ধারিত সময় অনুযায়ী এগোলে দেবীপক্ষ শুরুর আগেই মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর চালু হতে পারে। ১০ অক্টোবরের মধ্যে সংস্কারের কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয় কি না এবং কবে থেকে সেখান থেকে নিয়মিত প্রশাসনিক কাজ শুরু হবে, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের।

লাগাতার জামিনের শর্ত ভাঙার অভিযোগ, ফের কি জেল হেফাজতে পার্থ চট্টোপাধ্যায় ?

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় দীর্ঘদিন জেলবন্দি থাকার পর শর্তসাপেক্ষে জামিন পেয়েছিলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তবে জামিনের অন্যতম শর্ত অনুযায়ী নিয়মিত আদালতে হাজিরা দেওয়ার কথা থাকলেও তিনি তা পালন করছেন না বলে অভিযোগ উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে তাঁর জামিন খারিজ করে ফের জেল হেফাজতে পাঠানোর আবেদন নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে সিবিআই। আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর এই আবেদনের শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে। ফলে ফের জেলে ফিরতে হতে পারে প্রাক্তন মন্ত্রীর;এমন সম্ভাবনা ঘিরে নতুন করে জল্পনা তৈরি হয়েছে। এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ২০২২ সালের জুলাই মাসে প্রথমে ইডি এবং পরে সিবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার হন তৎকালীন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বিরুদ্ধে নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ ওঠে। পরবর্তী সময়ে তদন্তের পরিধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মামলায় একাধিক ব্যক্তি ও ঘটনার নাম সামনে আসে। তদন্তকারীদের বক্তব্য এবং বিভিন্ন ব্যক্তির বয়ানে নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে পার্থের যোগসূত্রের অভিযোগ আরও জোরালো হয় বলে দাবি করা হয়। এই মামলায় দীর্ঘ প্রায় তিন বছর জেলবন্দি থাকার পর ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে শর্তসাপেক্ষে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিন মঞ্জুর করে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালত। জামিনের ক্ষেত্রে আদালতের নির্দিষ্ট কিছু শর্ত ছিল। তার মধ্যে অন্যতম ছিল, মামলার শুনানি চলাকালীন প্রয়োজন অনুযায়ী তাঁকে আদালতে হাজিরা দিতে হবে। সিবিআইয়ের অভিযোগ, জামিন পাওয়ার পর থেকেই পার্থ চট্টোপাধ্যায় নিয়মিত আদালতে হাজিরা দিচ্ছেন না। বৃহস্পতিবারও তিনি সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে হাজির হননি। এভাবে ধারাবাহিকভাবে আদালতে অনুপস্থিত থাকার বিষয়টিকে জামিনের শর্ত লঙ্ঘন হিসেবে দেখছে তদন্তকারী সংস্থা। সেই কারণেই তাঁর জামিন বাতিলের আবেদন জানানো হয়েছে। সিবিআইয়ের আবেদনে মূলত দাবি করা হয়েছে, জামিনের শর্ত পালন না করায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিন খারিজ করা হোক এবং তাঁকে ফের জেল হেফাজতে পাঠানো হোক। আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর আদালতে এই আবেদনের শুনানি হবে। ওই শুনানিতেই আদালত বিষয়টি নিয়ে কী সিদ্ধান্ত নেয়, সেদিকেই এখন নজর রয়েছে। অন্যদিকে, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আইনজীবীর বক্তব্য ভিন্ন। তাঁর দাবি, প্রাক্তন মন্ত্রী বর্তমানে অসুস্থ। শারীরিক অসুস্থতার কারণেই তাঁর পক্ষে নিয়মিত আদালতে উপস্থিত হওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আইনজীবীর আরও দাবি, অসুস্থতার কারণে আদালতে হাজিরা দিতে না পারলেও জামিনের অন্য কোনও শর্ত তাঁর মক্কেল লঙ্ঘন করেননি। ফলে একদিকে সিবিআইয়ের জামিন খারিজের আবেদন, অন্যদিকে পার্থের আইনজীবীর অসুস্থতার যুক্তি;দুই পক্ষের বক্তব্য ঘিরেই এখন ২৯ সেপ্টেম্বরের শুনানি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আদালত পার্থের অনুপস্থিতির কারণ এবং জামিনের শর্ত সংক্রান্ত বিষয়গুলি কীভাবে বিবেচনা করে, তার উপরই পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ভর করবে। আপাতত তাই প্রশ্ন একটাই;জামিন বহাল থাকবে, নাকি ফের জেল হেফাজতে যেতে হবে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীকে?

স্কুল বন্ধ করে প্রোমোটিংয়ের অভিযোগ, মধ্য হাওড়ার দেশবন্ধু বিদ্যালয় ঘিরে বিক্ষোভ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ মধ্য হাওড়ার দেশবন্ধু বিদ্যালয়কে ঘিরে উঠল চাঞ্চল্যকর অভিযোগ। উচ্চ মাধ্যমিক এই স্কুলটি বন্ধ করে স্কুলের ভবন ও জমি প্রোমোটিংয়ের কাজে ব্যবহার করার ষড়যন্ত্র চলছে বলে অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় নেতাদের একাংশের বিরুদ্ধে স্কুল বিল্ডিংটি প্রোমোটারদের হাতে তুলে দেওয়ার অভিযোগও সামনে এসেছে। যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষের বক্তব্য জানা যায়নি। স্কুলটিকে প্রোমোটিংয়ের হাত থেকে রক্ষা করার দাবিতে বৃহস্পতিবার দুপুরে স্কুলের সামনে বিক্ষোভ দেখান প্রাক্তন ছাত্র, বর্তমান শিক্ষক এবং স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। অভিযোগের প্রতিবাদে এদিন স্কুলের সামনে জড়ো হন বেশ কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্র। তাঁদের দাবি, দীর্ঘদিনের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কোনওভাবেই বন্ধ করে দেওয়া বা অন্য কোনও কাজে ব্যবহার করা যাবে না। বিক্ষোভে যোগ দেন বিজেপির হাওড়া জেলার সহ-সভাপতি অজয় মান্নাও। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূলের স্থানীয় নেতারাই পরিকল্পনা করে স্কুলটিকে প্রোমোটারদের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। স্কুলের অস্তিত্ব রক্ষায় তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলেও জানান তিনি। অন্যদিকে, স্কুল ভবন নিয়ে তৈরি হওয়া পরিস্থিতির প্রতিবাদ জানিয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন দেশবন্ধু বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অরূপ কুমার দাস। বৃহস্পতিবার দুপুরেই তিনি হাওড়া জেলার স্কুল শিক্ষা পরিদর্শকের কাছে একটি চিঠি জমা দেন। ওই চিঠিতে স্কুলকে ঘিরে তৈরি হওয়া পরিস্থিতি এবং ভবন সংক্রান্ত বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। হাওড়া জেলা স্কুল শিক্ষা পরিদর্শক বিমল কৃষ্ণ গায়েন জানিয়েছেন, দেশবন্ধু বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাঁর কাছে একটি চিঠি দিয়েছেন। সেখানে স্কুল সংক্রান্ত কিছু বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। প্রয়োজন হলে খুব শীঘ্রই সরেজমিনে পরিস্থিতি পরিদর্শন করা হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। স্কুলের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়েও তৈরি হয়েছে উদ্বেগ। জানা গিয়েছে, বর্তমানে দেশবন্ধু বিদ্যালয়ে ৫৭ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। তবে বর্তমানে স্কুলটি নিজস্ব ভবনে নয়, একটি ভাড়া বাড়িতে চলছে বলে খবর। কেন স্কুলের নিজস্ব ভবন ব্যবহার করা হচ্ছে না এবং ভবনটি নিয়ে কী ধরনের পরিকল্পনা রয়েছে, তা নিয়েই মূলত প্রশ্ন তুলেছেন প্রাক্তনীরা। বিজেপি নেতা অজয় মান্নার অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে স্কুলটিকে প্রোমোটারদের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, সরকার কোনওভাবেই এই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হতে দেবে না। দেশবন্ধু বিদ্যালয়ের একটি ইঁটও খুলতে দেওয়া হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। একইসঙ্গে পূর্বতন তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধেও অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন তিনি। প্রাক্তন ছাত্রদের দাবি, ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এই স্কুল দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত। তাঁদের বক্তব্য, একসময় স্কুলের পরিস্থিতি স্বাভাবিকভাবেই চলছিল। কিন্তু গত সরকারের আমলে স্কুলটিকে ঘিরে নানা ধরনের পরিকল্পনা ও চক্রান্ত হয়েছে বলে তাঁদের অভিযোগ। তাই অবিলম্বে স্কুলের পুরনো পরিস্থিতি ফিরিয়ে এনে নিজস্ব ভবনে শিক্ষা ব্যবস্থা স্বাভাবিক করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। স্কুল শিক্ষা দফতর ইতিমধ্যেই বিষয়টি খতিয়ে দেখার কথা জানিয়েছে। ফলে দেশবন্ধু বিদ্যালয়ের ভবন, স্কুলের বর্তমান পরিকাঠামো এবং ভবিষ্যৎ পরিচালনা নিয়ে প্রশাসনিকভাবে কী পদক্ষেপ করা হয়, এখন সেদিকেই নজর রয়েছে।

হাই কোর্টের নির্দেশের পর বেআইনি নির্মাণের অভিযোগে সিবিআই তদন্ত, ক্যানাল ইস্ট রোডে হানা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ কলকাতায় বেআইনি নির্মাণের অভিযোগের তদন্তে এ বার সক্রিয় হল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। হাই কোর্টের নির্দেশের পর বৃহস্পতিবার কলকাতার ক্যানাল ইস্ট রোডে একটি তিনতলা বাড়িতে গিয়ে তদন্ত শুরু করেন সিবিআই আধিকারিকেরা। ওই বাড়িটির একতলা বাণিজ্যিক কাজে এবং উপরের তলগুলি আবাসিক হিসেবে ব্যবহার করা হয় বলে জানা গিয়েছে। তবে ওই নির্দিষ্ট বাড়িটির বিরুদ্ধে ঠিক কী অভিযোগ রয়েছে, তা এখনও প্রাথমিক ভাবে স্পষ্ট নয়। তদন্তের স্বার্থে বাড়িটির বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখার পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গেও কথা বলেন তদন্তকারীরা। কলকাতার বেলেঘাটা, মানিকতলা, রাজাবাজার এবং ক্যানাল ইস্ট রোড-সহ একাধিক এলাকায় বেআইনি নির্মাণের অভিযোগকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই মামলা হয়েছে কলকাতা হাই কোর্টে। অভিযোগ, ওই সব এলাকায় ৫০টিরও বেশি বাড়ি বেআইনি ভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। কলকাতা পুরসভার রিপোর্টে ৪২টি নির্মাণকে বেআইনি বলে উল্লেখ করা হয়েছে বলে মামলার সূত্রে জানা গিয়েছে। এর আগে কয়েকটি বেআইনি নির্মাণ ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হলেও সেই নির্দেশ কার্যকর হয়নি বলেও অভিযোগ উঠেছে। বেআইনি নির্মাণকে কেন্দ্র করে শুধু পুর আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ নয়, এর সঙ্গে বিপুল আর্থিক দুর্নীতিরও যোগ থাকতে পারে বলে মামলায় দাবি করা হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, এই ধরনের নির্মাণের কারবারে কয়েক হাজার কোটি টাকার আর্থিক অনিয়ম হয়েছে। পাশাপাশি কালো টাকা সাদা করা এবং বেআইনি ভাবে বিদেশি মুদ্রায় বিনিয়োগের মতো অভিযোগও সামনে এসেছে। প্রয়োজনীয় ন্যূনতম অনুমতি ছাড়াই নির্মাণকাজ চালানোর অভিযোগও রয়েছে। বিষয়টির সঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত থাকতে পারে বলেও আদালতে জানানো হয়েছিল। এই মামলার শুনানির পর গত শুক্রবার কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ বেআইনি নির্মাণের অভিযোগের তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। প্রয়োজনে সিবিআইকে বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট গঠন করার অনুমতিও দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি আগামী ১৪ অক্টোবরের মধ্যে তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে। হাই কোর্টের নির্দেশের পর বৃহস্পতিবারই তদন্তে নেমে পড়ে সিবিআই। এদিন দুপুরে ক্যানাল ইস্ট রোডের একটি তিনতলা বাড়িতে পৌঁছন তদন্তকারী আধিকারিকেরা। বাড়িটির বাইরের অংশে এখনও নির্মাণকাজ অসম্পূর্ণ বলে দেখা যায়। দেওয়ালের বেশ কিছু অংশে প্লাস্টার করা হয়নি। বাইরের দিকে কয়েকটি কাচের জানালা রয়েছে। বাড়ির ভিতরেও বেশ কিছু কাজ বাকি রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সিঁড়িতে রেলিং নেই। যদিও অসম্পূর্ণ নির্মাণের মধ্যেই ওই বাড়িতে কয়েকজন বসবাস করেন। কয়েকটি ঘরে আবার এসিও রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সিবিআই আধিকারিকেরা এলাকায় পৌঁছে বাড়িটির ভিতরে প্রবেশ করেন এবং সিঁড়ি দিয়ে উপরের তলাগুলিতে যান। সেখানে বাড়িটির বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখার পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা। নির্মাণ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয় বলেও জানা গিয়েছে। তবে তদন্তের এই পর্যায়ে ওই বাড়ির মালিক বা নির্মাণকারীদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোনও অভিযোগের বিষয়ে সিবিআইয়ের তরফে কিছু জানানো হয়নি। বেআইনি নির্মাণ নিয়ে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিল হাই কোর্ট। গত শুক্রবারের শুনানিতে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ জানতে চায়, এতদিন ধরে কেন প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে এই বিষয়ে অনুসন্ধান করা হয়নি। আদালতের পর্যবেক্ষণ ছিল, বেআইনি নির্মাণের বিষয়টি দেখার দায়িত্ব পুরসভা বা রাজ্য প্রশাসনের। অথচ অভিযোগ অনুযায়ী, বেআইনি নির্মাণ চলতেই থেকেছে। এই পরিস্থিতিতে আদালতের নির্দেশে শুরু হয়েছে সিবিআইয়ের প্রাথমিক অনুসন্ধান। ক্যানাল ইস্ট রোডের বাড়িতে বৃহস্পতিবারের অভিযান সেই তদন্তেরই প্রথম দিকের পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে। আগামী ১৪ অক্টোবরের মধ্যে প্রাথমিক রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ থাকায়, তার আগে তদন্ত কতদূর এগোয় এবং বেআইনি নির্মাণ সংক্রান্ত অভিযোগের সঙ্গে আর্থিক অনিয়ম বা অন্য কোনও বৃহত্তর যোগসূত্রের তথ্য সামনে আসে কি না, এখন সেদিকেই নজর রয়েছে।

বালিতে গোস্বামী পাড়ায় আবাসনের বারান্দায় আগুন, বিপদ এড়ালেন বাসিন্দারা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বালি, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ বালিতে আবাসনের বারান্দায় আগুন, অল্পের জন্য বড় বিপদ এড়ালেন বাসিন্দারা। বৃহস্পতিবার সকালে বালির গোস্বামী পাড়া রোডের একটি আবাসনে আগুন লাগাকে ঘিরে আতঙ্ক ছড়ায়। একতলার বারান্দায় রাখা পুরনো একটি ওয়াশিং মেশিন থেকে আগুনের সূত্রপাত বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। মুহূর্তে আগুন ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয়রাই প্রথমে তা নেভানোর চেষ্টা করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের একটি ইঞ্জিন ও বালি থানার পুলিশ। দমকল পৌঁছনোর আগেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনায় কেউ হতাহত হননি, তবে বারান্দার কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মৌখালি কাছারিঘাটে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার, গ্রেফতার ১

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনতলা, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের পাশাপাশি এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করলো বারুইপুর পুলিশ জেলার জীবনতলা থানার পুলিশ। বুধবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা থানার ওসি ত্রিদিব মল্লিকের নির্দেশে পুলিশের বিশেষ টিম মৌখালি কাছারিঘাট এলাকায় এই অভিযান চালায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ গোপন সূত্রে খবর আসে মৌখালি কাছারিঘাট এলাকায় এক ব্যক্তি বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘোরাফেরা করছে। খবর পাওয়ার পর জীবনতলা থানার পুলিশের একটি দল রাত প্রায় ১০টা ২০ মিনিট নাগাদ আজিজুল মোল্লা নামে এক ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদে সে রাস্তার পাশে থাকা একটি 'আলা'র মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্র লুকিয়ে রাখার কথা জানায় বলে পুলিশের দাবি। এরপর তার দেখানো জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে একটি দেশি তৈরি লম্বা আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্রটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১২৪ সেন্টিমিটার। আগ্নেয়াস্ত্রটি বাজেয়াপ্ত করা হয়।আগ্নেয়াস্ত্রটি নিজের কাছে রাখার জন্য অভিযুক্তের কাছে কোনও বৈধ লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র ছিল না বলে পুলিশের দাবি। এরপর সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া মেনে আজিজুল মোল্লাকে গ্রেফতার করা হয়।পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জীবনতলা থানার পুলিশ। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের ২৫/২৭ ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্রটি কোথা থেকে এল এবং এর পিছনে কোনও চক্র জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারীরা। ধৃতকে বৃহস্পতিবার আলিপুর সদর আদালতে পেশ করে পুলিশ।

আড়শার জঙ্গলে অভিযানে বিপুল পরিমাণ বেআইনি মদ ও পচানি ধ্বংস

দুরন্তবার্তা, শেফালী মাহাতো,আড়শা, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ গোপান সূত্রের খবরের ভিত্তিতে বনাঞ্চলে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ বেআইনি মদ ও তা তৈরির সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ ও বন দফতর। আড়শা থানার পুলিশ এবং আড়শা ফরেস্ট রেঞ্জের একটি যৌথ দল যৌথভাবে আড়শা থানা এলাকার মিসিরটারহ জঙ্গলে এই ঝটিকা অভিযান চালায়। জঙ্গল ঘেরা নির্জন জায়গায় গোপনে বেআইনি মদের কারখানা চালানো হচ্ছিল বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। অভিযান চলাকালীন ঘটনাস্থল থেকে আনুমানিক ১,২০০ লিটার পচানি (ফার্মেন্টেড ওয়াশ) এবং ২৫০ লিটার চোলাই মদ ধ্বংস করা হয়। মদ তৈরির জন্য মজুত রাখা বেশ কিছু গুড় সহ অন্যান্য কাঁচামালও বাজেয়াপ্ত করে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, অবৈধভাবে মদ তৈরির কাজে ব্যবহৃত দুটি বড় অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি এবং ছয়টি বড় নীল রঙের প্লাস্টিকের জার বাজেয়াপ্ত করেছে আধিকারিকরা।

পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশ সচেতনতার বার্তা নিয়ে হাওড়া স্টেশনে 'স্বচ্ছতা হি সেবা-২০২৬' অভিযান শুরু

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশ সচেতনতার বার্তা নিয়ে হাওড়া স্টেশনে 'স্বচ্ছতা হি সেবা-২০২৬' অভিযান শুরু হলো বৃহস্পতিবার ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে। হাওড়া স্টেশনে শুরু হল পূর্ব রেলের 'স্বচ্ছতা হি সেবা-২০২৬' অভিযান। বৃহস্পতিবার কর্মসূচির সূচনা করেন পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পাণ্ডে। এদিন সাফাই মিত্রদের ঞ্ঝঞ্ঝক্ককিট বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে সচেতনতা গড়তে আয়োজন করা হয় পথনাটিকার। ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত চলা এই কর্মসূচির এবারের ভাবনা;'স্বচ্ছতায় সহভাগ; স্বচ্ছ ভারত, বিকশিত ভারত'। বর্জ্য পৃথকীকরণ, পরিচ্ছন্নতা, সাফাই কর্মীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থাপনার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। অনুষ্ঠানে পূর্ব রেলের এজিএম শীলেন্দ্র প্রতাপ সিং, প্রিন্সিপাল চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার পরমানন্দ শর্মা-সহ বিভিন্ন আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন। পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী দিনেও বিভিন্ন ডিভিশনে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি চলবে। ১ থেকে ১৫ অক্টোবর 'স্বচ্ছতা পক্ষকাল' এবং ২ থেকে ৩১ অক্টোবর 'স্পেশাল ক্যাম্পেইন ৬.০' পালিত হবে। অনুষ্ঠানে গীতিকা পাণ্ডে পরিচ্ছন্নতাকে নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত করতে রেলকর্মী ও যাত্রীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।

হাওড়া স্টেশন সংলগ্ন এলাকা আধুনিক ও যাত্রীবান্ধব করে তুলতে সংস্কারের উদ্যোগ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ হাওড়া স্টেশন সংলগ্ন মেন সাবওয়ে ও ফেরিঘাট সাবওয়েকে আধুনিক ও যাত্রীবান্ধব করে তুলতে প্রায় ২৪.৬৯ কোটি টাকা ব্যয়ে সংস্কারের উদ্যোগ। বৃহস্পতিবার প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও স্টেশন সংলগ্ন এলাকার উন্নয়ন নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক হয়। প্রকল্প অনুযায়ী, প্রায় ৩৫০ মিটার দীর্ঘ মেন সাবওয়ে এবং ৫০ মিটার দীর্ঘ ফেরিঘাট সাবওয়ের পরিকাঠামোগত আমূল পরিবর্তন করা হবে। নতুন ছাদ, গ্রানাইটের মেঝে ও দেওয়াল, ডিজিটাল ডিসপ্লে, দিকনির্দেশক সাইনেজ, ক্যানোপি এবং উন্নত নিকাশি ব্যবস্থা তৈরি হবে। বিশেষভাবে সক্ষম যাত্রীদের জন্য হ্যান্ডরেলও থাকবে।নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বসানো হবে ফায়ার ডিটেকশন ও অ্যালার্ম ব্যবস্থা, ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম এবং সিসিটিভি নজরদারি। উন্নত হবে আলোকসজ্জা ও বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা। পাশাপাশি মেন সাবওয়ের ৬ ও ৯ নম্বর গেট এবং ফেরিঘাট সাবওয়েতে এসকেলেটর বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে। সৌন্দর্যায়নে মিউরাল ও হেরিটেজ ছবিও ব্যবহার করা হবে। বৈঠকে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই, কেএমডিএ-র সিইও, হাওড়ার জেলাশাসক, পুরনিগমের কমিশনার, রেলের সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার-সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। দ্রুত কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে আন্তঃদপ্তর সমন্বয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

রানাঘাটে ১৩০০ প্রবীণ ও দিব্যাঙ্গের হাতে সহায়ক সরঞ্জাম

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নদীয়া, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ প্রবীণ নাগরিক ও দিব্যাঙ্গজনদের দৈনন্দিন চলাফেরায় সহায়তা দিতে রানাঘাটে বিনামূল্যে সহায়ক সরঞ্জাম বিতরণ করা হল। বৃহস্পতিবার কুপার্স ক্যাম্পে পুলিশ ফাঁড়ির কাছে আয়োজিত ৭৬তম 'সামাজিক অধিকারিতা শিবিরে' প্রায় ১৩০০ জন উপভোক্তার হাতে ট্রাইসাইকেল, ব্যাটারি চালিত বিশেষ গাড়ি, লাঠি, চশমা, বাঁধানো দাঁত, শ্রবণযন্ত্র-সহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকায় এই কর্মসূচির মাধ্যমে মোট প্রায় ৫ হাজার সহায়ক সরঞ্জাম বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। যার আনুমানিক আর্থিক মূল্য প্রায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। প্রবীণ ও দিব্যাঙ্গদের প্রয়োজন অনুযায়ী তাঁদের হাতে সরঞ্জামগুলি তুলে দেওয়া হচ্ছে। ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের উদ্যোগে, আলিমকোর আয়োজনে এবং নদিয়া জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় এই শিবিরের আয়োজন করা হয়। 'আরভিওয়াহঙ্ক' এবং 'এডিআইপি' প্রকল্পের আওতায় উপভোক্তাদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই সহায়ক সরঞ্জাম দেওয়া হচ্ছে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রানাঘাটের সাংসদ জগন্নাথ সরকার, রানাঘাট উত্তর-পশ্চিমের বিধায়ক পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়, রানাঘাট দক্ষিণের বিধায়ক অসীম কুমার বিশ্বাস-সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁদের উপস্থিতিতে উপভোক্তাদের হাতে বিভিন্ন সরঞ্জাম তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যোগ দেন কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী ড. বীরেন্দ্র কুমার। একই দিনে দেশের ৭৬টি জায়গায় এই ধরনের বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হয়। রানাঘাটের সাংসদ জগন্নাথ সরকার জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীর জন্মদিন উপলক্ষে এই জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। প্রবীণ ও দিব্যাঙ্গ-সহ সমাজের প্রয়োজনমতো সহায়তা থেকে বঞ্চিত মানুষদের কাছে সরকারি সহায়তা পৌঁছে দেওয়াই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য বলে জানান তিনি।

হিজলি দিবস স্মরণে

দুরন্তবার্তা, গোপাল চক্রবর্তী, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ বিপ্লবী সন্তোষ মিত্র ও বিপ্লবী তারকেশ্বর সেনগুপ্ত স্মারক সমিতির আয়োজনে এবং সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার লাফিঙ ক্লাবের সহযোগিতায় ১৬ সেপ্টেম্বর সন্তোষ মিত্র পার্কে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক মর্ম বেদনার অঙ্গ 'হিজলি দিবস 'স্মরণ অনুষ্ঠান হোলো। এদিন একটি স্মারক সংখ্যা পুস্তিকা 'হিজলী দিবস 'উন্মোচন করে বিশিষ্ট সমাজ সেবী বিশ্বরূপ দে বলেন বাংলার প্রতিটি বিপ্লবী দের জীবনী নিয়ে নিয়মিত আলোচনা করা দরকার। এদিন বিপ্লবী পরিবারের সদস্য পরিমল সেনগুপ্ত, তরুণ বিশ্বাস, কৌশিক দত্তগুপ্ত, মঞ্জু মুখার্জী, বিশিষ্ট গবেষক রবীন্দ্রকুমার শীল, সমাজসেবী ক্ষিতি প্রসাদ দত্ত প্রমুখ। এদিন সন্তোষ মিত্র লাফিঙ ক্লাবের প্রধান ঝর্না মুখার্জী সহ সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। ১৯৩১সালের ১৬সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর জেলার হিজলী ডিটেনশন ক্যাম্পে সন্তোষ মিত্র ও তাঁর সঙ্গী তারকেশ্বর সেনগুপ্ত কে গুলি করে হত্যা করে পৈশাচিক ব্রিটিশ সরকার। নেতাজি সুভাষ চন্দ্রের উদ্যোগে এই নির্মম হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে নিহত এই দুই শহীদের সব দেহ নিয়ে সমগ্র কলকাতায় মিছিল বের হয়। ১৯৩১সালের ১৬সেপ্টেম্বর এর সেই কালো দিন 'হিজলী দিবস'।

'ও মাঝিরে', এবারে গৌতম ঘোষ এর নতুন আলব্যাম

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ কথা ছিল আশা ভোঁসলে গানটি গাইবেন। কিন্তু তিনি প্রয়াত হয়েছেন। তাই সুরকার গীতিকার মনোজিৎ গোস্বামী ঠিক করলেন এমন একজনকে দিয়ে গানটিকে স্মরণীয় করে রাখবেন। তিনিই পারেন। এই বাংলাতে কিশোর কুমার বলতেই তাঁর নামই সর্বাগ্রে আসে। তিনিই প্রথম চিরকালীন কিশোর কুমার গাঙ্গুলিকে চির স্মরণীয় করে রেখেছেন। কিশোর কুমারের পাদুকা আজও তিনি মর্যাদা সহকারে শ্রদ্ধা জানান। আজও তাঁকে বাদ দিয়ে কিশোর কুমারের জন্ম, মৃত্যু পালিত হয় না। সেই চিরকালীন কিশোর কণ্ঠি সংগীত শিল্পী গৌতম ঘোষ এবার নতুন করে 'ও মাঝিরে' গানটি গেয়েছেন ও দর্শকদের জন্য ভিডিও এলবাম এ অংশ গ্রহণ করেছেন। তবে এটা আর ডি বর্মনের পুরাতন 'ও মাঝিরে' নয়। মনোজিত গোস্বামীর কথা ও সুরে এবং দেবাশীষ সোমের সংগীতায়োজনে শ্রুতি মধুর গানটি রচিত হয়েছে। অনসূয়া সামন্তর ভিডিও পরিচালনায় এবং সীমন্ত সরদারের চিত্রায়নে শিল্পী গৌতম ঘোষ ছাড়া মনোজিৎ বড়াল, শুভম দাস এবং অনসূয়া সামন্ত অভিনয়ে করেছেন। আটলান্টিক মিউজিক থেকে অ্যালবামটি এই মাসেই মুক্তি পাবে ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৮৮ সংখ্যা, শুক্রবার , ৩১ ভাদ্র, ১৪৩৩

মহিলা কবি মানকুমারী

বউকে বললেন তুমি তো বিখ্যাত হয়ে গেলে। কেন? তোমার কবিতা ছাপা হয়েছে সংবাদ প্রভাকরে। সত্যি! এই নাও দেখ। মানকুমারী দেখলেন শুধু কবিতা ছাপা হয় নি কবিতার শেষে ছাপা সম্পাদক মহাশয়ের টিকা। হ্যাঁ মানকুমারীর আরও একটি পরিচয় আছে তাঁর কাকা বিখ্যাত কবি বাঙালির গর্ব মাইকেল মধুসূদন দত্ত। কলকাতায় গিয়ে নিজের স্ত্রীর কবিতা বন্ধুদের পড়ালেন বিবূধশঙ্কর বসু। বন্ধুরা সেই কাব্যে মুগ্ধ। একজন বলল দাও ছাপিয়ে। কোন কাগজ? কেন সংবাদ প্রভাকর। সেখানে তো মেয়েদের লেখা বের হয়। বেশ কিছুদিন পরে বিবূধশঙ্কর বাড়িতে এলেন চোখে কৌতুক। যৌবনে পতিহীনা হয়েছিলেন মানকুমারী কিন্তু প্রেমহীনা নন। ভগ্নহৃদয় তবু হৃদয়বতী। স্বামী চেয়েছিলেন জায়া কবি হন, তিনি কবি হলেন। স্বামী চলে গেলেন অকালে জীবন জোড়া বিষাদ বিছিয়ে। মানকুমারী বসু সেই বিষাদকে করলেন সম্পদ। সেই বিষাদকেই মুক্তি দিলেন ছন্দে তালে। তুমি কবিতা লেখো? কে বলল,না তো। না নয় হ্যাঁ। আমি জানি তুমি লুকিয়ে কবিতা লেখ। যদি সত্যি তুমি কবিতা লেখ তাহলে আমার একটা অনুরোধ আছে, প্রতিদিন আমাকে একটা করে কবিতা লিখে উপহার দিতে হবে, যতদিন আমি এখানে থাকি। মানকুমারীর পতিদেব বিবূধশঙ্কর বসু তখন কলকাতায় থাকতেন। ছুটিতে বাড়িতে এসে তিনি জায়ার কবিতা শুনতেন। মানকুমারী চেয়েছিলেন স্বামীর তৃপ্তি, স্বামীর ভালবাসা। আর সেই জন্য স্বামীর হাসিমুখ দেখতে প্রতিদিন তিনি সব কাজের মধ্যে একটা কবিতা ঠিক লিখতেন। আর কেন লিখবেন না কবিতা তিনি যে সাগরদাঁড়ির দত্ত চৌধুরী পরিবারের মেয়ে, মাইকেল মধুসূদন যে পরিবারের ছেলে। মধুসূদনের জ্যাঠামশাই রাধামোহন দত্ত চৌধুরী, তাঁর ছোট ছেলে আনন্দমোহন। মাধকুমারী আনন্দমোহনের ছোট মেয়ে। একবার মানকুমারীর দিদিদের কয়েকজন দেওর বেড়াতে এলেন সাগরদাঁড়ি। তাদের একজনকে দেখে মানকুমারীর মায়ের চোখ জুড়িয়ে যায়। মনে মনে ভাবছেন আহা এমন একটি ছেলে যদি জামাই হত। শুরু হল বিয়ের সম্বন্ধ। বিদ্যানন্দকাঠির বিখ্যাত বসু পরিবারের ছেলে বিবূধশঙ্কর বসু শেষ পর্যন্ত জামাই হলেন। তবে শ্বশুরবাড়িকে গোড়ায় মাধকুমারীর ভয় লাগলেও ক্রমেই বুঝতে পারলেন বাড়ির সবাই মাটির মানুষ। বাড়িতে সবার মেয়েদের লেখাপড়ার দিকে আগ্রহ। মিশনারী মেমরা সেলাই শিখিয়ে যান, চোখে চশমা এঁটে শ্বাশুড়ীরা রামায়ণ, মহাভারত পড়েন। সব মিলিয়ে চমৎকার পরিবেশ। তবে মানকুমারী ভয়ে লুকিয়েছেন একটি কারণে কবিতা লেখা। গোপনে গোপনে লেখা। স্বামীর যদি চোখে পড়ে মরতে হবে লজ্জায়। না লজ্জায় মরতে হয়নি বরং স্বামী জেনে উৎসাহিত করেছেন। জেনে গিয়ে নিন্দার বদলে যা দিলেন সেটা প্রশংসার চেয়ে বেশী। উৎসাহ। এটা কি বই বল তো? এ তো একটা উপন্যাস। কি নাম? দীপনির্বাণ। কে লিখেছে? স্বর্ণকুমারী দেবী। আর এটা? ছিন্নমুকুল। এগুলো পড়। একজন মহিলা যদি এমন উৎকৃষ্ট উপন্যাস লিখতে পারেন তুমি বা পারবে না কেন সাহিত্য চর্চা করতে। তবে সেজন্য চাই সাধনা,বহু সাহিত্য পাঠ করা চাই। তুমি পড়,আমি বই এনে দেব। ততদিনে দশের কিশোরী প্রায় পঞ্চাদশী। কলকাতা থেকে বিবুধশঙ্কর গ্গ্রামে এসে জায়ার কবিতা সম্পর্কে খোঁজ নিলেন। হয়ত তাঁর প্রশ্ন! কি হে নতুন কোনও কবিতা লেখনি? লিখেছি, তো। তাহলে দেখাও দেরি কেন করছো! তখন মানকুমারী স্বামীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন ‘ পুরন্দরের প্রতি ইন্দুবালা’। ছন্দ অমিত্রাক্ষর।

বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং

এপস্টাইন যৌন কেলেঙ্কারী এখন বিশ্ববিখ্যাত সংবাদে পরিণত হয়েছে। আমেরিকার প্রায় অধিকাংশ সংবাদপত্রে প্রথম পাতায় এপস্টাইন যৌন কেঙ্কোরীর সংবাদে ভরপুর। এবারে বিশ্ববিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংয়ের নাম জড়িয়ে পড়লো। তিনি নাকি একাধিকবার এপস্টাইন দ্বীপে উপস্থিত হয়ে একাধিক নাবালিকার সঙ্গে যৌন সম্ভোগ করেছেন। এই প্রাসঙ্গ উঠে আসতে শুরু করেছে। যে কোন মূল্যে সেই গুঞ্জন ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন বান্ধবী গিসলেন ম্যাকওয়েল। সারা বিশ্ব জুড়ে এই যৌন কেলেঙ্কারী ছড়িয়ে ছিল কিনা তার তত্ত্বতল্লাসি করতে শুরু করে দিয়েছে গোয়েন্দা বিভাগ। যদি ব্যাপারটা আদালতের অধীনে রয়েছে। এপস্টাইন মামলায় আদালতের নির্দেশে সংবাদপত্রে তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। আদালত থেকে বলা হয়েছে যে এপস্টাইন কেলেঙ্কারী যদি সংবাদপত্রে প্রকাশ করা যায় তাহলে আরও বেশ কয়েকগুলি তথ্য উঠে আসতে থাকবে যা সকলের কাছে অজানা। তবে ভার্জিনিয়া জিওফ্রে স্টিফেন হকিংয়ের নাম উল্লেখ করেননি। ২০১৫ সালে গিসলেনকে ইমেল পাঠায় এপস্টাইন। তাতে বলা হয়েছিল যে ভার্জিনিয়ার আনা অভিযোগগুলি ধামাচাপা দেওয়ার জন্য গিসলেনকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। পাশাপশি হকিংয়ের নাম যাতে প্রকাশ না পেতে তার জন্য যেকোন মূল্য দিতে প্রস্তুত ছিল তারা। তবে ইমেলে হকিং এর যৌন নিগ্রহের কোনও সংবাদ পাওয়া যায়নি। এপস্টাইন অভিযোগ করতে শুরু করে দিয়েছিল যে ইচ্ছাকৃতভবে হকিং এর নাম জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত ২০০৬ সালে এপস্টাইন যৌন মামলা শুরু হয়েছিল। নাবালিকা পাচার চক্র এবং যৌন নিগ্রহের সংবাদে ভরপুর হতে থাকে। এক সময়ে এপস্টাইন এর ব্যক্তিগত দ্বীপে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন পদার্থ বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং। সেই অনুষ্ঠানের নানান ছবিতে তাঁর উপস্থিতি লক্ষ্য করা গিয়েছে। ক্যারিবীয় সাগরে একটি ব্যক্তিগত দ্বীপ তার নাম পিডো আইল্যাণ্ড। আমেরিকা ধনকুবের জেফ্রি অপস্টাইনের গোপন সামরাজ্য ছিল সেখানে।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

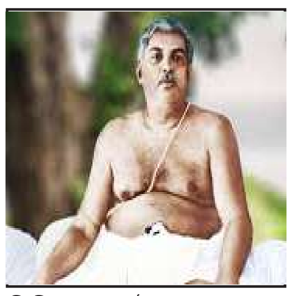

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। মা দুর্গা সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে তিনি শক্তিশালী হয়েছিলেন। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সব শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেই অভয় শক্তি আসে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলেন সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের মনকে শুদ্ধ করতে হবে। পাপটাকে মন থেকে দূর করে দিতে হবে। মানবধর্মের জয় করতে হবে। তার বিকাশ করতে হবে। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার বিকাশ হয়। জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে। সেটা শিক্ষা হোক বা অর্ত হোক। কিছু দান না করলে কোনও কিছুই পাওয়া সম্ভব হবে না।যে মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের মনকে শুদ্ধ করতে হবে। পাপটাকে মন থেকে দূর করে দিতে হবে। মানবধর্মের জয় করতে হবে। তার বিকাশ করতে হবে। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে।

মহাজগত নির্মাণের মূলেই আছেন বিশ্বকর্মা

অনিকেত নস্কর

বিশ্বকর্মা পুজো মানেই ঘুড়ি ওড়ানোর দিন। বিশ্বকর্মা পুজো মানেই বাঙালির ঘুড়ি ওড়ানোর দিন। বিশ্বকর্মা হচ্ছেন শ্রমিক শ্রেণীর দেবতা। কৃষকদের দেবী হচ্ছেন লক্ষ্মী। বিদ্যার দেবী হচ্ছেন সরস্বতী। গণেশ হচ্ছেন ব্যব সায়ীদের দেবতা। সেই রকম বিশ্বকর্মা ঠাকুর হচ্ছেন শ্রমিক শ্রেণীর দেবতা। পূর্বে শ্রমিকেরা বর্ষাকালে সময়ে কাজ না করে ঘরে এসে চাষবাসে মন দিত। তখন তারা তাদের যন্ত্রপাতিগুলিকে ভালো করে মুছে তেল দিয়ে বিশ্বকর্মা ঠাকুরের পুজো করে চিলে কোঠায় তুলে রাখতো। তারপরে শরৎকাল পার হয়ে গেলে সেই সব যন্ত্রপাতি বের করে কাজ করতে বাইরে চলে যেত। এখন তো সব শ্রমিকদের সব সময়ে কাজ করতে হয়। বাংলায় বহু কলকারখানাতে এখনও বিশ্বকর্মা পুজো হয়ে থাকে। বিশ্বকর্মা পুজো মানেই হচ্ছে ঘুড়ি ওড়ানোর দিন। বাংলার আকাশে অসংখ্য ঘুড়ি উড়তে দেখা যায়। পেটকাটা ঘুড়ি থেকে শুরু করে লেজওয়ালা ঘুড়িও দেখতে পাওয়া যায়। গ্রামাঞ্চলে আবার পৌষ পার্ব নের সময়ে ঘুড়ি উড়তে দেখা যায় আকাশে। বিশ্বকর্মা হচ্ছে শ্রমের দেবতা। তিনি শ্রমদান করে থাকেন। শ্রমিক শ্রেণীরা যাতে সারা বছর ভালোভাবে কাজ করতে পাতে পার দিকে তিনি নজর দিয়ে থাকেন। বিশ্বকর্মাকে সন্তুষ্ট রাখতে পারলে কাজ ভালো করা যেতে পারে বলে বিশ্বাস করে শ্রমিকেরা। ভারতের প্রতিটি ব্যাপারে একজন করে দেব বা দেবী রয়েছেন। ভারতের পুরাণে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে প্রায় মূল তেত্রিশটা দেবতা রয়েছে। পাশাপাশি রয়েছে অসংখ্য উপদেবতা। তারা আবার সব জায়গায় পূজিত হয় না। যেমন সুন্দরবনে রায়মঙ্গল। তিনি সুন্দরবনের দেবতা। বিশ্বকর্মা পুজোর দিন আবার মনসা পুজো করে কেউ কেউ। আবার এদিন হচ্ছে অরন্ধনের দিন। বাড়িতে রান্না পুজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে। যাদের অরন্ধন রয়েছে তারা ইলিশ মাছ এদিন খাবেই। ইলিশ মাছ ছাড়া অরন্ধন হয় না। এই অরন্ধনকে বলা হয় রান্না পুজো। আগেরদিন রাতের বেলায় ভাত থেকে শুরু করে পাঁচ রকম ভাজা এবং ইলিশ মাছের তরকারি থেকে শুরু করে ভাজা পর্যন্ত করা হয়। তারপরে সেই সব রান্নাগুলোকে মন্ত্র পাঠ করে শঙ্খ ধ্বনি দিয়ে ভালো করে নতুন কাপড় চাপা দিয়ে রাখা হয়। পরদিন সবাই এই রান্না গ্রহণ করে থাকে। আবার কেউ কেউ রান্না পুজোর সময়ে অতিথিদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে থাকে। পরিবারের মধ্যে এই নিমন্ত্রণ প্রচলিত রয়েছে। তবে সময়ে সময়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছে বহু বন্ধু অতিথিদেরও এই দিন নিমন্ত্রণ করে খাওয়ায়। বহু হোটেলে এখন আবার অরন্ধন প্রথা চালু করে দিয়েছে। তারাও অরন্ধন করে রাখে তাদের খরিদ্দারের জন্য। অর্ডার দিলেই হোটেলগুলি অর ন্ধন করে খাওয়ায়। তার জন্য তারা পয়সা নিয়ে থাকে। আসলে পুজোর আগে বিশ্বকর্মা পুজো মানুষকে নতুন আনন্দ দান করে থাকে।

বিশ্বকর্মা বা বিশ্বকর্মন (সংস্কৃত) আক্ষরিক অর্থেঙ্গ‘সকলের নির্মাতা’ হলেন সমসাময়িক হিন্দুধর্মে একজন কারিগর দেবতা এবং দেবতাদের দিব্য স্থপতি। প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে, এই কারিগর দেবতা ত্বস্তার নামে পরিচিত ছিলেন এবং বিশ্বকর্মা শব্দটি মূলত যেকোনো শক্তিশালী দেবতার উপাধি হিসেবে ব্যবহৃত হত। তবে,

পরবর্তী অনেক ঐতিহ্যে, বিশ্বকর্মা এই কারিগর দেবতার নাম হয়ে ওঠে।

বিশ্বকর্মা দেবতাদের সমস্ত রথ এবং ইন্দ্রের বজ্র সহ সমস্ত অস্ত্র তৈরি করেন। বিশ্বকর্মা তার কন্যা সঞ্জনার মাধ্যমে সূর্যদেবতার সাথে সম্প র্কিত ছিলেন। কিংবদন্তী অনুসারে, যখন সঞ্জনা সূর্যের শক্তির কারণে তার বাড়ি ছেড়ে চলে যান, তখন বিশ্বকর্মা সেই শক্তি হ্রাস করেন এবং তা ব্যবহার করে বিভিন্ন অস্ত্র তৈরি করেন। বিশ্বকর্মা লঙ্কা, দ্বারকা এবং ইন্দ্রপ্রস্থের মতো বিভিন্ন শহরও নির্মাণ করেন। মহাকাব্য রামায়ণ অনুসারে, বানর (বনবাসী বা হনুমান) নল ছিলেন বিশ্বকর্মার পুত্র, যাকে অবতার রামকে সাহায্য করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। বিশ্বকর্মন শব্দটি মূলত যেকোনো সর্বোচ্চ দেবতার উপাধি এবং ইন্দ্র ও সূর্যের গুণ হিসেবে ব্যবহৃত হত। ঋগ্বেদের দশম গ্রীনে বিশ্বকর্মন নামটি পাঁচবার এসেছে। ঋগ্বেদের দুটি স্তোত্রে বিশ্বকর্মনকে সর্বদ্রষ্টা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, এবং তাঁর চারদিকে চোখ, মুখ, বাহু ও পা রয়েছে এবং তাঁর ডানাও আছে। সৃষ্টির দেবতা ব্রহ্মা, যিনি চতুর্মুখী ও চতুর্বাহু, এই দিক গুলিতে তাঁর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাঁকে সকল সমৃদ্ধির উৎস, দ্রুত চিন্তাশীল এবং দ্রষ্টা, পুরোহিত ও বাকশক্তির অধিপতি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

ঋগ্বেদের কিছু অংশ অনুসারে, বিশ্বকর্মা ছিলেন পরম সত্তার মূর্ত প্রতীক, এই মহাবিশ্বের দেবতা, জীব এবং জড় বস্তুর মধ্যে অন্ত র্নিহিত বিমূর্ত সৃজনশীল শক্তি। তাঁকে পঞ্চম একেশ্বরবাদী ঈশ্বর ধারণা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তিনি সময়ের আবির্ভাবের আগে থেকেই মহাবিশ্বের স্থপতি এবং ঐশ্বরিক প্রকৌশলী।

ঋগ্বেদের পরবর্তী অংশগুলিতে স্থপতির উৎপত্তি সংক্রান্ত রহস্যের একটি সন্তোষজনক উত্তর খোঁজার প্রচেষ্টা প্রকাশ পায়, ঋগ্বেদের এই অংশগুলিতে উপস্থিত সৃষ্টি স্তোত্র গুলিতে দেবতাদের সমষ্টি এবং তাদের প্রধানদের (ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, ইত্যাদি) স্থাপত্য তৈরির পরিবর্তে স্বতন্ত্র সৃষ্টিকর্তা দেবতাদের উল্লেখ করা হয়েছে।

ঐতিহাসিক বৈদিক ধর্মে, দেবতা দের নির্মাতা হিসেবে বিশ্বকর্মার ভূমিকা ত্বষ্টারের উপর আরোপিত। বৈদিক বিশ্বকর্মাকে ত্বষ্ট্রের পরিবর্তে প্রজাপতির সাথে অভিন্ন বলে মনে করা হয়। পরবর্তীকালের পৌরাণিক কাহিনীতে, বিশ্বকর্মাকে কখনও কখনও ত্বষ্ট্রের সাথে অভিন্ন বলে মনে করা হয় এবং তিনি একজন কারিগর দেবতা।

মহাকাব্য ও পুরাণ ঃ বিষ্ণু পুরাণে বিশ্বকর্মাকে অষ্টবসুর অন্যতম প্রভাস এবং তাঁর স্ত্রী বৃহস্পতির বোন বরাস্ত্রীর পুত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে । মহাভারতে তাঁকে প্রধান স্থপতি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যিনি স্বর্গে দিকপালদের স্বর্গীয় দরবার এবং দ্বারকার মতো নগর নির্মাণ করেছিলেন। রামায়ণে লঙ্কা নগরীকে তাঁর সৃষ্টি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, অন্যদিকে রাম সেতুর স্থপতি নলকেও তাঁর অবতার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। দধীচির অস্থি থেকে বজ্র এবং পুষ্পক বিমান নির্মাণের কৃতিত্বও তাঁকে দেওয়া হয়। তাঁর এক কন্যা সংজ্ঞার সূর্যের সাথে বিবাহ হয়েছিল, কিন্তু সূর্যের রশ্মি সহ্য করতে না পেরে তিনি পালিয়ে যান। তাই বিশ্বকর্মা সূর্যের আলোর ১/৮ অংশ কেটে বের করে নেন এবং তা দিয়ে সুদর্শন চক্র ও ত্রিশূলের মতো বিভিন্ন অস্ত্র তৈরি করেন। তিলোত্তমা নামক অপ্সরার সৃষ্টির কৃতিত্বও তাঁকে দেওয়া হয়। স্কন্দ পুরাণ অনুসারে, পুরীতে রক্ষিত জগন্নাথের কাঠের মূর্তিটি তিনিই নির্মাণ করেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বিশ্বকর্মা ও ঘৃতচিকে নিম্নলিখিত কারিগর জাতিগোষ্ঠীগুলির প্রবর্তক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে - ফুল বিক্রেতা (উত্তর ভারতে মালি এবং বাংলায় মালাকর), শঙ্খশিল্পী (বাংলায় শঙ্খরী), তাঁতি , স্বর্ণকার , তাম্রকার, লৌহকার (পাঞ্জাবে পাঞ্চাল, উত্তর ভারতে লোহার, বাংলায় কর্মকার), সূত্রধর (পাঞ্জাবে তারখান, উত্তর ভারতে খাটি, পশ্চিম ভারতে সুথার, বাংলায় সূত্রধর), রাজমিস্ত্রি (গুজরাটে সোমপুরা সালাত, উত্তর ভারতে মিস্ত্রি, ওড়িশায় মহারানা), কুমোর এবং চিত্রকর (নেপালে চিত্রকর, বাংলায় পটুয়া), যাদের দক্ষতার কৃতিত্ব তাঁকে দেওয়া হয়। এই গোষ্ঠীগুলির মধ্যে পাঁচটি - সূত্রধর, কামার, স্বর্ণকার, তাম্রকার এবং রাজমিস্ত্রি- দক্ষিণ ভারতে সম্মিলিতভাবে বিশ্বকর্মা নামে পরিচিত। শিল্পশাস্ত্র ঃ বিশ্বকর্মাকে বিশ্বকর্মা প্রকাশ, অপরাজিতপৃচ্ছ, জয়পৃচ্ছ, বাস্তু সংগ্রহ, ক্ষীরর্ণব এবং শিল্পশাস্ত্র গ্রন্থের রচয়িতা।

কলকাতার ঐতিহ্যবাহী বনেদি দুর্গা পুজোর ইতিহাস রয়েছে

শঙ্করলাল কর্মকার

কলকাতার বনেদি বাড়ীর পুজো। সামনেই পুজো। তাই অনেকেরই প্ল্যান থাকে কলকাতা অথবা মফস্বলে বা গ্রামের দিকে বনেদি বাড়ীর পুজো দেখার। তাই কলকাতার এগারোটি বনেদি বাড়ীর পুজোর কথা বললাম। যদিও পুরনো পোস্ট। তবুও আশাকরি সবার ভালো লাগবে।

প্রথমে রাসমণি বাড়ীর পুজো। কলকাতার বনেদী বাড়ীর পুজোর তালিকায় যার অবস্থান প্রথম দিকেই। বর্তমানে রানী রাসমণির তিন বংশধর নিয়ম করে প্রতি বছর দুর্গাপুজো করেন। তার মধ্যে এস এন ব্যানার্জি রোডের বড় বাড়ীতে দুটো পরিবার পুজো করে থাকেন। তৃতীয় বংশধরেরা এই বাড়ীর উল্টো দিকে রানী রাসমণি ভবনে পুজো করে আসছেন।

১) রানী রাসমণির দ্বিতীয় কন্যা কুমারী চৌধুরী ও জামাতা

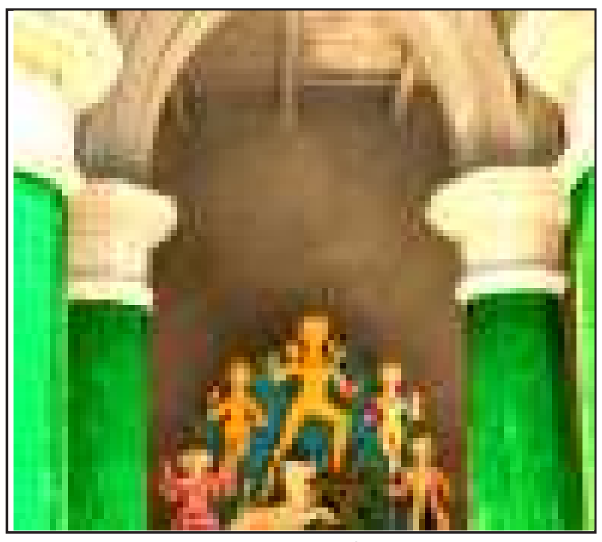

প্যারিমোহন চৌধুরীর বংশধরদের পুজো। এই বাড়ীর প্রবেশপথ এস এন ব্যানার্জি রোডের ওপর।

২) এই বাড়ীর পুজো এখন হাজরা পরিবারের বংশধররাই করে থাকেন। কথিত আছে, রানী রাসমণি তাঁর এই কাছারী বাড়ীতে দুর্গাপুজো শুরু করেছিলেন। শোনা যায় রামকৃষ্ণদেব একবার এই বাড়ীতে দুর্গাপুজো করেছিলেন। বর্তমানে এই বাড়ীটি হেরিটেজ তকমা পেয়েছে। এই বাড়ীর প্রবেশপথ ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের দিকে।

৩) রানী রাসমণি ভবনে, বা বিশ্বাস বাড়ী নামেও পরিচিত। জানবাজার রাসমণির বাড়ী ছাড়িয়ে ডান হাতে, যা আগেই বলেছি, রানী রাসমণির জামাতা মথুর মোহন বিশ্বাসের পরিবার দুর্গাপুজো করে আসছেন। আমি নবমীর সকালে যখন এই বাড়ী গিয়েছিলাম, তার কিছুক্ষণ আগেই নবমীর বলিদান সম্পন্ন হয়েছে। মাটিতে তখনও ছিটেফোঁটা রক্তের দাগ লেগে আছে। হাঁড়িকাঠটি মাটি থেকে তুলে দেওয়ালে হেলান দিয়ে রাখা।

৪) বদন চন্দ্র রায় বাড়ীর পুজো। সেন্ট্রাল এভিনিউর ইনস্টিটিউট অফ হাইজিন এন্ড পাবলিক হেল্‌থ বিল্ডিংয়ের উল্টোদিকে। এই বাড়ীর অবস্থান কলুটোলার গোপাল চন্দ্র লেনে। শোনা যায় এনাদের আদি বাড়ী ছিল উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায়। এনারা মূলত ব্যবসায়ী পরিবার। সিপাহী বিদ্রোহের পরের বছর ১৮৫৮ সালে এই বংশের পূর্বপুরুষ বদন চন্দ্র রায় এই পুজো শুরু করেছিলেন। এনাদের পুজো হয় বৈষ্ণব মতে। পুজোতে ফল বলি হয়।

৫) জোড়াসাঁকোর শিবকৃষ্ণ দাঁ বাড়ীর পুজো। গণেশ টকিজের কাছাকাছি। মেট্রো স্টেশন গিরিশ পার্ক। ১৮৪০ সালে শিবকৃষ্ণ দাঁ এই পুজো শুরু করেছিলেন। কথিত আছে আজ থেকে ১৮০ বছর আগে এই বাড়ীর দুর্গাপুজোয় খরচ হয়েছিল ২৫০০ টাকা। কলকাতার দুর্গাপুজো নিয়ে বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, যেটা অনেকেই জানেন। প্রবাদটি এইরকম, মা দুর্গাপুজোয় কলকাতায় এসে গয়না পরেন শিব কৃষ্ণ দাঁয়ের বাড়ী, ভোজন করেন কুমোরটুলির অভয় চরণ মিত্রের বাড়ী আর রাত জেগে গান শোনেন শোভাবাজার রাজবাড়ীতে।

এই শিবকৃষ্ণ দাঁয়ের বাড়ীর মা দুর্গাকে প্রচুর অলঙ্কার দিয়ে সাজানো হয়, নানারকম মূল্যবান রত্নখচিত সেসব অলঙ্কার। এমনকি তাদের প্রতিমার চালচিত্রে সোনার তৈরী নকশা দিয়ে সাজানো হত। শিবকৃষ্ণ দাঁ ছিলেন এই পরিবারের গোকুল চন্দ্র দাঁয়ের দত্তক পুত্র। মূলত লোহা, কয়লার ব্যবসা করেই প্রচুর পরিমাণ অর্থ উপার্জন করেন।

এছাড়াও আসানসোলের কয়লাখনি অঞ্চলে রেললাইন বসানোর বরাত পেয়ে তাদের কপাল আরও খুলে যায়। জোড়াসাঁকোর দাঁ বাড়ীর দুর্গাপুজো এভিনিউতে।

‘অনুজীবের মহিমা ঃ নিত্য জীবনে অদৃশ্য নায়ক

ড. পার্থ প্রতিম বিশ্বাস

অণুজীবের মহিমা ঃ প্রাত্যহিক জীবনের অদৃশ্য নায়ক; ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬, আন্তর্জাতিক অণুজীব দিবস উদযাপন উপলক্ষে। মানুষের দৃষ্টিসীমার অন্তরালে

রয়েছে এক মুখর ও অদৃশ্য সাম্রাজ্য। ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, ভাইরাস, প্রোটোজোয়া এবং শৈবালের এক বৈচিত্র্যময় সমারোহ হল অণুজীব; যারা আমাদের দৈনন্দিন অস্তিত্বের নিভৃত কারিগর। এরা কেবল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সত্তা নয়, বরং এক অসীম ক্ষমতার অধিকারী; এক দু'দিকে ধারালো তলোয়ারের মত, যা আমাদের বিশ্বকে বিস্ময়কর এবং বিধ্বংসী;উভয়ভাবেই নতুন রূপ দিয়ে চলেছে।

ভোজনরসিক ও জৈবিক রসায়ন বিদঃ অণুজীব হল প্রকৃতির আদিম রন্ধনশিল্পী, যারা গাঁজন বা ফারমেন্টেশনের সূক্ষ্ম কৌশলে সাধারণ উপাদানগুলোকে সুস্বাদু খাদ্যে রূপান্তরিত করে। রুটি ও পানীয়ের প্রাণঙ্ক ঈস্ট স্যাক্কারোমাইসিস সিরিভেসি ঈস্ট আমাদের প্রতিদিনের রুটিতে প্রাণ সঞ্চার করে এবং দোসা বা ইডলির ব্যাটার তৈরি করে। পাশাপাশি এটি সুরা ও বিয়ারের মতো জটিল পানীয় তৈরিতেও ভূমিকা রাখে। দুগ্ধজাত পণ্যের রূপান্তরকারী ঃ ল্যাকটোবাসিলাস জীবাণু অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দুধের ল্যাকটোজকে টক ল্যাকটিক অ্যাসিডে রূপান্তর করে, যার ফলে আমরা সুস্বাদু দই ও ছানা পাই। অতন্দ্র প্রহরী ঃ আমাদের শরীরের অভ্যন্তরেও এক ট্রিলিয়ন অণুজীবের বিশাল মহানগরী গড়ে উঠেছে। এই উপকারী জীবকণা বা প্রোবায়োটিকস আমাদের অভ্যন্তরীণ পাহারাদার হিসেবে কাজ করে। এরা অক্লান্ত ভাবে আমাদের খাদ্য হজম করে, ভিটামিন ১২ ওএর মতো অপরিহার্য পুষ্টি উপাদান সংশ্লেষণ করে এবং ক্ষতিকারক জীবাণুর আক্রমণ রুখে দিয়ে শরীরের সুরক্ষা নিশ্চিত করে।

আধুনিক চিকিৎসার অগ্রদূত ঃ চিকিৎসাবিজ্ঞানের জগতে আমাদের শ্রেষ্ঠতম নিরাময় পদ্ধতিগুলো প্রায়শই সেই অণুজীব জগত থেকেই উঠে আসে, যাকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে চাই। অলৌকিক ঔষধ ঃ ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া আমাদের জীবন রক্ষাকারী অ্যান্টিবায়োটিক উপহার দিয়েছে; যেমন পেনিসিলিয়াম ছত্রাক থেকে প্রাপ্ত পেনিসিলিন কিংবা স্ট্রেপ্টোমাইসেস ব্যাকটেরিয়া থেকে পাওয়া স্ট্রেপটোমাইসিন।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি ঃ দুর্বল বা নিষ্ক্রিয় অণুজীব ব্যবহার করে আমরা ভ্যাকসিন বা টিকা তৈরি করি, যা আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে ভবিষ্যৎ বিপদ মোকা বিলায় অত্যন্ত দক্ষতার সাথে প্রশিক্ষণ দেয়। পৃথিবী ও শিল্পের রক্ষক ঃ আমাদের শরীরের বাইরেও অণুজীব হলো নিরলস পরিবেশ রক্ষক এবং অণুজীবিক কারখানা। রাইজোবিয়াম নামক নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী ব্যাকটেরিয়া এবং নীল-সবুজ শৈবাল সরাসরি বায়ুমণ্ডল থেকে জীবনদায়ী নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে মাটিকে উর্বর করে এবং ধানক্ষেতকে পুষ্টি যোগায়। অন্যদিকে, বিয়োজক অণুজীবগুলো মৃত জৈবপদার্থকে পুনরায় মাটিতে মিশিয়ে চক্র সম্পন্ন করে।

প্রকৃতির পরিচ্ছন্নতা কর্মী ঃ ‘বায়োরিমিডিয়েশন’ বা জৈব-প্রতিকার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিশেষ কিছু অণুজীব আমাদের বর্জ্য খেয়ে ফেলে; তারা প্লাস্টিক দূষণ ধ্বংস করে, শিল্পকারখানার বিষাক্ত উপাদান প্রশমিত করে, তেলের নিঃসরণ পরিষ্কার করে এবং নর্দমার জল বিশুদ্ধ করতে সাহায্য করে।

টেকসই শক্তি ঃ মিথানোজেন অণুজীবগুলো বায়োগ্যাস উৎপন্ন করে, যা ভারতের গ্রামীণ এলাকায় রান্নার অপরিহার্য জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পাশাপাশি অন্যান্য অণুজীব জৈব জ্বালানি, সাইট্রিক অ্যাসিডের মতো জৈব অ্যাসিড এবং মূল্যবান এনজাইম তৈরি করে।

দুষ্টু ও ক্ষতিকারক সত্তা ঃ অণুজীবের জগতে এক অন্ধকার দিকও রয়েছে। অণুজীবের একটি ক্ষুদ্র কিন্তু শক্তি শালী গোষ্ঠী, যাদের প্যাথোজেন বলা হয়, তারা রোগের জাল বুনে থাকে। এই অশুভ শক্তিগুলো যক্ষ্মা, কলেরা, টাইফয়েড এবং ম্যালেরিয়ার মতো প্রাচীন ব্যাধির পাশাপাশি সাধারণ সর্দি-কাশি ও কোভিড-১৯-এর মতো আধুনিক স্বাস্থ্যঝুঁ কিরও মূল কারণ।

মেরিয়াম-ওয়েবস্টার এই শব্দটির ব্যবহার ১৯২৪ সাল থেকে উল্লেখ করে, এবং ব্রিটিশ অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারিতে ১৯২৫ সাল থেকে এই শব্দটির একটি উল্লেখ পাওয়া যায়; সুতরাং শব্দটি তুলনামূলক ভাবে নতুন। এই শব্দগুচ্ছটি নিউক্লিয়াস বিশেষ্যটির সাধারণ ব্যবহার থেকে নেওয়া হয়েছে , যার উৎপত্তি ল্যাটিন শব্দ নাক্স থেকে , যার অর্থ ‘বাদাম’, অর্থাৎ কোনো কিছুর কেন্দ্র। এর সবচেয়ে প্রচলিত অর্থে, নিউক্লিয়ার পরিবার বলতে এমন একটি পরিবারকে বোঝায় যেখানে একজন মা , একজন বাবা এবং তাদের সন্তানরাঞ্চ সবাই একই বাসস্থানে বসবাস করে। পরিবার পর্যবেক্ষক জর্জ মারডক একটি প্রাথমিক বর্ণনা দিয়েছিলেন, পরিবার হল একটি সামাজিক গোষ্ঠী যার বৈশিষ্ট্য হল একই বাসস্থান, অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং প্রজনন। এতে উভয় লিঙ্গের প্রাপ্ত বয়স্করা থাকে, যাদের মধ্যে অন্তত দুজন সামাজিকভাবে অনুমোদিত সম্পর্ক বজায় রাখে এবং যৌন সহবাসকারী প্রাপ্তবয়স্কদের এক বা একাধিক সন্তান, নিজের বা দত্তক। অনেক ব্যক্তি তাদের জীবনে দুটি মূল পরিবারের অংশ হয়ঙ্ক জন্ম পরিবার যেখানে তারা বংশধর, এবং প্রজনন পরিবার যেখানে তারা পিতা-মাতা। বিকল্প সংজ্ঞাগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিকশিত হয়েছে সমলিঙ্গের পিতামাতা সহ পরিবার, সদস্যদের দত্তকগ্রহণ , এবং সম্ভবত অতিরিক্ত প্রাপ্তবয়স্ক আত্মীয় যারা সহবাসকারী পিতামাতার ভূমিকা গ্রহণ করে। ইতিহাস ঃ জার্মানিতে ৪,৬০০ বছর পুরানো প্রস্তর যুগের একটি সমাধিস্থলে আবিষ্কৃত হাড় এবং দাঁত থেকে সংগৃহীত দুই পিতামাতা এবং তাদের একাধিক সন্তান নিয়ে গঠিত একটি পরিবারের প্রাচীনতম প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ দিয়েছে। ঐতিহাসিক অ্যালান ম্যাকফারলেন এবং পিটার ল্যাসলেট, বলেন পরিবার একটি প্রাথমিক ব্যবস্থা।

৭৬ বছরে পা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদি শিরদাঁড়া সোজা রেখে হাঁটেন

বিশেষ প্রতিনিধি

গত বৃহস্পতিবার ৭৬-এ পা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রবল কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তাঁর স্বাস্থ্যচর্চা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশ্যে কথা বলেছেন তিনি। যোগাসন, হাঁটা, শ্বাসের ব্যায়াম থেকে শুরু করে উপবাস; বিভিন্ন অভ্যাসের মধ্যে

বার বার উঠে এসেছে নিয়মে বাঁধা যাপন ও শৃঙ্খলার প্রসঙ্গ। তাঁর জন্মদিনে ফিরে তাকানো যাক। ভোরে ওঠা এবং যোগাসনঃ জানা গেছে ভোর ৪টে নাগাদ ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। আর সকালে উঠে যোগাসন তাঁর দীর্ঘদিনের শারীরচর্চার অন্যতম অংশ। যোগ, হাঁটা এবং শ্বাসের ব্যায়াম করেন। সম্প্রতিও মোদী বলেছেন, যোগাসন যে কোনও বয়সে অভ্যাস করা যেতে পারে। হাঁটাহাঁটি ঃ হাঁটাহাঁটি করে ফিট থাকাও তাঁর রুটিনের অঙ্গ। শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম ঃ নরেন্দ্র মোদীর ফিটনেসে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম অনুশীলন করেন। প্রাণায়াম করেন। খাদ্যাভ্যাস ঃ মোদী বিভিন্ন সময়ে তাঁর উপবাসের অভ্যাসের কথাও জানিয়েছেন। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছিলেন, প্রায় ৫০-৫৫ বছর ধরে তিনি নিয়মিত উপবাস করে আসছেন। আর খাবারদাবারের ক্ষেত্রে তাঁর থালায় সাধারণ, ঘরোয়া পদই থাকে বলে জানিয়েছেন একাধিক বার। খাদ্যতালিকায় শাকসব্জি, ফলমূল এবং ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় খাবারের মতো বিভিন্ন খাবার অন্তর্ভুক্ত বলে জানা গিয়েছে।

নিয়মে চলা ঃ ব্যস্ত জীবনেও রোজ সমস্ত নিয়ম মেনে চলার চেষ্টা করেন তিনি।

মোদীর দৈনন্দিন রুটিন থেকে যা শেখা যায়, তা হল কঠোর সময়সূচি মেনে চলার চেষ্টার পরিবর্তে নিয়মিত শারীরিক সক্রিয়তা, পুষ্টিকর খাবার, মননশীলতা এবং শৃঙ্খলার উপর জোর দিলেই বয়সকে হার মানিয়ে ফিট থাকা যায়।

শরীরকে সুস্থ রাখলে গেলে পরিমিত আহার করুন। অতিরিক্ত খাবার গ্রহণ করবেন না। নিরামিষ খাবার খাওয়ার অভ্যাস করতে পারেন। তবে যারা আমিষ খান তারা সপ্তাহে দুইদিন নিরামিষ আহার করতে পারেন। নিরামিষ আহার গ্রহণ করলে কোনও রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কি খাচ্ছেন, কি চিন্তা ভাবনা করছেন তা শরীরের ওপরে প্রভাব বিস্তার করে। দুশ্চিন্তা করবেন না। ভালো কথা চিন্তা করুন

৭০০ বছরের প্রাচীন পুজো! যেখানে মায়ের ভোগ হয় ঘাসের চাল, ইলিশ আর কচু শাকে, সন্ধিপুজো হয় প্রদীপের শিখা দেখে

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১৬ সেপ্টেম্বর ঃ দুর্গাপুজো মানেই থিমের চমক, আলোর রোশনাই। তার মাঝেই মুর্শিদাবাদের

রঘুনাথগঞ্জের বহুরা গ্রামের বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ির পুজো আজও ব্যতিক্রম। ৭০০ বছরের পুরনো এই পুজোয় নেই আধুনিকতার ছোঁয়া, আছে লোকশ্রুতি, অলৌকিক বিশ্বাস আর একরাশ প্রাচীন রীতি, যা একে অন্য পাঁচটা পুজো থেকে স্বতন্ত্র করে তুলেছে। এই পুজো স্থানীয়দের কাছে পরিচিত 'কোদাখাঁকি' পুজো' নামে। কে প্রথম এই পুজো শুরু করেছিলেন, তার সঠিক ইতিহাস আজ আর জানা যায় না। তবে লোকশ্রুতি বলে, বহু শতাব্দী আগে এই গভীর জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় ডাকাতরাই প্রথম মা দুর্গার আরাধনা শুরু করেছিলেন। ডাকাতি করতে যাওয়ার আগে তারা মায়ের কাছে পুজো দিয়ে যেতেন। কালের নিয়মে ডাকাতদের হাত থেকে পুজোর দায়িত্বভার আসে বহুরা গ্রামের বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের হাতে। সেই থেকে বংশ পরম্পরায় আজ ষষ্ঠ প্রজন্ম ধরে এই পুজোকে আগলে রেখেছেন বন্দ্যোপাধ্যায়রা। এই পুজোর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো মায়ের অভিনব ভোগ। এখানে মাকে অন্নভোগ দেওয়া হয় না, ভোগ দেওয়া হয় ঘাস থেকে তৈরি 'কোদার চাল', কচু শাক এবং ইলিশ মাছ দিয়ে। এই অদ্ভুত ভোগের পিছনেও রয়েছে এক জনশ্রুতি। বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের ষষ্ঠ প্রজন্মের সদস্য প্রীতিশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন সেই কাহিনী। তিনি বলেন, এক সময় ভয়াবহ বন্যায় এলাকার সমস্ত ধানের জমি নষ্ট হয়ে যায়। মায়ের পুজোয় ভোগ দেওয়ার মতো একমুঠো চালও অবশিষ্ট ছিল না। তখন পরিবারের এক সদস্য মায়ের স্বপ্নাদেশ পান, ঘাস থেকে তৈরি 'কোদার চাল' দিয়েই যেন মায়ের ভোগ দেওয়া হয়। সেই থেকেই মায়ের পুজোয় 'কোদার চাল', কচু শাক এবং ইলিশ মাছ ভোগ হিসেবে দেওয়ার প্রথা চালু হয়। আমরা আজও সেই রীতি নিষ্ঠা সহকারে মেনে চলি। শুধু ভোগেই নয়, পুজোর প্রতিটি আচারেই রয়েছে চমক। প্রীতিশবাবু জানান, এই পুজোর বোধন হয় মহালয়ারও সাত দিন আগে। তারপর থেকে টানা ১৫ দিন ধরে চলে চণ্ডীপাঠ। সপ্তমী থেকে শুরু হয় মূল পুজো। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো এখানকার সন্ধিপুজো। ঘড়ি দেখে নয়, প্রদীপের শিখা দেখে নির্ধারিত হয় সন্ধিপুজোর সময়। তিনি বলেন, আমাদের এখানে তান্ত্রিক মতে পুজো হয়। সন্ধিপুজোর সময় আমরা প্রদীপের দিকে তাকিয়ে থাকি। প্রদীপের শিখা যখন দক্ষিণ দিকে হেলে যায়, তখনই আমরা বুঝতে পারি সন্ধিপুজোর শুভক্ষণ উপস্থিত। তখনই ঢাকের বাদ্যি আর মন্ত্রোচ্চারণে শুরু হয় সন্ধিপুজো। তান্ত্রিক মতে পুজো হওয়ায় এখানে আজও বলি প্রথা চালু রয়েছে। নবমীর দিন কীর্তন চলাকালীন পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। আর বিসর্জনের রীতিও একেবারে আলাদা। দশমীর দিন রাত ১২ টা বেজে ১ মিনিটে মাকে আসন থেকে নামানো হয়। তার আগে কোনওভাবেই মাকে আসন থেকে নামানো যায় না, এটাই পরিবারের কঠোর নিয়ম। শুধু পুজোর ক'দিনই নয়, সারা বছরই এই মন্দিরকে ঘিরে নানা অলৌকিক কাহিনী শোনা যায়। প্রীতিশবাবুর কথায়, সারা বছরই সাধারণ মানুষ আমাদের পুজো দালানে মায়ের অস্তিত্ব অনুভব করেন। অনেকেই বলেন, গভীর রাতে সেখানে নুপুরের আওয়াজ শোনা যায়, কখনও আবার মায়ের প্রতিবিম্ব দেখা যায়। সবটাই শোনা কথা হলেও, আমাদের বিশ্বাস মা 'কোদাখাঁকি' আমাদের পরিবার এবং সমগ্র এলাকাবাসীর ওপর তাঁর আশীর্বাদের হাত রেখেছেন। এই বিশেষত্ব এবং রীতি-আচারের টানেই প্রতি বছর দূর-দূরান্ত থেকে বহু মানুষ ভিড় জমান বহুরা গ্রামের এই ৭০০ বছরের প্রাচীন পুজো দেখতে। তাঁদের বিশ্বাস, 'কোদার চালের' এই প্রসাদ গ্রহণ করলে মনস্কামনা পূর্ণ হয়। আধুনিকতার ভিড়ে হারিয়ে যেতে বসা এই প্রাচীন পুজো আজও তাই স্বমহিমায় উজ্জ্বল।

শিয়ালদহ ডিভিশন সোনারপুর স্বাস্থ্য ইউনিটে টেলিমেডিসিন পরিষেবা সম্প্রসারিত করল

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ শিয়ালদহ ডিভিশন আজ সোনারপুর স্বাস্থ্য ইউনিটে একটি টেলিমেডিসিন পরিষেবা কেন্দ্রের উদ্বোধনের মাধ্যমে তাদের কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের জন্য বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবা আরও সহজলভ্য করার পথে আরও এক ধাপ এগিয়েছে। পূর্ব রেলের পিসিএমডি

ডা. নটরাজ বাসাপ্পা, শিয়ালদহের ডিআরএম রাজীব সাক্সেনা, বি. আর. সিং হাসপাতালের এমডি দেবাশিস গুহ এবং সিএমএস কল্পনা মণ্ডলের উপস্থিতিতে এই পরিষেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্য আধিকারিক ও চিকিৎসা কর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন। এর ফলে রানাঘাট, বারাসত এবং বহরমপুর স্বাস্থ্য ইউনিটে আগে থেকেই চালু থাকা পরিষেবার পাশাপাশি এখন নৈহাটি এবং ঘোলসাপুর স্বাস্থ্য ইউনিটেও টেলিমেডিসিন পরিষেবা সম্প্রসারিত হলো। এই সম্প্রসারণের ফলে ডিভিশনের বিভিন্ন প্রান্তের স্বাস্থ্য ইউনিটে থাকা রোগীদের বি. আর. সিং হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সাথে সরাসরি সংযুক্ত করা সম্ভব হবে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শের জন্য শিয়ালদহে বি. আর. সিং হাসপাতালে সশরীরে যাওয়া যাদের পক্ষে কঠিন বা অসুবিধাজনক, মূলত তাঁদের কথা মাথায় রেখেই এই টেলিমেডিসিন পরিষেবা চালু করা হয়েছে। এই পরিষেবার মাধ্যমে সোনারপুর স্বাস্থ্য ইউনিটে আসা রোগীরা টেলি-কনসালটেশনের মাধ্যমে সরাসরি বি. আর. সিং হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সাথে কথা বলতে পারবেন, তাঁদের শারীরিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন এবং কষ্টসাধ্য যাত্রা ছাড়াই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবেন। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হলো বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবাকে আরও সুবিধাজনক, সহজলভ্য এবং রোগী-বান্ধব করে তোলা- বিশেষ করে তাঁদের জন্য, যাদের পক্ষে শিয়ালদহের বি. আর. সিং সেন্ট্রাল হাসপাতালে যাওয়া কঠিন। এই উপলক্ষ্যে সোনারপুর স্বাস্থ্য ইউনিটে একটি মাল্টি-স্পেশালিটি স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরেরও আয়োজন করা হয়েছিল। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে রেলকর্মী ও সুবিধাভোগীদের চক্ষু, দন্তচিকিৎসা ও স্ত্রীরোগের মতো বিভিন্ন বিভাগের স্বাস্থ্য পরামর্শ এবং মেডিকেল স্ক্রিনিং বা স্বাস্থ্য পরীক্ষার সুবিধা প্রদান করা হয়। এই প্রসঙ্গে শিয়ালদহের ডিআরএম রাজীব সাক্সেনা বলেন যে, টেলিমেডিসিন পরিষেবার এই সম্প্রসারণ কর্মী ও সুবিধাভোগীদের দোরগোড়ায় উন্নত মানের স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ গ্রহণকে আরও সহজ ও সহজলভ্য করার ক্ষেত্রে শিয়ালদহ ডিভিশনের ধারাবাহিক প্রচেষ্টারই প্রতিফলন।

মেট্রো রেলে 'স্বচ্ছতা হি সেবা' অভিযান

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ কলকাতা মেট্রো রেলওয়ে তাদের বিভিন্ন স্থাপনা ও পরিসরে 'স্বচ্ছতা হি সেবা' অভিযান পরিচালনা করছে। এই অভিযানের অংশ হিসেবে মেট্রো স্টেশন, ট্রেন এবং রেলওয়ের অন্যান্য স্থাপনায় নিবিড়ভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্যানিটাইজেশন কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। এই অভিযানের অঙ্গ হিসেবে আজ, অর্থাৎ ১৭.০৯.২০২৬ তারিখে বিভিন্ন মেট্রো স্টেশন ও কারশেডে 'স্বচ্ছতা শপথ' গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া মেট্রো রেল ভবনেও মেট্রো রেলওয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মীরা স্বচ্ছতা বিষয়ক এই শপথ গ্রহণ করেন। এই শপথ গ্রহণের মাধ্যমে কর্মকর্তা ও কর্মীরা পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং একটি পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নিজেদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন। যাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেট্রো স্টেশনগুলিতে বিশেষ বার্তা প্রদর্শন করা হচ্ছে, যেখানে যাত্রীদের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে এবং যেখানে-সেখানে আবর্জনা না ফেলার আহ্বান জানানো হচ্ছে। মেট্রো রেলওয়ে সকল যাত্রীর কাছে 'স্বচ্ছতা হি সেবা' অভিযানে সক্রিয় সহযোগিতা এবং মেট্রো চত্বর পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যসম্মত রাখার ক্ষেত্রে অবদান রাখার অনুরোধ জানিয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আমার মক্কেল সুজন সাহা, পিতা- স্বপন সাহা, সাং- তারা, পোঃ- চন্ডিগঞ্জ, থানা- কুমারগঞ্জ, জেলা -দক্ষিণ দিনাজপুর এর নির্দেশানুক্রমে সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তপশীল সম্পত্তি পূর্বে তুতসী মোহন চৌধুরী, পিতা- কিশোরী মোহন চৌধুরী, সাং - বরমা হাইস্কিল কমপ্লেক্স, পোঃ ও থানা- উত্তরপাড়া, জেলা- হুগলী, কোলকাতা এ.আর.এ. প্রি অফিসে ইং ২০০৭ সালে ১২৪০ নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে জনৈক স্বপন কুমার সাহা, পিতা- মৃত কালাচাঁদ সাহা, সাং- তারা, পোঃ চন্ডিগঞ্জ, থানা - কুমারগঞ্জ, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর এর বরাবর বিক্রয়ের নিমিত্তে ক্ষমতা প্রদান করিলে উক্ত আমমোক্তারনামা বলে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া, তিনি আমার উপরোক্ত নামীয় মক্কেলে বরাবর গত ইংরাজীর ২০২৫ সালে ডি.এস.আর. দক্ষিণ দিনাজপুর, বালুরঘাট, অফিস রেজিস্ট্রিতে ৫১৭৪ ও ২০২৬ সালে ০৯২৩ নং খোসকবলা দলিল এবং পরবর্তীতে ২০২৬ সালে এ.ডি.এস.আর. কুমারগঞ্জ, দক্ষিণ দিনাজপুর, অফিসে রেজিস্ট্রিতে ২৯৪৬ ও ৩০৩২ নং খোসকবলা দলিল মূলে নিম্ন তপশীল সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। বর্তমানে আমার মক্কেল তাহার খরিদাসূত্রে নিম্ন তপশীল সম্পত্তি নিজ নামে রেকর্ড করিতে ইচ্ছুক। নিম্ন তপশীল সম্পত্তি বিষয়ে কাহারো কোন প্রকার গুরুত্ব আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ০৭ দিনের মধ্যে Kumarganj B.L.& L.R.O. Office এ যোগাযোগ করিবেন।

৫১৭৪ /২০২৫ নং খোসকবলা দলিল মূলে খরিদা তপশীল সম্পত্তির বিবরন
জেলা- দক্ষিন দিনাজপুর, থানা -কুমারগঞ্জ, মৌজা- তারা (০৫), খতিয়ান নং- ১৩২, দাগ নং- ০৯ ও ৩৩, পরিমান- ১১৮ শতক।

০৯২৩/২০২৬ নং খোসকবলা দলিল মূলে খরিদা তপশীল সম্পত্তির বিবরন
জেলা- দক্ষিন দিনাজপুর, থানা- কুমারগঞ্জ, মৌজা - এলেন্দারী (০১), খতিয়ান নং- ২৭৯, দাগ নং- ২১২২, ২১৩৯ ও ২১৪১, মোট পরিমান- ১১৯.৫ শতক।

২৯৪৬ /২০২৬ নং খোসকবলা দলিল মূলে খরিদা তপশীল সম্পত্তির বিবরন
জেলা- দক্ষিন দিনাজপুর, থানা- কুমারগঞ্জ, মৌজা -তারা (০৫), খতিয়ান নং- ১৩২, দাগ নং-৭০২, ৭৮৭, ৭৮৮, ৬ /১৬০১ ও ৭৮৭/১৮৯৪, পরিমান- ১১৫ শতক।

৩০৩২ / ২০২৬ নং খোসকবলা দলিল মূলে খরিদা তপশীল সম্পত্তির বিবরন
জেলা- দক্ষিন দিনাজপুর, থানা- কুমারগঞ্জ, মৌজা - এলেন্দারী (০১), খতিয়ান নং- ২৭৯, দাগ নং - ২১৪১, পরিমান- ১১৯ শতক।

সন্দীপ কুন্ডু
আইনজীবি
বালুরঘাট আদালত, দক্ষিণ দিনাজপুর

১৪ লিটার চোলাই মদসহ ধৃত ২

শেফালী মাহাতো, পুরুলিয়া, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে জেলাজুড়ে অবৈধ মদের বিরুদ্ধে সাঁড়াশি অভিযান চালাল আবগারি দপ্তর। মানবাজার ও বরাবাজার- এই দুই সার্কেলের পৃথক অভিযানে মোট ১৪ লিটার অবৈধ চোলাই মদ উদ্ধার হওয়ার পাশাপাশি দুই কারবারিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আবগারি দপ্তর সূত্রে খবর, মানবাজার- পুরুলিয়া প্রধান সড়কের ওপর অভিযান চালিয়ে বলরাম বাউরি নামে এক ব্যক্তিকে হাতেনাতে ধরা হয়। তাঁর কাছ থেকে ৬ লিটার অবৈধ চোলাই মদ উদ্ধার করে মানবাজার সার্কেলের আধিকারিকেরা। অন্যদিকে, বরাবাজার সার্কেলের আবগারি দল ঝরিয়া ও বদলডি রাস্তার ওপর অভিযান চালিয়ে মোহন চন্দ্র টুডু নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার হয় ৮ লিটার চোলাই মদ। ধৃত বলরাম বাউরি ও মোহন চন্দ্র টুডু- উভয়কেই আবগারি আধিকারিকেরা পুরুলিয়া জেলা আদালতে পেশ করেছেন। এলাকায় অবৈধ মদের কারবার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে এই ধরনের অভিযান টানা চালানো হবে বলে আবগারি দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে।

কাউন্টডাউন শুরু, মঙ্গলকোটের বনকাপাশি গ্রামের শোলা শিল্পীদের কর্মব্যস্ততা তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মঙ্গলকোট, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ আর হাতে গোনা কয়েকটা দিন। তারপরই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো। পুজোর আগে যেখানে সাধারণত সেজে ওঠে মণ্ডপ, প্রতিমা আর নানা সাজসজ্জার বাজার, সেখানে পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোটের বনকাপাশি গ্রামের শোলা শিল্পীদের কর্মব্যস্ততাও থাকে তুঙ্গে। শোলা দিয়ে দেবদেবীর সাজ, অলংকার-সহ নানা সামগ্রী তৈরিতে ব্যস্ত থাকেন গ্রামের শিল্পীরা। তাঁদের তৈরি শোলার সাজ পাড়ি দেয় রাজ্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। তবে এ বছর সেই চেনা ব্যস্ততার ছবিতে যেন কিছুটা ছন্দপতন। শিল্পীদের দাবি, অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছর দুর্গাপুজোর অর্ডার অনেকটাই কম। বড় বড় বাড়ির পুজোর অর্ডারও এখনও সেভাবে মেলেনি। যে কয়েকটি অর্ডার এসেছে, সেগুলির বাজেটও তুলনামূলকভাবে কম। ফলে দুর্গাপুজোর আগে যে সময়টায় দিন-রাত এক করে কাজ করার কথা, এ বছর সেই চাপ নেই। ঢিমেতালে চলছে কাজ। এক শিল্পীর কথায়, এ বছর এখনও পর্যন্ত প্রায় ১৫ থেকে ১৭ লক্ষ টাকার অর্ডার এসেছে। অন্যান্য বছরের তুলনায় যা যথেষ্ট কম। এক শিল্পী বলেন, অর্ডার অনেক কম এসেছে, তবে সেই নিয়েই চলছি। আগের মতো ব্যস্ততা না থাকলেও কাজ চলছে। তবে অর্ডার কম হলেও বনকাপাশি গ্রামের তৈরি শোলার সাজের চাহিদা রয়েছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। শিল্পীদের তৈরি সামগ্রী যাচ্ছে বেঙ্গালুরু, কোচবিহার, বহরমপুর, মালদা, উত্তর দিনাজপুর, কলকাতা, অসম-সহ বিভিন্ন জায়গায়। শোলা দিয়ে তৈরি হচ্ছে মা দুর্গার বিভিন্ন অলংকার ও সাজ। এক শিল্পী বলেন, এখন আমরা সাজ তৈরি করতেই ব্যস্ত। আমাদের তৈরি সাজে দুর্গা প্রতিমা সেজে উঠবে এটা খুবই আনন্দের বিষয়। রাত দিন জেগে আমরা কাজ করছি, আমাদের

বেশ ভাল লাগছে। শিল্পীদের কথায়, দুর্গাপুজো তাঁদের কাছে বছরের অন্যতম বড় ভরসার সময়। কিন্তু এবার সেই বড় পুজোর অর্ডার কমে যাওয়ায় অনেকটাই মন খারাপ। তবে কাজের আশা এখনও ছাড়ছেন না তাঁরা। দুর্গাপুজোর পর কালীপুজো, তারপর জগদ্ধাত্রীপুজোর অর্ডারের দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন বনকাপাশি গ্রামের শোলা শিল্পীরা। কারণ উৎসবের মরশুমের পরবর্তী পর্বে যদি নতুন করে অর্ডার আসে, তাহলে কিছুটা হলেও ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন তাঁরা।

নন্দীগ্রাম বিধানসভা উপনির্বাচনের আগে বর্গভীমা মন্দিরে পুজো দিলেন হাসিরানী রথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, নন্দীগ্রাম, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ বর্গভীমা মন্দিরে হাসিরানী রথ। উপনির্বাচনের আগে দেবীর আশীর্বাদ নিলেন বিজেপি প্রার্থী নন্দীগ্রাম বিধানসভা উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে তুঙ্গে উঠেছে পূর্ব মেদিনীপুরের রাজনৈতিক পারদ। ভোটের প্রচার অভিযান আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করার আগে ঐতিহাসিক ও অত্যন্ত পবিত্র ৫১ পীঠের অন্যতম তমলুকের মা বর্গভীমা মন্দিরে পুজো দিলেন নন্দীগ্রামের বিজেপি প্রার্থী হাসিরানী রথ। রাজনৈতিক লড়াইয়ের কঠিন ময়দানে নামার আগে ঈশ্বর ভক্তি ও সনাতনী ঐতিহ্যকে সম্বল করেই নিজের প্রচারসূচির সূচনা করলেন তিনি। কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে তমলুকের বর্গভীমা মন্দির প্রাঙ্গণে পৌঁছান হাসিরানী রথ। হাতে পুজোর থালা ও মাথায় ঐতিহ্যবাহী উত্তরীয় পরে তিনি মঃিদরের গর্ভগৃহ প্রবেশ করেন। দেবী বর্গভীমার চরণে পুজো দিয়ে পদ্মফুল ও মিষ্টি নিবেদন করেন তিনি। প্রথা মেনে মায়ের দর্শন করেন এবং মন্দিরের সেবাইতদের থেকে আশীর্বাদ গ্রহণ করেন বিজেপি প্রার্থী। তিনি জানান, নন্দীগ্রামের মানুষের সেবা করার জন্য শক্তির দেবী বর্গভীমার কাছ

থেকে শক্তি ও সংকল্প চেয়েছেন। নন্দীগ্রামের মা- বোনেদের উন্নয়ন, যুব সমাজের কর্মসংস্থান এবং এলাকার সার্বিক উন্নয়নের কথা মাকে জানিয়ে এসেছেন। তিনি আরও জানান, নন্দীগ্রাম বিধানসভা এলাকার মানুষ বিজেপি তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গেই রয়েছেন এবং মা বর্গভীমার আশীর্বাদে এই উপনির্বাচনে বিজেপি বিপুল জয় হাসিল করবে। পুজো দেওয়ার পরই তিনি নন্দীগ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হন। জানা যায় এদের নন্দীগ্রামে একাধিক কর্মসূচি রয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, পূর্ব মেদিনীপুরের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ভাবাবেগের সঙ্গে তমলুকের বর্গভীমা মন্দিরের এক বিশেষ যোগাযোগ রয়েছে। প্রচারের প্রাক্কালে মা বর্গভীমার আশীর্বাদ নেওয়ার মাধ্যমে হাসিরানী রথ ভোটব্যাঙ্ক ও ঐতিহ্যকামী মানুষদের কাছে এক সুস্পষ্ট বার্তা পৌঁছে দিতে চাইলেন। প্রসঙ্গত নন্দীগ্রাম বিধানসভার উপনির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার আগে নন্দীগ্রামে জানকীনাথ মন্দিরে পুজো দিয়েছিলেন। এবার তমলুকের বর্গভীমা মন্দিরে পুজো দিলেন হাসিরানী রথ।

মালিগাঁওএ স্টীল ব্রিজের পেইন্টিং

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ডিসিবিএল/১০/২০২৬/ এমএলজি তারিখঃ ১২-০৯-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেণ্ডার সংখ্যা. ডিসিবিএল১৪২০২৬ এমএলজি। কাজের নামঃ এসএসই/বিতার/লামডিং অধিক্ষেত্রের অধীনে আনুমানিক ৮৫৫৫৪ বর্গকিলোমিটার পৃষ্ঠভাগের এলাকায় থাকা বিভিন্ন খণ্ডে ৩৪ টি স্টীল ব্রীজের ফ্লোর পেইন্টিং এবং ১৩ টির পেইন্টিং সহিত ৩১ টি ব্রিজের ল্যুব্রিকেশন। আনুমানিক টেণ্ডার রাশিঃ ১,৬০,২১,২৪৫.৮৩/- টাকা। ডাক সুরক্ষা জমাঃ ৩,২০,৪০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৫-১০-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.০৫ ঘন্টায় উপ মুখ্য অভিযন্তা/ব্রীজ-লাইন/মালিগাঁও কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিওয়াই.সিই/ব্রীজ-লাইন/মালিগাওঁ
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

s-N.I.T. No.- WBIW/EE/ MEDM/s-N.I.T.-10/2026-27

On behalf of the Governor of W.B. the Executive Engineer, Mechanical & Electrical Division, Midnapore invites offline tender for One (01) no. Mechanical Work (Emergent Restoration Work). Last date of application for tender is **21.09.2026 UP TO 05:00 PM**. Detailed information is available from the office of the undersigned and departmental website **www.wbiwd.gov.in.**

Sd/- A.K. Ghosh.
Executive Engineer
Mechanical & Electrical Division, Midnapore
Khasjungle, P.O-Abas, District- Paschim Medinipur.

কাটিহার মণ্ডলে পার্সেল কার্যালয়ের উন্নয়ন

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ ইএনজিজি/ ৪৬ অফ ২০২৬ তারিখঃ ১৪-০৯-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেণ্ডার সংখ্যা. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ কাটিহার মণ্ডলের যোগবানী পার্চেল কার্যালয়ের উন্নয়ন। টেণ্ডার রাশিঃ ১,০৩,৩০,৯০৩.৮৭/- টাকা। ডাক সুরক্ষা জমাঃ ২,০৬,৬০০/- টাকা। টেণ্ডার সংখ্যা. ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ কাটিহার মণ্ডলের ফরবেসগঞ্জ পার্চেল কার্যালয়ের উন্নয়ন। টেণ্ডার রাশিঃ ১,০২,০৭,৫১১.৫০/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,০৪,২০০/- টাকা। টেণ্ডার সংখ্যা. ৩। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ কাটিহার মণ্ডলের রায়গঞ্জ পার্চেল কার্যালয়ের উন্নয়ন। টেণ্ডার রাশিঃ ১,০৫,২৯,৩২৩.০৪/- টাকা। ডাক সুরক্ষা জমাঃ ২,১০,৬০০/- টাকা। টেণ্ডার সংখ্যা. ৪। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ কাটিহার মণ্ডলের পূর্ণিয়া পার্চেল কার্যালয়ের উন্নয়ন। টেণ্ডার রাশিঃ ১,০৫,২৯,৭১৩.৮৬/- টাকা। ডাক সুরক্ষা জমাঃ ২,১০,৬০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৩-১০-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ১৩-১০-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পুলিশের জালে চিটফান্ডের এজেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, তমলুক, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ কয়েকশো কোটি টাকার প্রতারণা! পুলিশের জালে প্রতারক। হাওড়া থেকে ওই প্রতারককে গ্রেফতার করল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার জেলা পুলিশ। মাসে ৮ শতাংশ হারে সুদ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি। সেই টোপে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা তোলার অভিযোগ। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা জুড়ে কয়েকশো কোটি টাকার আর্থিক প্রতারণার চক্রের হদিস মিলেছে বলে দাবি পুলিশের। এই ঘটনায় হাওড়ার রাজাপুর থেকে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাঁর অধীনে আরও ২৭ জন এজেন্ট কাজ করতেন বলে তদন্তকারীদের দাবি। প্রাথমিক ভাবে ওই সংস্থার মাধ্যমে জেলা জুড়ে প্রায় ২০০ কোটিরও বেশি টাকা তোলা হয়ে থাকতে পারে বলে পুলিশের অনুমান। জানা গেছে, মেচেদায় একটি চিটফান্ড সংস্থার অফিস ছিল। তমলুক থানার বড়বড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা শেখ আসলাম আলি ওই সংস্থার এজেন্ট হিসাবে কাজ করতেন বলে অভিযোগ। তমলুক থানার বিশ্বাস এলাকার বাসিন্দা সাহাজান পাখিরার অভিযোগ, ২০২৪ সালের ৩০ এপ্রিল থেকে ২০২৫ সালের ৬ জুনের মধ্যে দু'দফায় তিনি আসলামকে মোট ৩০ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন। প্রতি মাসে ৮ শতাংশ হারে লভ্যাংশ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল বলে তাঁর দাবি। অভিযোগ, দীর্ঘ সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর ২০২৬ সালের ১৯ জুলাই মাত্র দেড় লক্ষ টাকা লভ্যাংশ হিসাবে দেওয়া হয়। গত ৩১ অগস্ট এ নিয়ে তমলুক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন সাহাজান। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তদন্তে নেমে হাওড়ার রাজাপুর থেকে শেখ আসলাম আলিকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশের দাবি, বেশ কিছু দিন ধরেই বাড়ি ছেড়ে রাজাপুরে ভাড়া বাড়িতে আত্মগোপন করেছিলেন তিনি। গ্রেফতার হওয়া তমলুক আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পাচ্ছে স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি, তোড়জোড় শুরু জেলা পরিষদে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তমলুক, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ গ্রাম থেকে মফস্বল ও ছোট শহরের গলি থেকেই এবার উঠে আসবে আন্তর্জাতিক মানের

ক্রীড়াবিদ। শিক্ষা-দীক্ষার পাশাপাশি এবার খেলাধূলাতেও রাজ্যের অন্যান্য জেলাকে টেক্কা দিতে চলেছে পূর্ব মেদিনীপুর। জেলার ক্রীড়া পরিকাঠামোকে এক ধাক্কায় বহু ধাপ এগিয়ে নিতে স্পোর্টস বিশ্ববিদ্যালয় বা ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার তোড়জোড় শুরু করেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদ। এই মেগা প্রকল্পের মাধ্যমে জেলা ও রাজ্যের ক্রীড়া মানচিত্রে এক ঐতিহাসিক বিপ্লব ঘটতে চলেছে। সাধারণত রাস্তাঘাট, নদী-নালা সংস্কার কিংবা পানীয় জলের পরিকাঠামো উন্নয়নের মধ্যেই জেলা পরিষদের কাজ সীমাবদ্ধ থাকে। তবে রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদ সেই গতানুগতিক গণ্ডি থেকে বেরিয়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিকাশে বিশেষ উদ্যোগী হয়েছে। সম্প্রতি ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল ও খো খো-সহ বিভিন্ন খেলায় লুকানো প্রতিভা তুলে আনতে জেলার ১৫০টিরও বেশি ক্লাব ও ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আয়োজন করা হয়। উক্ত বৈঠকেই জেলা পরিষদের সভাধিপতি ঘোষণা করেন যে, শুভেন্দু অধিকারীর তত্ত্বাবধানে জেলায় এই নতুন স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি গড়ে তোলা হবে। জেলা পরিষদের ংপরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রায় ২৫০ একর বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে সমস্ত অত্যাধুনিক পরিকাঠামো সম্বলিত এই বিশ্ববিদ্যালয়টি তৈরি করা হবে। পাশাপাশি জেলার প্রতিটি বিধানসভা এলাকায় খেলাধূলার চর্চা বাড়াতে প্রায় ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি করে মিনি অডিটোরিয়াম কাম স্টেডিয়াম তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে জেলা পরিষদের সভাধিপতি বামদেব গুছাইত জানান, এতদিন জেলার ক্লাবগুলি সম্পূর্ণ নিজেদের উদ্যোগে ও সীমিত সামর্থ্যে খেলাধুলার চর্চা চালিয়ে এসেছে। সরকারি সহযোগিতা ও অনুদান পেলে তাদের এই কাজ অনেক বেশি সুসংগঠিত হবে। মূলতঃ জেলার উদীয়মান খেলোয়াড়দের সুপ্ত প্রতিভার সঠিক বিকাশ ঘটানো এবং তাঁদের সঠিক প্রশিক্ষণ দিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নানা প্রান্তে ইতিমধ্যেই বহু প্রতিভাবান শিক্ষানবিস খেলোয়াড় রয়েছে, যাঁদের মধ্যে অনেকেই দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়েছেন। তাই জেলার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সমস্ত ক্রীড়া ক্লাব ও সংস্থাকে এবার একটি নির্দিষ্ট ছাতার তলায় নিয়ে আসতে চাইছে জেলা পরিষদ। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলে এই জেলার ছেলেমেয়েরা যে ক্রীড়াজগতেও নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারবে, তা নিয়ে আশাবাদী ক্রীড়া বিশেষজ্ঞরা। শিক্ষা ও মেধার বিচারে পূর্ব মেদিনীপুর বরাবরই রাজ্যে অন্যতম শীর্ষস্থানে অবস্থান করে। প্রতিবছর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের মেধা তালিকায় এই জেলার ছাত্র-ছাত্রীদের দাপট থাকে চোখে পড়ার মতো। এবার শুধু শিক্ষায় নয়, ক্রীড়াক্ষেত্রেও নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চলেছে এই জেলা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের এই সময়োপযোগী উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে গ্রামীণ ভারতের ক্রীড়া ইতিহাসে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

পুরুলিয়ায় জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে উদ্‌যাপিত 'সেবার ২৫ বছর'

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিবসে এক অনন্য ও বর্ণাঢ্য কর্মসূচির সাক্ষী থাকল পুরুলিয়া। পুরুলিয়া জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শহরের ইনডোর স্টেডিয়ামে 'সেবার ২৫ বছর' উপলক্ষ্যে ১ লক্ষ প্রদীপের নিখুঁত বিন্যাসে ফুটিয়ে তোলা হলো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এক বিশালাকার প্রতিকৃতি। 'আশীর্বাদের প্রদীপ' নামাঙ্কিত এই শিল্পকর্মে দেখা যাচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী হাত তুলে সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। প্রদীপ ও নানাবিধ রঙের শৈল্পিক ব্যবহারে তৈরি এই বিশাল চিত্রপটটি ফুটিয়ে তুলতে ঝাড়খণ্ড থেকে আগত ১১ জন শিল্পী টানা দু'দিন ধরে কাজ করেছেন। প্রধান শিল্পী সুজয় কুমার জানান, পুরুলিয়ার সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোর আমন্ত্রণে তাঁরা এখানে এসেছেন। এর আগে দিল্লিতে নরেন্দ্র

মোদীর চিত্রপট এবং প্রদীপের সাহায্যে রামমন্দিরের রূপায়ণ করে প্রশংসিত হয়েছিলেন এই শিল্পী দলটি। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বিশেষ একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে, যেখানে জেলা প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকদের পাশাপাশি স্থানীয় বিজেপি সাংসদ ও বিধায়করা উপস্থিত থাকবেন। প্রদীপের আলোয় তৈরি এই দৃষ্টিনন্দন শিল্পকর্মটি দেখতে ইতিমধ্যে পুরুলিয়াবাসীর মধ্যে বিপুল উৎসাহ তৈরি হয়েছে। আজ বিকেলের পর থেকে সাধারণ দর্শনার্থীদের প্রদর্শনের জন্য স্টেডিয়ামের দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে।

পার্কিং লটের শিলান্যাস করলেন পর্যটনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ শহরের দীর্ঘদিনের পার্কিং সমস্যার সমাধানে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম সংলগ্ন মেলার মাঠে স্থায়ী পার্কিং লট নির্মাণ কাজের শিলান্যাস করলেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ। বৃহস্পতিবার প্রদীপ প্রজ্বলন ও নারকেল ফাটিয়ে এই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরসভার কমিশনার বীর বিক্রম রায়, ডিসিপি ট্রাফিক কাজী শামসুদ্দিন আহমেদ, এসিপি ট্রাফিক সুবীর দত্ত-সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ১.৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে এই আধুনিক পার্কিং লটটি তৈরি করা হবে। বিধান মার্কেট ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় দীর্ঘদিনের যানজট এবং পার্কিং সমস্যার সমাধান করাই এর মূল উদ্দেশ্য। এই অনুষ্ঠানে পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ জানান, পুজোর আগেই পার্কিং ব্যবস্থার একটি বড় অংশ চালু করার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। আগামী ১৫ অক্টোবরের মধ্যে পুরো প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। এরপর মেলা মাঠের প্রধান ব্যবহার হবে পার্কিং পরিকাঠামো হিসেবে। মন্ত্রী শহরের বিভিন্ন মেলার জন্য পৃথক স্থান নির্ধারণের ইঙ্গিতও দেন। পুজোর পর শহরের ঠিক মাঝখানে মেলা আয়োজনের পরিবর্তে পর্যাপ্ত পার্কিং সুবিধাযুক্ত স্থানগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। ভবিষ্যতে এই ধরনের আয়োজনের জন্য 'বিশ্ব বাংলা শিল্পী হাট'-এর ব্যবহার নিয়েও ভাবনাচিন্তা চলছে।

১২ বছরেও বঞ্চিত জঙ্গলমহল, অধরাই 'আচ্ছে দিন'

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, গড়বেতা, চন্দ্রকোনা রোড, শালবনী সহ দক্ষিণবঙ্গের এই বিস্তীর্ণ এলাকা আজ রেল মন্ত্রকের উদাসীনতার বিরুদ্ধে উত্তপ্ত। এক যুগেরও বেশি সময় কেন্দ্রে বিজেপি সরকার আসীন থাকলেও আদ্রা-মেদিনীপুর শাখায় মেলেনি একটিও নতুন লোকাল ট্রেন। উল্টে সাধারণ প্যাসেঞ্জার ট্রেনে 'এক্সপ্রেস' তকমা সেঁটে সাধারণ যাত্রীদের পকেট কাটছে রেল। চরম সময় বিভ্রাট ও পরিষেবার ঘাটতি সত্ত্বেও এই বাড়তি ভাড়া আদায় ঘিরে জনরোষ তুঙ্গে। পাঁচটি লোকসভা কেন্দ্রের প্রায় এক কোটি মানুষের একমাত্র ভরসা এই শাখা। চিকিৎসা, শিক্ষা ও রুটি-রুজির তাগিদে হাজার হাজার মানুষকে প্রতিদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাদুড়ঝোলা হয়ে সফর করতে হচ্ছে। তাই যাত্রীদের পরিষ্কার দাবি-অন্যায় 'এক্সপ্রেস' ভাড়া রদ করে আদ্রা-মেদিনীপুর শাখায় অবিলম্বে প্রতি এক ঘণ্টা অন্তর লোকাল ট্রেন চালু করতে হবে। রেল বোর্ড এই দাবি না মানলে, ১২ বছরের বঞ্চনার যোগ্য জবাব ২০২৯-এর লোকসভা নির্বাচনেই দেবে জঙ্গলমহল।

NORTH DUM DUM MUNICIPALITY
163, M.B.ROAD, BIRATI, KOLKATA - 700051
PHONE: (033) 2514-2101/2514-2494, FAX - (033) 2514-2990
Website: http://www.northdumdummunicipality.org
E-mail ID: northdumdum@gmail.com

Notice inviting e-Quotation

Please visit Municipal Website (http://www.northdumdummunicipality.org) and e-Tender site (www.wbtenders.gov.in) for apply to the e- Quotation floted for Electrical materials under NDDM, vide Memo No. NDDM/ELEC/4349; Dated on 17.09.2026 & e- NIQ no: **WBMAD/NDDM/ELEC/NIQ-302/26-27; Dated on 17.09.2026.**

Sd/- Executive Officer
North Dum Dum Municipality
Date: 17.09.2026

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General (S&D), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the followintg work:

NIT No. : KMC/(S_D)/S-I/XVI/26-27/02 (1st Call)

Name of the Work: **Restoration of sewer trench by laying hot mix at Diamond Park, Satyen Park, Satyajit Park, Pragati Pally and Balaka under Br.- XVI**; Estimated Amount(including GST & CESS) : **Rs. 4,57,045.43**; Earnest Money: -**Rs. 9,200.00**. Period of Completion: **45 days**; Bid submission start date and time (online): **17.09.2026 at 2 p.m.**; Last date and time of submission of bid (online) : **24.09.2026 at 2 p.m.;** Date and time of opening of technical bid **: 26.09.2026 at 2 p.m.**; Work outside tender: **Rs. 30,14,816.50 (Cost of Hot Mix) at free of cost from KMC plant**; The bid forms and other details are available on and from **17.09.2026 at 2 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Dy. C.E. (Mech.)/S&D, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the followintg work:

NIT No. : KMC/PBPS/AD/M-20/2026-2027

Name of the Work: **Urgent renovation of by-pass delivery side sluice valve, M.S. supporting structure and replacement of M.S. standing platform included other allied works at Sirity DPS Stn. under PBPS (Drg.)/S&D**; Estimated Amount: **Rs. 2,51,796.00**; Earnest Money: **Rs. 5,100.00**. Period of Completion: **15 days**; Last date and time of submission of bid (online) : **03.10.2026 up to 3 p.m.;** The bid forms and other details are available on and from **23.09.2026 - 10 a.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Civil)/ Br.- III, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE-III/34/15/26-27 (1st Call)

Name of the Work: **Repairing of paver block footpath from 18 A to 9 Dr. S. C. Banerjee Road in Ward No. 34 disturbed and undulated due to natural wear and tear**; Estimated Amount(including GST & CESS): **Rs. 2,38,370.00**; Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **45 days**;

(2) NIT No. : KMC/EE-III/34/13/26-27 (1st Call)

Name of the Work: **Repairing of paver block footpath from 49 to 18B, Dr. S. C. Banerjee Road in Ward No. 34 disturbed and undulated due to natural wear and tear**; Estimated Amount(including GST & CESS): **Rs. 2,97,790.00**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **45 days**; Last date and time of submission of bid (online) : **25.09.2026 up to 12 noon[For Sl. No. 1 & 2]**; Date and time of opening of bid : **28.09.2026 after 12 noon [For Sl. No. 1 & 2];** The bid forms and other details are available on and from **17.09.2026 - 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 & 2].**

The **Executive Engineer (Civil)/ Br.- XIV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/XIV/129/006/26-27/R (1st Call)

Name of the Work: **Maintenance of damaged portions and cuttings at different concrete passage in the bye lanes of R. K. Sarani, M. B. Road, J. J. Road, P. D. P. Road etc. in Ward No. 129**; Estimated Amount: **Rs. 2,97,689.86**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **30 days**;

(2) NIT No. : KMC/XIV/128/004/26-27/R (1st Call)

Name of the Work: **Maintenance of damaged portions and cuttings at different concrete passage in the bye lanes of Gule Para Road, S. S. Pally, Ho-Chi-Minh Nagar (16 ft), Dr. A. K. Paul Road etc. in Ward No. 128**; Estimated Amount: **Rs. 2,94,753.50**; Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **90 days**; Last date and time of submission of bid (online) : **26.09.2026 up to 4 p.m.[For Sl. No. 1 & 2]**; Tender will be opened on: **28.09.2026 - 4 p.m. [For Sl. No. 1 & 2];** The bid forms and other details are available on and from **18.09.2026 from 4 p.m.** from the website **https:// wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 & 2].**

513/26-27

অফবিট

আপনার ১০০ শব্দের একটা লেখার জন্য শেষ হচ্ছে লিটার লিটার জল!

নিঃশব্দে পৃথিবীর জলভাণ্ডার শুষে নিচ্ছে এআই

জি. দাস

এই যে দিন রাত যা ইচ্ছে হচ্ছে টুক করে চ্যাটজিপিটিতে জিজ্ঞাসা করে নিচ্ছি। মন খারাপ, কথা বলার লোক নেই, চ্যাট জিপিটির সঙ্গে বক বক করছি বা কাজের যেকোনও প্রয়োজন থেকে স্বাস্থ্যের খুঁটিনাটি ভরসা সেই এআই। জানেন এই ছোট ছোট তথ্য আপনার স্ক্রিন পর্যন্ত পৌঁছতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ঠিক কতটা পরিমাণ জল প্রয়োজন হয়? তথ্য বলছে, ১০০ শব্দের একটি ইমেল লিখতে দিলে খরচ হয় ঠিক ৫১৯ মিলিলিটার জল। অর্থাৎ প্রায় এক বোতলের সমান! ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক পেংফেই লি ও শাওলেই রেন-এর ২০২৫ সালের এক গবেষণাপত্র এই চমকপ্রদ তথ্য সামনে এনেছে। গবেষণায় দেখা গেছে, এআই ডেটা সেন্টারের সার্ভারগুলোকে ঠান্ডা রাখতে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনে মূলত এই বিপুল পরিমাণ জল খরচ হয়। আধুনিক এআই চিপ অসম্ভব তাপ উৎপন্ন করে। এদের ঠান্ডা রাখার প্রধান উপায় 'ইভাপোরেটিভ কুলিং'। জল পাম্প করে সার্ভারের তাপ শুষে নেওয়া হয়। যার ৮০ শতাংশই বাষ্প হয়ে চিরতরে হারিয়ে যায়। ২০২৩ সালের মার্কিন এনার্জি ডেস্কে জমা পড়া রিপোর্ট বলছে, কুলিংয়ের জন্য সরাসরি ১৭.৪ বিলিয়ন গ্যালন এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনে পরোক্ষভাবে আরও ২১১ বিলিয়ন গ্যালন জল শোষণ

করেছে এই ডেটা সেন্টারগুলো। ২০২৭ সালের মধ্যে এই পরিকাঠামো ৪.২ থেকে ৬.৬ বিলিয়ন কিউবিক মিটার জল শুষে নেবে। পরিমাণটা গোটা যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জল খরচের ঠিক অর্ধেক। এই পুরোটাই কিন্তু মিষ্টি জল, নোনা জল নয়। গুগল-এর ২০২৪ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, তাদের বার্ষিক জল খরচ প্রায় ৮.১ বিলিয়ন গ্যালন। যার ৯৫ শতাংশই যায় ডেটা সেন্টারে। মাত্র তিন বছরে এই খরচ প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। মাইক্রোসফটের গ্রাফও ঊর্ধ্বমুখী। ২০২২ সালের জুলাইয়ে আইওয়া-তে শুধুমাত্র জিপিটি-৪ ট্রেইনিংয়ের জন্যই তারা ১১.৫ মিলিয়ন গ্যালন জল খরচ করেছে। ২০২৩ সালে মেটা খেয়েছে ৮১৩ মিলিয়ন গ্যালন জল। আমাজন আবার নিজেদের সামগ্রিক জল খরচের হিসেব প্রকাশ্যে আনতেই চায়নি। গোটা বিষয়টির মধ্যে সবচেয়ে ভয়ের কথা, এই জলের বড় অংশই তোলা হচ্ছে খরাপ্রবণ এলাকা থেকে। মাইক্রোসফটের ৪২ শতাংশ এবং গুগলের ১৫ শতাংশ জল আসে চরম জলসঙ্কটে ভোগা অঞ্চল থেকে। চিলিতে টানা ১৫ বছরের খরায় ভূগর্ভস্থ জলের স্তর তলানিতে। জলের অভাবে রীতিমতো রেশনিং চলছে সেখানে। এর মাঝেই গুগল সেখানে ২০০ মিলিয়ন ডলারের ডেটা সেন্টার বানাচ্ছিল, যা আদালতের কড়া নির্দেশে আপাতত স্থগিত। মেক্সিকোর কোয়েরেতারোয় এক শতকের সবচেয়ে ভয়াবহ খরা চলছে। সেখানেই মাইক্রোসফট বার্ষিক ২৫ মিলিয়ন লিটার জল তোলার চুক্তি করেছে। অ্যারিজোনাতেও জনরোষের মুখে বাতিল হয়েছে ১৪ বিলিয়ন ডলারের ডেটা সেন্টারের কাজ। প্রকৃত ছবিটা আরও ভয়ংকর। সংস্থাগুলো নিজেদের রিপোর্টে শুধুমাত্র সরাসরি ব্যবহৃত জলের হিসেব দেয়। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত পরোক্ষ জলের হিসেব বেমালুম চেপে যায়। গবেষকদের দাবি, পরোক্ষ জল খরচের পরিমাণ প্রত্যক্ষ খরচের প্রায় ১২ গুণ বেশি। এছাড়া নির্দিষ্ট এলাকার ভূগর্ভস্থ জলের কী হাল, সেই তথ্যও গোপন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কিছু ইনফ্লুয়েন্সর এই সব তথ্য সামনে এনেছেন গবেষণার রিপোর্টটির পাশাপাশি। একটি ডেটা সেন্টারের কাছেই বাড়ি এক মহিলা একটি সোশ্যাল মিডিয়া ভিডিও-তে দেখাচ্ছিলেন, কীভাবে তাঁর বাড়ির আশপাশে কোথাও কোনও জল নেই। রোজ স্নানের জলটাও কিনতে হচ্ছে। ফলে একটু ভেবে দেখলে বোঝা যাবে, এআই হয়তো কাজ অনেক সহজ করছে, এর হাত ধরে আগামী দিনে কৃষিকাজ উন্নত হবে বা আবহাওয়ার পূর্বাভাস পাওয়া যাবে নিখুঁত ও সহজে। কিন্তু তার আগে যেভাবে নিঃশব্দে পৃথিবীর অমূল্য জলভাণ্ডার শূন্য হয়ে যাচ্ছে, তা গোটা মানবসভ্যতার জন্য এ এক ভয়ংকর অশনিসংকেত।

উধমপুরে রাতভর গুলির লড়াই, খতম দুই লস্কর জঙ্গি! মিলল অস্ত্র-গুলি

সংবাদ সংস্থা, শ্রীনগর, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ জম্মু-কাশ্মীরের উধমপুরে রাতভর গুলির লড়াই। নিরাপত্তাবাহিনীর অভিযানে খতম দুই জঙ্গি। বুধবার রাতে সোহন এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়। নিহতদের পরিচয় এখনও নিশ্চিত করা হয়নি। প্রাথমিক ভাবে তাদের পাকিস্তানি নাগরিক এবং জইশ-ই-মহম্মদ-এর সঙ্গে যুক্ত বলে মনে করা হচ্ছে। সোহন এলাকায় কয়েক জন সন্দেহভাজনের গতিবিধি নজরে আসার পর অভিযান শুরু করে নিরাপত্তাবাহিনী। এলাকায় ঘিরে তল্লাশি শুরু করা হয় বুধবার। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাহিনীর সঙ্গে জঙ্গিদের গুলির লড়াই শুরু হয়। বেশ কিছুক্ষণ দু'পক্ষের মধ্যে গুলিবিনিময় চলে। বৃহস্পতিবার ভোরে অভিযানের পর ঘটনাস্থল থেকে দুই জঙ্গির দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নিরাপত্তাবাহিনীর দাবি, নিহত দু'জনই বিদেশি নাগরিক বলে মনে করা হচ্ছে। তাদের কাছ থেকে

বেশ কিছু অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার হয়েছে। নিহতদের প্রকৃত পরিচয় এবং তারা কোন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযানে যৌথভাবে অংশ নেয় রাষ্ট্রীয় রাইফেলস, প্যারা স্পেশাল ফোর্সেস এবং জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ। জঙ্গিদের আরও কোনও সহযোগী এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে কি না, তা খুঁজে দেখা হচ্ছে। উধমপুরের এই সংঘর্ষের আগে চলতি মাসের ৫ তারিখ বদগামেও নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে জঙ্গিদের সংঘর্ষ হয়েছিল। সেখানে পাকিস্তানের বাসিন্দা বলে চিহ্নিত লস্কর-ই-তইবার এক কমান্ডার নিহত হয়। নাম ছিল ইয়াসির। তদন্তকারী সূত্রের দাবি, ইয়াসির লস্কর-ই-তইবার সুলেমান মুসা গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিল। প্রায় এক বছর আগে ওই গোষ্ঠী থেকে আলাদা হয়ে সে নিজের মতো করে কাজ শুরু করে। বদগামের ইউসমার্গ এলাকায় বেশ কিছুদিন ধরেই তার গতিবিধির উপর নজর রাখছিল নিরাপত্তা সংস্থাগুলি। এদিকে, আপাতত জঙ্গিদের পরিচয়, তাদের অনুপ্রবেশের পথ এবং এলাকায় তাঁদের উপস্থিতির উদ্দেশ্য খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী সংস্থাগুলি। নিরাপত্তার স্বার্থে এলাকায় তল্লাশি ও নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে।

সব নথি জমা দিয়েছি

...১ পাতার পর

মূলত দুই শিবিরের তোলা পাল্টা দাবির সত্যতা ও সাংবিধানিক ভিত্তি যাচাই করতেই এই শুনানির আয়োজন করা হয়েছে। কে প্রকৃত 'তৃণমূল কংগ্রেস' এবং কোন গোষ্ঠীর হাতে আইনত জোড়াফুল প্রতীকের অধিকার থাকা উচিত, এই শুনানির মাধ্যমে সেই ঐতিহাসিক প্রশ্নের নিষ্পত্তির পথেই হাঁটছে কমিশন। তবে মনে করা হচ্ছে, আপাতত জোড়াফুল প্রতীকটাই ফ্রিজ করে দিতে পারে কমিশন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়তো বাংলার দুই কেন্দ্রের উপনির্বাচনের পর হবে। জাতীয় রাজনীতির আঙিনায় অতীতে এমন ঘটনার নজির রয়েছে। এর আগে মহারাষ্ট্রে শিবসেনার হাতবদল নিয়ে যখন তীব্র সংঘাত তৈরি হয়েছিল, তখন নির্বাচন কমিশন কাউকেই মূল প্রতীক দেয়নি। উদ্ধব ঠাকরে এবং একনাথ শিন্ডে, উভয় পক্ষকেই মূল নাম ও 'ধনুক-তীর' প্রতীক ব্যবহার করা থেকে বিরত রেখেছিল কমিশন। শিন্ডে শিবিরকে নতুন নাম ও 'তরোয়াল-ঢাল' এবং উদ্ধব শিবিরকে 'মশাল' প্রতীক বরাদ্দ করা হয়। বাংলার বিরোধী দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে কমিশন ঠিক কোন পথে হাঁটে, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

মণিপুর সরকারকে ভর্ৎসনা সুপ্রিম কোর্টের

...১ পাতার পর

গত ৪ জুলাই গীতা মিত্তল কমিটির চাওয়া তথ্যের উত্তর না মেলায় মণিপুরের অ্যাডভোকেট জেনারেলকে তীব্র ভাষায় তোপ দাগে বেঞ্চ। কড়া অবস্থান নিয়ে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত রাজ্য সরকারকে সতর্ক করে বলেন, ''আপনাদের প্রধান সচিবকে গিয়ে বলুন, আদালতকে যেন চরম কোনও কড়া নির্দেশ জারি করতে বাধ্য না করা হয়। আপনারা এই বিষয়ে এ পর্যন্ত ঠিক কী কী পদক্ষেপ করেছেন, আদালতকে অবিলম্বে তা স্পষ্টভাবে জানান।'' গীতা মিত্তল কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী, মণিপুরের আটটি জেলার ত্রাণশিবিরগুলিতে মোট ৬৪০ জন বাস্তুচ্যুত মানুষের মৃত্যু হয়েছে। ফৌজদারি মামলা দায়ের হওয়া সত্ত্বেও এদের মধ্যে মাত্র ২০টি ক্ষেত্রে ময়নাতদন্ত করা সম্ভব হয়েছে। কীভাবে রহস্যজনক মৃত্যুগুচ্ছকে এড়িয়ে যাওয়া হল এবং মাত্র ২০,০০০ থেকে ৩০,০০০ টাকার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হল, তা নিয়ে রাজ্য প্রশাসনের ভূমিকা কাঠগড়ায় তোলে শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্ট তৎক্ষণাৎ মণিপুর লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটিকে নির্দেশ দিয়েছে যে, প্রতিটি রহস্যজনক বা অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় যেন অবিলম্বে প্রথম বিশ্বস্ত এফআইআর দায়ের করা হয় এবং মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট কারণ উদ্ঘাটনে নিখুঁত তদন্ত শুরু করতে হবে। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল ঐশ্বর্য ভাটি সুপ্রিম কোর্টকে জানান যে, আটটি জেলা জুড়ে মোট ৪২টি বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিআইটি গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে ৩,০২০টি মামলার তদন্ত চলছে, যার মধ্যে ৩০২টি মামলায় ইতিমধ্যেই চার্জশিট পেশ করা হয়েছে এবং ১,৫৮৩টি মামলায় ক্লোজার রিপোর্ট দাখিল হয়েছে। ১,১৩৫টি মামলার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে এবং ৩৩টি মামলার বিচারপ্রক্রিয়া সূচিত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের আইনজীবীরা আদালতে অভিযোগ তোলেন যে, গুয়াহাটিতে গঠিত বিশেষ আদালত সপ্তাহে মাত্র দুই দিন এই মামলাগুলির শুনানি করছে। এর জবাবে প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, সপ্তাহে দুই দিনের শুনানিতেও বিচারে গতি আসছে, তবে সিবিআই মামলাগুলির জন্য প্রয়োজনে দু'টি পৃথক বিশেষ আদালত গঠন করার সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা উচিত। এই বিষয়ে গুয়াহাটি হাইকোর্টের পরিকাঠামোগত যাবতীয় প্রয়োজন অনতিবিলম্বে মেটাতে কেন্দ্রীয় সরকারকে সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

'যে কমপ্লেন করেছে সে কি.....?'

...১ পাতার পর

অভিযোগকারীকে তো আগে আদালতে দাঁড়িয়ে প্রমাণ করতে হবে যে ওই প্রাণীটির সঙ্গে তাঁর মিল রয়েছে, তবেই না মানহানির প্রশ্ন উঠবে!'' একই সঙ্গে লেখক ও সাংবাদিক হিসেবে নিজের সৃজনশীল স্বাধীনতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কুণাল জানান, আসন্ন উপন্যাসের প্লট হিসেবেই তিনি মাঝে মাঝে সমাজমাধ্যমে হেঁয়ালি লেখেন। তদন্তকারী আধিকারিককে জনপ্রিয় রহস্য-ছবি 'দৃশ্যম ২'-এর উদাহরণ টেনে নিজের এই লেখার কৌশল ব্যাখ্যা করেন তিনি। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের অসারতা বোঝাতে এ দিন রীতিমতো সংসদীয় শব্দকোষ ও প্রামাণ্য অভিধান সঙ্গে করে থানায় নিয়ে গিয়েছিলেন কুণাল। পোস্টে ব্যবহৃত 'দলবদলু', 'বেইমান', 'বিশ্বাসহন্তা' কিংবা 'প্রতারক'-এর মতো শব্দগুলি যে বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণসম্মত এবং অভিধানভুক্ত শব্দ, তা পুলিশকর্তাকে বুঝিয়ে দেন তিনি। এমনকি পোস্টে থাকা 'ঘোঁত ঘোঁত' শব্দ নিয়ে পুলিশের সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন শুনে কুণালের কটাক্ষ, ''পুলিশের হাতে নাকি এত সময় যে 'ঘোঁত ঘোঁত' করা নিয়েও তদন্ত চলছে! যে কমপ্লেন করেছে সে কি ঘোঁত ঘোঁত করে নাকি? তা-ও তো জানি না!'' অভিযোগকারীদের সঙ্গে নিজের পুরনো সুসম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দিয়ে কুণাল আফসোসের সুরে জানান, কাকলি ঘোষ দস্তিদারের সঙ্গে তাঁর বরাবরের ভাল সম্পর্ক ছিল। কোনও বিষয়ে ক্ষোভ থাকলে তিনি সরাসরি বলতেই পারতেন। একটি টেলিভিশন চ্যানেলের অনুষ্ঠানে বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল যখন কাকলিকে 'নারদা চোর' বলে আক্রমণ করেছিলেন, তখন কুণালই তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন এবং নিজের নামে অগ্নিমিত্রার করা মানহানির মামলা টেনে নিয়েছিলেন। সে দিনের কথা স্মরণ করিয়ে কুণালের প্রশ্ন, যে সহকর্মীর সম্মান রক্ষায় তিনি নিজের গায়ে মামলা জড়িয়েছিলেন, আজ তাঁর ক্ষেত্রেই এমন অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হতে হল!

শ্রীরামপুরে মমতার জনসভায় অনুমতি দিল হাইকোর্ট!

...১ পাতার পর

সেপ্টেম্বর, শনিবার। শ্রীরামপুর কোর্ট চত্বরে সভা হবে বিকেল ৪ টে থেকে ৬ টার মধ্যে। এক হাজারের বেশি সমর্থক থাকতে পারবে না। কোনও মিছিল করা যাবে না। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য কর্তৃপক্ষকে বলেন, ''শুধু রাজনৈতিক কারণে মাঠে সভা করা নিষেধ। এটা করবেন না। ভবিষ্যতে এটাও মাথায় রাখবেন যে অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রেও একই সিদ্ধান্ত যেন বজায় থাকে।'' যেহেতু বেসরকারি মালিকানা, তাই আদালতের হাত বাঁধা। কিন্তু কেন এমন সিদ্ধান্ত, সেটা জানতে চান বিচারপতি। জগন্নাথ মঠের তরফে আইনজীবী জিষ্ণু চৌধুরী বলেন, ''সবকিছুই পরিবর্তন হয়। গত ৫ জুলাই রেজোলিউশন করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে ধর্মীয় সেবামূলক ও কালচারাল অনুষ্ঠান ছাড়া কিছু হবে না।'' বিচারপতি সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন, ''আমার মনে হয় ভবিষ্যতে দেখা যাবে আপনারা অন্য কোনও রাজনৈতিক দলকে মাঠ দিয়েছেন।'' মমতার আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''৫ জুলাই রেজোলিউশনের কথা আজ বলছে। অথচ মামলার শুরুতে এসব বলেনি।''

'এই সরকার শুধু ভাতা দিতে আসেনি, সংস্কার করতে এসেছে'

...১ পাতার পর

অ্যাকাউন্টে ১,০০০ টাকা করে পাঠানো হয়েছে, যা ২০২৭ সালে দ্বিগুণ (২,০০০ টাকা) করা হবে। এ ছাড়া উচ্চমাধ্যমিকের পর স্নাতক স্তরের ছাত্রীদের পড়াশোনার জন্য তিন বছরে মোট ৫০,০০০ টাকা (১৭ হাজার, ১৭ হাজার ও ১৬ হাজার) আর্থিক সহায়তা দেবে সরকার। আবাস যোজনা ও নারী নিরাপত্তা-'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা'য় নতুন তৈরি হতে যাওয়া ৫০ লক্ষ বাড়ির মালিকানা দেওয়া হবে মহিলাদের নামেই। নারী সুরক্ষায় সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায় ও আইপিএস দময়ন্তী সেনের নেতৃত্বে বিশেষ কমিশন গঠিত হয়েছে, যা নারী নির্যাতনের ঘটনা কঠোর হাতে দমন করবে।

সপ্তাহ শেষে দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে দুর্যোগের পূর্বাভাস

...১ পাতার পর

জেলার দু এক জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে। বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে। রবিবারও বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে তবে পরিমাণ ও ব্যাপকতা কিছুটা কমবে। পশ্চিমের জেলাগুলো সহ মোট ছয় জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকছে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার দমকা বাতাস থাকবে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। সোমবার থেকে বৃষ্টির কোন সতর্কতা নেই দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে। শুক্রবার কলকাতার আকাশ থাকবে আংশিক মেঘলা। সঙ্গে থাকছে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃষ্টি হলেও কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অস্বস্তি থাকবে বলে জানাচ্ছে হাওয়া অফিস। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকায় এই অস্বস্তি। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে আজ জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলার কিছু এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। শুক্রবার থেকে উত্তরবঙ্গে কমবে বৃষ্টির পরিমাণ।

প্রেসক্রিপশন ছাড়া ওষুধ বিক্রি বন্ধ করতে দোকানে সিসিটিভি বাধ্যতামূলক, নতুন নিয়ম আনছে কেন্দ্র

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ ডাক্তারের পরামর্শ বা প্রেসক্রিপশন ছাড়া ওভার-দ্য-কাউন্টারে খুচরো দোকান থেকে ওষুধ কেনার দিন এবার শেষ হতে চলেছে। প্রেসক্রিপশন-ভিত্তিক ওষুধের বেআইনি বিক্রি রুখতে এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখতে দেশের সমস্ত ওষুধের দোকানে সিসিটিভি নজরদারি বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব এনেছে কেন্দ্রীয় সরকার। চলতি বছরের ৮ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের জারি করা একটি খসড়া বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ওষুধ বিক্রির সমস্ত প্রক্রিয়া দোকান বা লাইসেন্সপ্রাপ্ত জায়গায় সিসিটিভি ক্যামেরার নজরদারিতে সম্পন্ন করতে হবে। প্রস্তাবিত নতুন নিয়ম অনুযায়ী, ফার্মেসি এবং অন্যান্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত খুচরো বিক্রেতাদের কেবল সিসিটিভি ক্যামেরা বসালেই চলবে না, সেই সিসিটিভি রেকর্ডিং বা ফুটেজ কমপক্ষে ৩ মাস (৯০ দিন) সুরক্ষিতভাবে সংরক্ষণ করে রাখতে হবে। সরকারি সূত্রে জানা গেছে, এই পদক্ষেপে মূল উদ্দেশ্যঃ (১) ওষুধ বিক্রির হিসাব সুনির্দিষ্ট করা- ওষুধটি সত্যি কোনও বৈধ প্রেসক্রিপশনের ভিত্তিতে বিক্রি করা হয়েছে কি না, তা সরকারের পরিদর্শকরা যাতে পরবর্তীতে যাচাই করতে পারেন। (২) অননুমোদিত বিক্রি বন্ধ- প্রেসক্রিপশন ছাড়া

নিজের ইচ্ছামতো ওষুধ কিনে খাওয়া বা 'সেলফ-মেডিকেশন' বন্ধ করা। (৩) শিশুদের সুরক্ষা- বড়দের কফ সিরাপ বা কড়া কোনও ওষুধ ডাক্তারি পরামর্শ ছাড়াই শিশুদের দেওয়ার মতো বিপজ্জনক ঘটনা প্রায়শই ঘটে থাকে, তাতে রাশ টানা। তবে পাইকারি ওষুধ বিক্রেতা বা হোলসেলারদের এই সিসিটিভি সংক্রান্ত বাধ্যতামূলক নিয়মের আওতা থেকে ছাড় বা বাইরে রাখা হয়েছে। 'ড্রাগস রুলস, ১৯৪৫'-এর ৬৫ নম্বর নিয়মে নতুন একটি উপ-নিয়ম যুক্ত করে এই খসড়া প্রস্তাব আনা হয়েছে। ভারতে সাধারণত শিডিউল এইচ, শিডিউল এইচ-১ এবং শিডিউল এক্স ক্যাটাগরির ওষুধগুলির গায়ে প্রেসক্রিপশন ছাড়া বিক্রি না করার জন্য সতর্কবার্তা থাকে। কিন্তু নতুন এই প্রস্তাবিত সিসিটিভি নিয়মটি স্রেফ নির্দিষ্ট কোনও ক্যাটাগরির জন্য সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি। ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন প্রয়োজন হয় এমন যেকোনও ওষুধের খুচরো সরবরাহের ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য হবে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার ওষুধের নিয়মাবলীতে পরিবর্তন এনে কিছু ক্ষেত্রে যে কফ সিরাপগুলিকে প্রেসক্রিপশনের নিয়ম থেকে ছাড় দেওয়া ছিল, তা বাতিল করেছে। তার পর পরই এই সিসিটিভি সংক্রান্ত খসড়া নোটিফিকেশনটিকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। না, এটি এখনই চূড়ান্ত আইন হিসেবে চালু হয়নি। এটি আপাতত একটি খসড়া প্রস্তাব। গেজেট নোটিফিকেশন প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সাধারণ মানুষ, ওষুধ ব্যবসায়ী ও বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে মতামত, আপত্তি ও পরামর্শ চেয়েছে সরকার। প্রাপ্ত মতামতগুলি পর্যালোচনা করার পরেই চূড়ান্ত নির্দেশিকা গেজেটে প্রকাশ করবে কেন্দ্র এবং সেটি কার্যকর হওয়ার নির্দিষ্ট তারিখ জানিয়ে দেওয়া হবে। যদি নিয়মটি চূড়ান্ত রূপ পায়, তবে সাধারণ মানুষের কাছে সঠিক পরামর্শ নিয়ে নিরাপদে ওষুধ কেনার অভ্যাস তৈরি হবে এবং কালোবাজারি বা ভুয়ো ওষুধ বিক্রি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।

CHANGE OF NAME

I, Aiyushi Agarwal (Old Name) D/o Ajit Agarwal Residing at 150, B.K. Paul Avenue, P.o - Hathkhola, P.s - Shyampukur, District - Kolkata Pin - 700005, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Aiyushi Agarwal (Old Name) to Ayushi Dalmia (New Name) and henceforth I shall be known as Ayushi Dalmia (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 17-09-2026. Ayushi Dalmia (New Name) and Aiyushi Agarwal (Old Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Anay Kumar Debnath, Anoy Debnath (Old Name) S/o Rashmahan Debnath Residing at Vill - Nahata, P.o - Nahata, Bongaon, District - North 24 Parganas, Pin - 743290, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Anay Kumar Debnath, Anoy Debnath (Old Name) to Anay Debnath (New Name) and henceforth I shall be known as Anay Debnath (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 17-09-2026. Anay Debnath (New Name) and Anay Kumar Debnath, Anoy Debnath (Old Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Shain Firoz (Old Name) W/o Firozuddin Ahmed Residing at 3/1A, Nil Madhab Sen Lane, District - kolkata, Pin - 700073, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Shain Firoz (Old Name) to Shaheen Firoz (New Name) and henceforth I shall be known as Shaheen Firoz (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 17-09-2026. Shaheen Firoz (New Name) and Shain Firoz (Old Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Abrish Naaz (Old Name) W/o Rayazuddin Ahmed Residing at 3/1A, Nil Madhab Sen Lane, District - kolkata, Pin - 700073, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Abrish Naaz (Old Name) to Tseng Yu Fong (New Name) and henceforth I shall be known as Tseng Yu Fong (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 17-09-2026. Tseng Yu Fong (New Name) and Abrish Naaz (Old Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Poli Mondal (Old Name) W/O–Ashok Mondal residing at Vill-Khalpara, PO-Begopara, PS-Ranaghat, Dist-Nadia, West Bengal 741256 do hereby declared that I have changed my name from Poli Mondal to Poly Mandal and henceforth I shall be known as Poly Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 17/09/2026 . My name Poly Mandal & Poli Mondal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Nojrul Sk (Old Name) S/O– Bijoy Sekh resident of Vill -Natungram , Po-Talgachi, Ps- Murshidabad, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742149 do hereby declared that I have changed my name from Nojrul Sk to Najrul Sk and henceforth I shall be known as Najrul Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 17/09/2026 . My name Najrul Sk & Nojrul Sk both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I Rojiyatun Bibi,W/o-Taj Mahammad Sekh,D/o-Furahad Sekh, Residing at Vill-Ramrampur, P.O- Rampurhat,P.S- Rampurhat, Dist- Birbhum,W.B,do hereby Solemnly affirm and declare as follows:-That my Husband's actual name is Taj Mahammad Sekh, That Rojab Sekh is my son's, That Taj Mahammad Sekh and Taj Mohammed Sekh, is the same and one identical person,Vide Affidavit (SL No.442) In the court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Rampurhat, Birbhum, Date-22/07/26

CHANGE OF NAME

I, Priyanka Bera (old name), W/O Sukumar Bera resident of Vill.-Haripur, P.O.-Haripur, P.S.-Namkhana, Dist.-South 24 Parganas WB do hereby declare that I have changed my name from Priyanka Bera (old name) to Priyanka Bera Das (correct name) and henceforth I shall be known as Priyanka Bera Das(New Name) in all purpose, vide affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate, 1st Class at Kakdwip, South 24 Pgs. court at on 16.09.2026 Priyanka Bera and Priyanka Bera Das both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I Victor Banerjee,S/o-Late Nirmal Banerjee, Residing at Vill-Rampurhat Chandmari, Ward No-13,P.O.+ P.S.- Rampurhat, Dist-Birbhum,do hereby Solemnly affirm and declare as follows:- (That ARPITA BANERJEE is my daughter, That my daughter's actual name is ARPITA BANERJEE) That ARPITA BANERJEE and CHANDA BANERJEE @ ARPITA BANERJEE is the same and one identical person.Vide affidavit In the court of Ld. judicial Magistrate (1st Class) at Rampurhat, Birbhum, Date-05/08/2026.

CHANGE OF NAME

I, GOURAVE HASAN IMAM f/o No. 15726813M, Rank-NK name GOURAVE RAMAJAN HASAN, residing at P.O.Surkandi(BK) TA Washim, Dist. Washim,state-Maharashtra, Pin-444505 do hereby solemnly affirm and declare that my actual Name is GOURAVE HASAN IMAM instead of HASAN IMAN GAURVE which has been recorded in my son's service book record being unit No. HQ 1 Sig Trg Centre(STC) PT-II No 1/0768/0124/2011. vide an affidavit notary dated 17.08.2026, GOURAVE HASAN IMAM & HASAN IMAN GAURVE are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Ratan Das S/O Jatindra Das resident of Vill.-Kulpukuria, P.O.-Satashi(Nahata), P.S.-Gopalnagar, Dist.-North 24 Parganas, Pin-743290 do hereby declare my father's actual name Jatindra Das(New Name) instead of Jatindfra Das(old Name) and henceforth he will be known as Jatindra Das(New Name) in all purpose, vide affidavit No 14608 sworn before the Ld Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas on 14.09.2026. Jatindra Das(New Name) and Jatindfra Das(old Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, GOURAVE MUNNOBAI HASAN m/o No. 15726813M, Rank-NK name GOURAVE RAMAJAN HASAN, residing at P.O.Surkandi(BK) TA Washim, Dist. Washim,state-Maharashtra, Pin-444505 do hereby solemnly affirm and declare that my actual Name is GOURAVE MUNNOBAI HASAN instead of MUNNO BAI which has been recorded in my son's service book record being unit No. HQ 1 Sig Trg Centre(STC) PT-II No 1/0768/0124/2011. vide an affidavit notary dated 17.08.2026, GOURAVE MUNNOBAI HASAN & MUNNO BAI are same and one identical person .

CHANGE OF NAME

I, Reba Chatterjee (old name), D/O Shachin Bhattacharya, W/O Rabindranath Chatterjee, resident of Dhuladanga Road, Rampurhat ward no 06, PO+PS. Rampurhat, Birbhum, WB, do hereby declare that I have changed my name from Reba Chatterjee (old name) to Reboti Chatterjee (correct name) and henceforth I shall be known as Reboti Chatterjee in all purpose, vide affidavit No 6122 sworn before the Judicial Magistrate, 1st court at on 07.09.2026 Reboti Chatterjee and Reba Chatterjee both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Zumma Bibi, W/O Ezarul Sekh, গ্রামঃ শেখহাট, পোঃ বারা, থানাঃ নলহাটি, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আমার এবং স্বামীর সঠিক নাম আমি Zumma Bibi, W/O Ezarul Sekh. আমার মেয়ে Resma Khatun এর স্কুল সার্টিফিকেটে আমার এবং স্বামীর নাম Jumma Bibi, W/O Ejarul Sekh লেখা রয়েছে। ০৩.০৯.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের ২৬৪৪২ নম্বর এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Zumma Bibi and Jumma Bibi এবং আমার স্বামী Ezarul Sekh and Ejarul Sekh এক এবং অভিন্ন হিসাবে পরিচিত হলাম।

নাম পরিবর্তন

আমি Reshmi Bibi, W/O Saheb Sk, গ্রামঃ বারা শেখহাট, পোঃ বারা, থানাঃ নলহাটি, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আমার এবং স্বামীর সঠিক নাম Reshmi Bibi, W/O Saheb Sk. আমার মেয়ে Bilkis Khatun এর স্কুল সার্টিফিকেটে আমার নাম Resmi Bibi লেখা রয়েছে। ০৩.০৯.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের ২৬৪৪৩ এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Reshmi Bibi and Resmi Bibi, W/O Saheb Sk এক এবং অভিন্ন হিসাবে হলাম পরিচিত।

CHANGE OF NAME

I, Sakkhigopal Mondal (old Name), S//O Sampad Narayan Mondal, resident of Vill+PO : Kusumba, PS: Rampurhat, Birbhum, WB do hereby declare that I have changed my name from Sakkhigopal Mondal to Sakshigopal Mondal (correct name) and henceforth I shall be known as Sakshigopal Mondal in all purpose, vide affidavit No 26864 sworn before the Ld Executive Magistrate at Rampurhat on 15.09.2026 Sakshigopal Mondal and Sakkhigopal Mondal both are same and one identical person.

বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে দু দিন ব্যাপী রাধাষ্টমী মহোৎসব

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে দু দিন ব্যাপী রাধাষ্টমী মহোৎসব, প্রধান অতিথি শুভেন্দু অধিকারী। রাধারানির আবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্যে আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর কলকাতার বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে পালিত হবে শ্রী শ্রী রাধাষ্টমী মহোৎসব। এ বছর গৌড়ীয় মিশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই উৎসব ১০৭তম বর্ষে পদার্পণ করছে। উৎসবকে কেন্দ্র করে দিনভর বিভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। গৌড়ীয় মিশনের তরফে জানানো হয়েছে, ১৮ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার অধিবাস মহোৎসবের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হবে। ওইদিন বিশেষ পূজা ও হরিনাম সংকীর্তনের আয়োজন করা হয়েছে। পরদিন, ১৯ সেপ্টেম্বর শনিবার রাধাষ্টমীর মূল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। সারা দিনব্যাপী চলবে হরিনাম সংকীর্তন সহ নানা অনুষ্ঠান। সন্ধ্যায় বিশেষ পূজা-আরতিতে অংশ নেবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এরপর গৌড়ীয় মিশনের সন্ন্যাসী ও আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। এ বিষয়ে বৃহস্পতিবার বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে এক সাংবাদিক সম্মেলনে গৌড়ীয় মঠের আচার্য্য ও সভাপতি ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ বলেন, রাধাষ্টমী অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু মিউজিয়াম পরিদর্শন করবেন। গৌড়ীয় মিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ১৯১৮ সালে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠান গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবধারার প্রচার ও প্রসারে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছে। রাধাষ্টমী মহোৎসব উপলক্ষে সন্ন্যাসী, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং বহু ভক্তের সমাগম হবে বাগবাজারে। অনুষ্ঠানকে ঘিরে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

ছবি- সুবল সাহা

দু'মাস নিখোঁজ থাকার পর নদীয়ায় উদ্ধার উত্তরপ্রদেশের কিশোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ দীর্ঘ দুমাস প্রতীক্ষার অবসান। অবশেষে পুলিশের মানবিক হস্তক্ষেপে ঘরে ফিরল উত্তরপ্রদেশের নিখোঁজ কিশোর। নদীয়ার বেথুয়াডহরী, নাকাশিপাড়া থানা এলাকায় গত ১৫ সেপ্টেম্বর যুবককে উদ্ধার করা হয় এবং ওই যুবককে এদিন ১৭ সেপ্টেম্বর তার পরিবারের হাতে তুলে দেয় পুলিশ প্রশাসন। প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটার দূর থেকে এসে ছেলেকে সুস্থ শরীরে ফিরে পেয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন তার বাবা। জানা গেছে, নিখোঁজ কিশোরের নাম আকাশ, তার বাড়ি উত্তরপ্রদেশের মহারাজগঞ্জ জেলার কোলহুই বাজার থানার অন্তর্গত করমহওয়া বসন্তপুর গ্রামে। গত ১৭ জুলাই হঠাৎই নিজের বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যায় আকাশ। দীর্ঘ খোঁজাখুঁজির পরেও তার কোনও সন্ধান মেলেনি। অবশেষে নদীয়ার নাকাশিপাড়া থানার পুলিশের হাতে উদ্ধার হয় সে। পুলিশি তৎপরতায় খবর পৌঁছায় উত্তরপ্রদেশে তার পরিবারের কাছে। সেই খবর পেয়েই কলকাতায় হাওড়া হয়ে নাকাশিপাড়া এলাকায় পৌঁছান কিশোরের পিতা হরিশচন্দ্র ভারতী। ছেলের সন্ধান পেয়ে থানার চত্বরে দাঁড়িয়ে কান্নাভেজা চোখে হরিশচন্দ্রবাবু জানান, পেশায় তিনি এক দরিদ্র দিনমজুর, রাজমিস্ত্রির জোগাড়ে হিসেবে ইঁট-বালির কাজ করে অতি কষ্টে সংসার চালান। তিনি বলেন, গত দু'মাস ধরে আমাদের গোটা পরিবার দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। সন্তান নিখোঁজ হওয়ায় বাড়িতে ঠিকমত রান্না পর্যন্ত হয়নি। আকাশের মা, বৃদ্ধ দাদু ও ঠাকুমা দিনরাত কেঁদে কেঁদে বুক ভাসিয়েছেন। বয়সের ভারে বৃদ্ধ বাবা-মা আসতে না পারলেও আমি প্রায় ১৫০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে এখানে ছুটে এসেছি। ছেলের সঠিক দেখভাল ও নিরাপদে হেফাজতে রাখার জন্য স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের প্রতি হাতজোড় করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি। পুলিশের এই মানবিক ভূমিকাকে সাধুবাদ জানিয়ে অবশেষে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে উত্তরপ্রদেশের উদ্দেশ্যে রওনা দেন হরিশচন্দ্রবাবু।

বিশ্বকর্মা নয়, আশ্বিন মাসের প্রথম দিনেই ডুয়ার্সের ছোট্ট গ্রামে পালিত হয় হাতি পুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ আজ বিশ্বকর্মা পুজো। বিশ্বকর্মা পুজোর দিনে ডুয়ার্সের এই গ্রামে রয়েছে অভিনব রীতি। কর্মের দেবতার পুজোর সঙ্গে পূজিত হন 'মহাকাল'। কারণ খুঁজলে জানা যায় ফসল বাঁচাতে হাতিকেই 'মহাকাল' রূপে পুজো করেন স্থানীয় কৃষকরা। চারদিকে যখন কলকারখানা আর যন্ত্রের দেবতা বিশ্বকর্মার আরাধনায় মুখরিত বাংলা, ঠিক তখনই জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ির জঙ্গল লাগোয়া জনপদে দেখা যায় এক সম্পূর্ণ ভিন্ন ছবি। বিশ্বকর্মা পুজোর দিনেই পরম ভক্তিভরে করা হয় 'মহাকাল বাবা'র পুজো। স্থানীয়দের অটুট বিশ্বাস, যিনি স্বয়ং বনের ঐরাবত বা হাতি, বছরের পর বছর ধরে এই বিশেষ দিনে তাকেই জাগ্রত দেবতা জ্ঞানে পুজো করে আসছেন গরুমারা জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন রামশাই-এর বাসিন্দারা। ময়নাগুড়ি ব্লকের রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েতের কাওয়াগাবাড়ি ও চ্যাংমারির মতো বনাঞ্চল ঘেরা গ্রামগুলিতে মহাকাল পুজো এক সুপ্রাচীন ঐতিহ্য। শাস্ত্রমতে, এই পুজোর নির্দিষ্ট কোনও তিথিও নেই। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে কেউ বৈশাখে আবার কেউ মাঘ মাসে এই পুজো করেন। তবে রামশাইয়ের এই বিস্তীর্ণ এলাকায় বিশ্বকর্মা পুজোর দিনেই 'মহাকাল' বাবার থানে পুজো দেওয়ার চিরাচরিত রীতি চলে আসছে। শুধুই এই অভিনব রীতি মেনে এই পুজো তেমনটা নয়, এখানকার মূর্তির রূপও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। বিশাল এক হাতির পিঠে রাজবেশে আসীন এক পুরুষের প্রতিকৃতি। স্থানীয় সংস্কৃতিতে যা বন্যপ্রাণ ও প্রকৃতির এক যৌথ শক্তির প্রতীক। গরুমারা জঙ্গল সীমানার এই জনপদের অধিকাংশ মানুষেরই রুটিরুজি নির্ভর করে কৃষিকাজের ওপর। কিন্তু বছরের বিভিন্ন মরশুমে জঙ্গল ছেড়ে হাতির দল লোকালয়ে হানা দিয়ে বিঘার পর বিঘা ধান ও ভুট্টার খেত নষ্ট করে দেয়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় মাটির ঘরবাড়িও। বুনো হাতির সেই তাণ্ডব থেকে বাঁচতেই ভয় আর শ্রদ্ধার এক অদ্ভুত মেলবন্ধনে গ্রামবাসী হাতিকে দেবতার আসনে বসিয়েছেন। তাঁদের বিশ্বাস, নিষ্ঠাভরে 'মহাকাল বাবার' সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারলে গজরাজ শান্ত থাকবে এবং কষ্টের ফসলে পা দেবে না। কাওয়াগাবাড়ির প্রবীণ বাসিন্দা জানান, হাতি ও মহাকালের উপাসনা তাঁদের জনজীবনে নতুন কোনও পর্ব নয়। বংশ পরম্পরায় বন্যপ্রাণের সঙ্গে সহাবস্থানের এই গভীর আবেগ, বিশ্বাস, ঐতিহ্য মিশে রয়েছে তাঁদের রক্তে। তাই আধুনিকতার যুগেও লোকবিশ্বাস আর প্রকৃতির সঙ্গে সন্ধি করে বেঁচে থাকার এই অনন্য ছবি ডুয়ার্সের বুকে আজও জীবন্ত।

প্রতিবন্ধকতাকে হার মানিয়ে বাপির বিএ পাশ, শুয়ে শুয়েই পড়াশোনা ও নিজের খরচ চালানোর লড়াই

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ মগরাহাট পূর্বের ডিহি কলস শুড়িপুকুরের বাসিন্দা বাপি ফকির। জন্ম থেকেই তিনি শারীরিক প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে জীবনযাপন করছেন। হাটাচলা তো দূরের কথা, নিজের শরীরের হাত-পাও নাড়াচাড়াও তাঁর পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। হাত-পা বাঁকা। সামান্য বেশি আঘাত লাগলেই হাড় ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। চিকিৎসকেরাও তাঁর পরিবারকে জানিয়েছিলেন, তাঁর হাত-পা অত্যন্ত ভঙ্গুর। কিন্তু শারীরিক প্রতিবন্ধকতা কখনও তাঁর পড়াশোনার ইচ্ছাকে থামাতে পারেনি। অভাবের সংসারে মা সেরিনা বিবি ছোটবেলা থেকেই ছেলের পড়াশোনার স্বপ্নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। বাপিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করানোর পর প্রতিদিন মা কোলে করে তাকে স্কুলে নিয়ে যেতেন। নিজের পায়ে হাঁটতে না পারলেও পড়াশোনা করার প্রবল ইচ্ছা ছিল বাপির। প্রাইভেট শিক্ষকের খরচ বহন করার সামর্থ্য ছিল না পরিবারের। তাই নিজের পড়াশোনার খরচ জোগাড় করতে শুয়ে শুয়েই লাইনের জাল তৈরি করতেন বাপি। সেই কাজ থেকে পাওয়া সামান্য টাকা দিয়ে ব্যাগ, বই, খাতা এবং পড়াশোনার অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতেন। ক্লাস ফোরে ওঠার পর বাপির ইচ্ছা হয় প্রাইভেট শিক্ষকের কাছে পড়ার। তাঁর মায়ের চেষ্টায় সন্ধান মেলে শিক্ষক সমীর মণ্ডলের। এরপর মাধ্যমিক পর্যন্ত সামান্য পারিশ্রমিকেই বাপিকে পড়িয়েছেন তিনি। বাপির কথায়, তাঁর পড়াশোনার পথে সমীর মণ্ডল স্যারের অবদান তিনি কখনও ভুলবেন না। উচ্চশিক্ষার পথেও একই রকম সংগ্রাম চলেছে। কলস হাই স্কুলে পড়ার সময় প্রথমদিকে মা কোলে করে তাকে স্কুলে নিয়ে যেতেন। পরে হুইলচেয়ারে করে স্কুলে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে পাশে দাঁড়িয়েছেন তাঁর ভাই সামিম ফকির, জাহির লস্কর, মিরাজ মোল্লা-সহ আরও অনেকে। ২০২০ সালে বেঞ্চে শুয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেন বাপি ফকির। কোনও রাইটার না নিয়েই পরীক্ষায় ৩১২ নম্বর পান। এরপর ২০২২ সালে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৩৭১। এরপর ২০২২ সালে ভর্তি হন মগরাহাট কলেজে। বাড়ি থেকে কলেজের দূরত্ব প্রায় ২ কিলোমিটার। প্রতিদিন হুইলচেয়ারে করে কলেজে যেতেন তিনি। তাঁকে কলেজে নিয়ে যাওয়ার কাজে সহযোগিতা করেছেন রাকিবুল গাজি, মিরাজ মোল্লা, সারোয়ার হোসেন ফকির, আবদুল সামাদ গাজি-সহ তাঁর বন্ধুরা। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর ২০২৬ সালে মগরাহাট কলেজ থেকে বিএ পাশ করেছেন বাপি ফকির। তাঁর কাছে এই সাফল্য শুধু একটি ডিগ্রি নয়, বরং প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের সংগ্রামের ফল। বাপি জানান, তিনি প্রতিদিন প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পড়াশোনা করেন। পাশাপাশি যতটা সময় পান, শুয়ে শুয়েই লাইনের জাল তৈরি করেন। কারণ নিজের পড়াশোনার খরচের একটা অংশ তাঁকেই জোগাড় করতে হয়। বাপির জীবনযাপন এখনও অত্যন্ত কঠিন। তিনি হাঁটাচলা করতে পারেন না। সারাদিন-রাত শুয়েই থাকতে হয়। খাওয়া, স্নান, পড়াশোনা, জীবনের প্রায় প্রতিটি কাজই শুয়ে করতে হয়। তবুও স্কুল ও কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বন্ধুরা সবসময় তাঁকে সহযোগিতা করেছেন। শিক্ষকরা তাঁকে ভালোবেসে নোট ও সাজেশন দিয়েছেন, বন্ধুরাও বিভিন্ন সময় পাশে দাঁড়িয়েছেন। বাপি বলেন, আমি ১০০ শতাংশ প্রতিবন্ধী। হাঁটাচলা করতে পারি না। কখনও ভাবিনি এই অবস্থায় বিএ পাশ করতে পারব। যারা আমার পড়াশোনার পথে পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেককে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বর্তমানে তিনি প্রতিবন্ধী ভাতা পান। তবে তাঁর দাবি, এর বাইরে আর কোনও উল্লেখযোগ্য সরকারি সুযোগ-সুবিধা তিনি পান না। তাই ভবিষ্যত জীবন কীভাবে চলবে, তা নিয়ে চিন্তায় রয়েছেন তিনি। বাপির আবেদন, সরকার যদি তাঁর মতো প্রতিবন্ধী মানুষদের জন্য আরও সহযোগিতা ও স্বনির্ভরভাবে জীবনযাপনের সুযোগ তৈরি করে, তাহলে তিনি নিজের পায়ে না হাঁটতে পারলেও নিজের জীবনটা স্বাধীনভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। বাপি ফকিরের ঠিকানাঃ গ্রাম ডিহি কলস শুড়ি পুকুর থানা - মগরাহাট পোস্ট কলস বাজার, মা সেরিনা বিবি, বাবা সাজাহান ফকির। পাঁচ ভাই- বোনের মধ্যে বাপি তিন ভাই ও দুই বোনের একজন। তাঁর জীবনের এই লড়াই প্রমাণ করে, শারীরিক সীমাবদ্ধতা থাকলেও অদম্য ইচ্ছাশক্তি এবং মানুষের সহযোগিতা থাকলে শিক্ষার পথ থেমে থাকে না।

সরকারি অফিস চত্বরে রাতের পিকনিক! ভাইরাল ভিডিয়ো ঘিরে চাঞ্চল্য

রতন দে, বালুরঘাট, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ বালুরঘাট সরকারি অফিসের ভিতরে রাতের অন্ধকারে পিকনিকের আয়োজন! মাংস রান্নার পাশাপাশি গান-বাজনার জন্য মিউজিক সিস্টেমও রাখা হয়েছিল বলে অভিযোগ। বুধবার রাতে বালুরঘাটের জেলা ইন্সপেকশন স্কুল অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন অফিস চত্বরে এমনই একটি আয়োজনের ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে অফিসের ভিতরেই পিকনিকের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে রান্নার ব্যবস্থা রয়েছে। পাশাপাশি গান বাজনার জন্য মিউজিক সিস্টেমও দেখা গিয়েছে ভিডিয়োয়। সরকারি অফিসে রাতের বেলায় এমন আয়োজন কী ভাবে হল কারা সেখানে ছিলেন এবং কী উদ্দেশ্যেই বা এই আয়োজন তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ঘটনার ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়ার পর বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর শুরু করেন অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শিক্ষক মহাসংঘের সদস্যেরা। সংগঠনের সদস্যদের অভিযোগ সরকারি অফিসে রাতের অন্ধকারে এই ধরনের ব্যক্তিগত আয়োজন কোনও ভাবেই কাম্য নয়। ঘটনাটির নিন্দা করেছেন শিক্ষক মহলের একাংশ। তাঁদের তরফে সংশ্লিষ্ট দফতরের জেলা পরিদর্শক এবং পুলিশ প্রশাসনকেও বিষয়টি জানানো হয়েছে। সংগঠনের সদস্যদের প্রাথমিক অনুমান অফিসের কাজে যুক্ত কয়েক জন সরকারি কর্মী এই আয়োজনের সঙ্গে থাকতে পারেন। তবে কারা এই আয়োজন করেছিলেন তাঁদের অনুমতি ছিল কি না এবং ঠিক কী কারণে সরকারি অফিসের ভিতরে রাতে এমন আয়োজন করা হয়েছিল তা এখনও স্পষ্ট নয়। এদিকে সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়োটির সত্যতা এবং পুরো ঘটনার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দফতরের পক্ষ থেকে কী পদক্ষেপ করা হয় এখন সেদিকেই নজর। অভিযোগের সত্যতা এবং ঘটনার সঙ্গে কারা যুক্ত ছিলেন তা তদন্তের পরেই স্পষ্ট হবে।

হুগলি শিল্পাঞ্চলে বন্ধ কল কারখানা! বিশ্বকর্মা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে - বদল হয়েছে সরকার, আশায় কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ দেখতে দেখতে প্রত্যেক বছরের মতো এ বছরও বিশ্বকর্মা পুজো এসে গেল। আশায় তাকিয়ে থাকেন হুগলি শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকেরা ও তাদের পরিবার- পরিজনরা এই বুঝি বন্ধ কারখানার তালা খুলে যায়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় সেই তালা আর খোলে না তার জ্বলন্ত উদাহরণ এশিয়ার বৃহত্তম মোটর গাড়ির কারখানা হিন্দুস্থান মোটর কারখানা। বছর ১০-১২ আগে সেই যে কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে আর খুললো না প্রতিক্রিয়া এই কারখানার বেশ কিছু বেকার হয়ে যাওয়া শ্রমিকদের। হুগলি শিল্পাঞ্চলে আরও এক বড় কারখানা ছিল ব্যান্ডেল সাহাগঞ্জের ডানলপ কারখানা সেখানে এক সময় প্রচুর টায়ার তৈরি হতো। সেই কারখানাও একেবারে পাকাপাকি ২০০২ সালে বন্ধ হয়ে গেছে বলে জানালেন ডানলপ কারখানার প্রাক্তন কিছু কর্মী। এছাড়াও রিষড়ায় বেশ কিছু কল কারখানা ছিল সেগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। সেই কারখানার তালা আজও খোলেনি জানালেন সেখানকার ও কিছু কর্মী। এরকম অনেক বন্ধ কল কারখানা পড়ে আছে এই বিশ্বকর্মা পুজোর সময় হিন্দমোটর কারখানায় বিশ্বকর্মা পুজো হতো প্রতিটি বিভাগে বলা চলে আলাদা আলাদা করে খুব আনন্দ করতেন কর্মীরা উত্তরপাড়া থেকে হিন্দমোটর কারখানায় পুজো দেখতে দলে দলে কর্মীরা ও তাদের পরিবাররা এমনকি সাধারণ মানুষজন বিশ্বকর্মা পুজো দেখতে যেতেন। কারখানা বন্ধ হওয়ার মুখে। শেষ পর্যন্ত বিশ্বকর্মা পুজো একটাই হতো জানালেন এই কারখানার বেশ কিছু কর্মী। এখন সেই কারখানা ফাঁকা শুনশান জঙ্গলে ভরে গেছে, শিয়াল বাস করছে ও আরও জীবজন্তুরা রয়েছে দেখলে মায়া হয়। সেখানে কোনও এখন আলো নেই। এই কারখানার একটি অংশ টিটাগর ওয়াগানের কিছু মালপত্র তৈরি হচ্ছে। এই কারখানায় সেটা আলাদা মালিকানা। এই কারখানার বিস্তীর্ণ এলাকা ফাঁকা জমিতে শ্রীরাম শিল্প গোষ্ঠীরা আবাসন শিল্প করছে হওয়ার কথা কি ছিল আর এখন হচ্ছেটা কি বক্তব্য উত্তরপাড়া এলাকার কিছু বাসিন্দার। কর্মীদের বক্তব্য বিশ্বকর্মা ঠাকুর মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে হুগলি শিল্পাঞ্চল থেকে। এছাড়া এই শিল্পাঞ্চলে আছে কিছু জুট মিল সেগুলো মাঝে মাঝে খুলে আবার বন্ধ হয়ে যায়। জুট মিলের কর্মীদের বক্তব্য এবার সরকার বদল হয়েছে দেখা যাক উন্নতি হয় কিনা একই কথা বললেন এই শিল্পাঞ্চলের বন্ধ হয়ে যাওয়া বেশ কিছু কারখানার কর্মীরা তারা আশায় বুক বেঁধেছেন এবার দেব শিল্পী বিশ্বকর্মা যদি আশীর্বাদ করে এই শিল্পাঞ্চলে আসেন যাতে খুলে যায় কল কারখানা গুলো। সেই আগের মত আর বিশ্বকর্মা পুজো নেই আগে কারখানাগুলোতে এই উপলক্ষ্যে আনন্দ উৎসব হতো চলত খাওয়া- দাওয়া এখন সব বন্ধ। এখন পেট চলায় দায় হয়ে উঠেছে শ্রমিকদের। বন্ধ কারখানার কর্মীরা জানিয়েছেন আগের সরকার কারখানা খোলার ব্যাপারে কোন উদ্যোগী হয়নি খালি আশা দেখিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে নানা কর্মসূচি, মহাযজ্ঞ থেকে 'আর্শীবাদের প্রদীপ'

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীর ৭৬তম জন্মদিন উপলক্ষে বৃহস্পতিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন প্রান্তে দিনভর নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। কোথাও মহাযজ্ঞ ও পুজো, প্রদীপ প্রজ্জ্বালন, কোথাও হাসপাতালের রোগীদের ফল ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ, আবার কোথাও সন্ধ্যায় 'আর্শীবাদের প্রদীপ' প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করা হয়। এদিন সন্ধ্যায় পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসনের উদ্যোগেও 'আর্শীবাদের প্রদীপ' কর্মসূচি পালিত হয়। টাউন হল ময়দান এবং জেলা কার্যালয় চত্বরে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়িকা তথা প্রতিমন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র, জেলাশাসক শ্বেতা আগরওয়াল, জেলা পুলিশ সুপার এম এস পুষ্পা সহ জেলা প্রশাসনের আধিকারিকগন। এদিন সকালে বর্ধমান শহরের আমবাগান এলাকায় সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ফাউন্ডেশন এবং স্থানীয় বাসিংদাদের যৌথ উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রীর সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনায় বিশেষ মহাযজ্ঞের আয়োজন করা হয়। ফাউন্ডেশনের ট্রাস্টি সুধীরঞ্জন কুমার সাউ জানান, প্রধানমন্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই এই উদ্যোগ। গণেশ ঠাকুরকে সামনে রেখে বৈদিক রীতিতে যজ্ঞ সম্পন্ন হয়। পাশাপাশি সন্ধ্যায় 'সেবা কাল' এবং 'আর্শীবাদ কা দিয়া' কর্মসূচিও পালন করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দা ও মহিলাদের সহযোগিতায় মন্দির ও বাড়িতে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করা হয়। গলসির পুরসা

ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রেও জন্মদিন উপলক্ষে ফল বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন গলসির বিধায়ক রাজু পাত্র এবং প্রাক্তন সাংসদ সুরেন্দ্র সিং আলুওয়ালিয়া। তারা হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের সঙ্গে দেখা করে ফল তুলে দেন। মহিলা রোগীদের শাড়িও দেওয়া হয়। পাশাপাশি হাসপাতালের রোগী ও সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য একটি হুইলচেয়ার প্রদান করা হয়। রোগীদের শারীরিক অবস্থারও খোঁজখবর নেন উপস্থিত নেতৃত্ব। পূর্বস্থলীর কালেখাঁতলা ২ নম্বর অঞ্চল এলাকার পারুলিয়া স্কুল রোডেও মোদীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে পুজো ও যজ্ঞের আয়োজন করা হয়। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত চলে অনুষ্ঠান। সন্ধ্যায় মহিলাদের নিয়ে উলুধ্বনি ও শঙ্খ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। দিনভর অনুষ্ঠানে স্থানীয় মহিলাদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য।ন্ড জেলা বিজেপি সভাপতি অভিজিত তা-ও জেলা কার্যালয়ে আয়োজিত কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন। পূর্ব বর্ধমান জেলা বিজেপি কার্যালয়ে ৮ লক্ষেরও বেশি প্রদীপ পৌঁছেছিল এবং জেলার ১৬টি বিধানসভা এলাকায় তা বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিটি বিধানসভা এলাকায় প্রায় ৫০ হাজার প্রদীপ পাঠানোর কথা জানানো হয়েছে। জামালপুরেও দামোদর নদীর সেতুর উপর 'আর্শীবাদ প্রদীপ' প্রজ্জ্বলন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অরুণ হালদার, বিডিও পার্থসারথি দে, জামালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক-সহ স্থানীয় নেতৃত্ব ও কর্মীরা। প্রধানমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের পাশাপাশি প্রার্থনা করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে 'সেবা সংকল্প অভিযান'-এর সূচনাও হয়েছে। দেশজুড়ে শুরু হওয়া এই কর্মসূচির সঙ্গে মোদীর ২৫ বছরের জনজীবনের প্রসঙ্গকে যুক্ত করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও জনসেবা, স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা, রক্তদান এবং বিভিন্ন জনসংযোগমূলক কর্মসূচির পরিকল্পনা রয়েছে। 'আর্শীবাদ প্রদীপ' কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষকে ১৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় বাড়ি, প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় স্থানে প্রদীপ জ্বালানোর আহ্বান জানানো হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নিজেও এদিন এই কর্মসূচি নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, মানুষের আশীর্বাদ তার ভারতসেবার সংকল্পকে আরও দৃঢ় করে। সব মিলিয়ে প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনকে ঘিরে বৃহস্পতিবার পূর্ব বর্ধমানের শহর থেকে গ্রাম-বিভিন্ন এলাকায় পুজো, যজ্ঞ, সেবামূলক কর্মসূচি এবং প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে দিনটি পালন করা হয়।

বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পে বাঘের স্থায়ী বসতি গড়ে তুলতে পদক্ষেপ গ্রহণ রাজ্যের

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্য সরকার উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ারের বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পে বাঘের স্থায়ী বসতি গড়ে তুলতে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই জন্য আগামী ২ অক্টোবর প্রথম দফায় বিহারের বাল্মিকী টাইগার রিজার্ভ থেকে একটি বাঘিনী কে এনে আনুষ্ঠানিক ভাবে বক্সার জঙ্গলে ছাড়া হবে বলে বনদপ্তর সূত্রে জানা গেছে। বনমন্ত্রী মনোজ কুমার ওরাও ছাড়া মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। জাতীয় বাঘ সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষের প্রটোকল মেনে বাঘটিকে তদারকির জন্য বক্সা, সুন্দরবন ও দেরাদুনের ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি বিশেষ দল গঠন করা হয়েছে। প্রথমে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণ ও শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তাকে জঙ্গলে ছাড়া হবে। পরবর্তী ধাপে তার গতিবিধির উপরে নজর রাখার জন্যে রেডিও কলার পড়ানো হবে বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য বর্তমানে বক্সায় স্থায়ী বাঘের সংখ্যা না থাকলেও অসম, ভুটান সীমান্ত থেকে এই জঙ্গলে সম্প্রতি বাঘের আসা যাওয়ার প্রমাণ মিলেছে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : এইচএডবলিউএস/টিডি-২৬-২৮, তারিখ ১২.০৯.২০২৬। ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/সি, পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা, পোঃ - কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫ (প.ব) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: কাজের নাম এবং স্থান : ২ বছরের জন্য যখন প্রয়োজন, যে কোন স্থান থেকে যে কোনও স্থানে রেলওয়ের সামগ্রী পরিবহনের কারণে জন্য যান ভাড়া করা। কাজের আনুমানিক মূল্য : ৮৪,২৫,২০৮.৯৪ টাকা। বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবে : ১,৮৮,৩০০ টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য: শূন্য। কাজ শেষের মেয়াদ : ২ বছর। টেন্ডারের বৈধতা : ৬০ দিন। অফার জমার মেয়াদ : ০৫.১০.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টার ১৫ দিন আগে থেকে। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় : ০৫.১০.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা পর্যন্ত। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়: ০৫.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২টা বা তার পরে টেন্ডার খোলা হবে। যে ওয়েবসাইটে টেন্ডার নথি পাওয়া যাবে : টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ সেট ভারতীয় রেলের ই-প্রোকিওরমেন্ট ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in থেকে ১১.০৯.২০২৬ থেকে ০৫.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত পাওয়া যাবে। (MISC-191/2026-27)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ছুটি ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ করম পুজো উপলক্ষে রাজ্য সরকার ছুটি ঘোষণা করেছে। এই পুজো উপলক্ষ্যে আগামী মঙ্গলবার রাজ্যের সব সরকারি, আধা সরকারি, কর্পোরেশন,বোর্ড এর অফিস ছাড়াও সরকারি ও সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয় সম্পূর্ণ ছুটি থাকবে বলে আজ অর্থ দপ্তর থেকে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। সারা রাজ্যে বিভিন্ন চা বাগানে কর্মরত আদিবাসী সম্প্রদায়ের শ্রমিকদেরও ওইদিন ছুটি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-ইটিএন-বিও-এটিভিএম-২৬, তারিখ ১৬.০৯.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেল মিউজিয়ামের র নিকট নতুন ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ টেন্ডার নং এসডিএসটিই-ইটিএন-বিও-এটিভিএম-২৬-এর পরিপ্রেক্ষিতে সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেমে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যেটির বন্ধের তারিখ ০৯.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে। বিডদাতাগণ কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ এবং সময় পর্যন্ত তাঁদের মূল/সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না এবং এইরূপ কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা অগ্রাহ্য করা হবে। কাজের নাম: (ক) সিনিয়র ডিইএন/২-এর অধিকাক্ষেত্রের অধীনে স্টেশনের বুকিং কার্যালয়গুলিতে পুনর্নির্মাণ/সংস্কার ও সুবিধার উন্নয়ন। (খ) সিনিয়র ডিইএন/৩/এইচডব্লুএইচ-এর অধিকাক্ষেত্রের অধীনে বুকিং কার্যালয়গুলিতে পুনর্নির্মাণ/উন্নয়ন/সংস্কার সহ সুবিধার উন্নয়ন। (গ) হাওড়া ডিভিসনে এটিভিএম-এর ব্যাপক বিস্তার। (ঘ) এসওয়াইএই, টিকেপিআর ও জেএসডিজি কোচিং ডিপোতে পিএ প্রণালীর উন্নয়ন। বিজ্ঞাপিত মূল্য: ৩,২৪,৫৭,৯২৮.৭৭ টাকা। বায়নামূল্য/বিড সিকিউরিটি : ৬,৪৯,২০০ টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য: শূন্য। অফারের বৈধতা : ৬০ দিন। কাজ শেষের মেয়াদ : ১২ মাস। বিডিং শুরুর তারিখ: ২৫.০৯.২০২৬। (HWH-341/2026-27)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-এলএইচএস-২২-২১-১৬-সি-ই, তারিখ ১৬.০৯.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেল মিউজিয়ামের র নিকট নতুন ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ টেন্ডার নং এসডিএসটিই-এলএইচএস-২২-২১-১৬-সি-ই-এর পরিপ্রেক্ষিতে সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেমে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যেটির বন্ধের তারিখ ০৯.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টে। বিডদাতাগণ কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ এবং সময় পর্যন্ত তাঁদের মূল/সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না এবং এইরূপ কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা অগ্রাহ্য করা হবে। কাজের নাম: হাওড়া ডিভিসন - সংযুক্ত সিগন্যালিং কাজ - শিডিউল এ১ - এইএন/ বিএইচপি-র অধীনে এসএনটি-এনএইচটি শাখায় কিমি ৮৩.৮৯৭-তে এলসি গেট নং ১৬-সি-ই-এর পরিবর্তে নতুন এলএইচএস নির্মাণের সিগন্যালিং ব্যয়। শিডিউল এ২ - এইএন/ বিএইচপি-র অধীনে এসএনটি-এনএইচটি শাখায় কিমি ৮৩.৮৯৭-তে এলসি গেট নং ১৬-সি-ই-এর পরিবর্তে নতুন এলএইচএস নির্মাণের টেলিকম ব্যয়। শিডিউল বি১ - এইএন/ এজেড-এর অধীনে এজেড-এনএইচটি শাখায় কিমি ২২/৯-১১-তে এলসি গেট নং ২১-এর পরিবর্তে নতুন এলএইচএস নির্মাণের সিগন্যালিং ব্যয়। শিডিউল বি২ - এইএন/ এজেড-এর অধীনে এজেড-এনএইচটি শাখায় কিমি ২২/৯-১১-তে এলসি গেট নং ২১-এর পরিবর্তে নতুন এলএইচএস নির্মাণের টেলিকম ব্যয়। শিডিউল সি১ - এইএন/ এজেড-এর অধীনে এজেড-এনএইচটি শাখায় কিমি ২০/৩৪-৩৬-তে এলসি গেট নং ২২-এর পরিবর্তে নতুন এলএইচএস নির্মাণের সিগন্যালিং ব্যয়। শিডিউল সি২ - এইএন/ এজেড-এর অধীনে এজেড-এনএইচটি শাখায় কিমি ২০/৩৪-৩৬-তে এলসি গেট নং ২২-এর পরিবর্তে নতুন এলএইচএস নির্মাণের টেলিকম ব্যয়। বিজ্ঞাপিত মূল্য: ৩,৯৮,৪৬,১১৩.৪১ টাকা। বায়নামূল্য/বিড সিকিউরিটি : ৭,৯৬,৯০০ টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য: শূন্য। অফারের বৈধতা : ৬০ দিন। কাজ শেষের মেয়াদ : ১২ মাস। বিডিং শুরুর তারিখ: ২৫.০৯.২০২৬। (HWH-340/2026-27)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)

N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-10/26-27 Dated 17.09.2026
Exe. Engr.(Civil), ADDA invites **Percentage Rate Tender** (Online Bid System) for the works: **(1)** Tender ID No. 2026_ADDA_1042478_1. For other details visit our website www.addaonline.in or http://wbtenders.gov.in
Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 322 Tender Notice Date: 17/9/2026

NOTICE INVITING E-TENDER (2nd call)

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 322/9/2026-2027** dated 17/09/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on 21/09/2026 at 2.00 pm).
Last date of E-Submission: 03/10/2026.
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.
Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

SOUTH DUM DUM MUNICIPALITY
Nager Bazaar, Kolkata - 700 074

Tender Notice No. 321 Tender Notice Date: 17/9/2026

NOTICE INVITING E-TENDER (2nd call)

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work of **e-Tender NIT No. 321/9/2026-2027** dated 17/09/2026 under South Dum Dum Municipality. For details log on to **www.wbtenders.gov.in.**/contact to the concerned authority of the Accounts Department (Tender section) South Dum Dum Municipality at the above address, if required. (Prebid Meeting Held on 21/09/2026 at 2.00 pm).
Last date of E-Submission: 03/10/2026.
Executive Officer reserves the right to accept or reject tender without giving any reason.
Excutive Officeer
South Dum Dum Municipality

দেশব্যাপী স্বচ্ছতা ও সচেতনতামূলক কার্যসূচির মাধ্যমে 'স্বচ্ছতা হি সেবা ২০২৬' পালন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের

মালিগাঁও, ১৭ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আজ মালিগাঁওস্থিত জেনারেল ম্যানেজারের কার্যালয়ের সামনে ডঃ ভূপেন হাজরিকা পেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত স্বচ্ছতা

শপথ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'স্বচ্ছতা মে সহভাগ, স্বচ্ছ ভারত, বিকসিত ভারত' থিমের অধীনে স্বচ্ছতা স্বচ্ছতা হি সেবা ২০২৬, স্বচ্ছতা পখওয়াড়া ২০২৬ এবং বিশেষ অভিযান ৬.০-এর সূচনা করে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তব, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয়ের বরিষ্ঠ আধিকারিক ও কর্মচারীদের সাথে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং 'স্বচ্ছতা শপথ' গ্রহণ করেন। এর মাধ্যমে তিনি পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যবিধি, স্যানিটেশন এবং জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণের বিষয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করা করেন। 'স্বচ্ছকা হি সেবা ২০২৬' অভিযান ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে চালানো হচ্ছে। এর আওতায় উত্তর- পূর্ব সীমান্ত জুড়ে পরিচ্ছন্নতা, স্যানিটেশন ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমের আয়োজন করা হচ্ছে এবং ২ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে 'স্বচ্ছ ভারত দিবস' উদযাপনের মাধ্যমে এই অভিযানের সমাপ্তি ঘটবে। পরিচ্ছন্নতা, দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যবিধি ও জনসচেতনতার ওপর গুরুত্ব দিয়ে রেলওয়ে স্টেশন, ট্রেন, ওয়ার্কশপ, রেলওয়ে কলোনি, কার্যালয় এবং অন্যান্য রেল-স্থাপনায় এই কার্যসূচি পালন করা হবে। পুরো প্রচার অভিযানকালের সময়, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে 'স্বচ্ছোৎসব' থিমের অধীনে অনেক কার্যক্রমের আয়োজন করবে। এর মধ্যে স্টেশন চত্বর, রেললাইন, রেলওয়ে কলোনি ও কার্যালয়গুলিতে ব্যাপক পরিচ্ছন্নতা অভিযান যাত্রী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য সচেতনতামূলক কার্যসূচি রেলকর্মীদের জন্য মতবিনিময় সভা ও কর্মশালা পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক শপথ গ্রহণ এবং অব্যবহৃত সামগ্রী শনাক্তকরণ, পৃথকীকরণ ও অপসারণের বিশেষ পদক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নির্মাণ সংস্থাও এই প্রচারাভিযানে অংশগ্রহণ করছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নির্মাণ সংস্থার জেনারেল ম্যানেজার শ্রী আশীষ বনসাল বরিষ্ঠ আধিকারিকদের সঙ্গে কার্যালয় চত্বরে 'স্বচ্ছতা শপথ' গ্রহণ করেন। নির্মাণ সংস্থার আওতাধীন বিভিন্ন কার্যালয় ও প্রকল্প এলাকায় অনুরূপ কার্যসূচির আয়োজন করা হচ্ছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পাঁচটি ডিভিশন-কাটিহার, আলিপুরদুয়ার, রঙিয়া, লামডিং এবং তিনসুকিয়া-রেলওয়ে স্টেশন, কার্যালয় এবং অন্যান্য প্রাঙ্গণে পরিচ্ছন্নতা অভিযান ও সচেতনতামূলক কার্যসূচি চালাচ্ছে। বরিষ্ঠ আধিকারিক ও কর্মচারীরা শপথ গ্রহণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে এতে অংশ নিচ্ছেন পাশাপাশি যাত্রী ও সাধারণ জনসাধারণকেও এই অভিযানে অংশগ্রহণ করতে উসাহিত করা হচ্ছে, যাতে রেলওয়ের প্রাঙ্গণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত রাখার ক্ষেত্রে সম্মিলিত দায়িত্ববোধ গড়ে ওঠে। এই অভিযান সচেতনতামূলক কার্যক্রম ও জনসম্পৃক্ততা কার্যসূচির মাধ্যমে যাত্রী, রেলওয়ে কর্মী এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের আরও বেশি অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা হবে। এই ধরনের পদক্ষেপ এই বার্তাটি সুদৃঢ় করতে সহায়তা করবে যে, রেলওয়ে চত্বরের পরিচ্ছন্নতা একটি যৌথ দায়িত্ব, যার জন্য নিয়মিত অংশগ্রহণ ও সচেতনতা প্রয়োজন। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার মুখ্য কার্যালয়, পাঁচটি ডিভিশন এবং নির্মাণ সংস্থার সমন্বিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে 'স্বচ্ছতা হি সেবা ২০২৬' অভিযান চালাচ্ছে। এটি একটি গণ পরিচ্ছন্নতা ও সচেতনতামূলক অভিযান, যার লক্ষ্য হলো স্বাস্থ্যবিধি চর্চা মজবুত করা এবং স্থায়ী জন অংশগ্রহণকে উসাহিত করা। ২ অক্টোবর তারিখে 'স্বচ্ছ ভারত দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত কার্যক্রমগুলি রেলওয়ের প্রাঙ্গণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যসম্মত ও স্থিতিশীল করে রাখার গুরুত্বকে আরও সুদৃঢ় করবে।

স্টিল ব্রিজ গার্ডার রং করা এবং বিভিন্ন স্টিল ব্রিজ গার্ডারের বিয়ারিং-এর লুব্রিকেশন

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ডিসিবিএল/০৫/২০২৬/এনজেপি; তারিখ: ১৫-০৯-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/ব্রিজ-লাইন/নিউ জলপাইগুড়ি (ডব্লিউ.বি), নির্ধারিত ফর্মে নিম্নলিখিত কাজের জন্য সিলমোহরকৃত খামে খোলা ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার নং.** ঃ ডিসিবিএল০৫২০২৬এনজেপি; **কাজের নাম** ঃ (এ) এসএসই/বিআর/নিউ জলপাইগুড়ির একতিয়ারভুক্ত এলাকায় এনজিপি-কেডিপিআর, কেআইআর-এমএফএ, কেডিপিআর-এমএলডিটি, জেআইআর-কেডিপিআর, আরএনআই-বিওআরএ-বিএমপিএস, এসজিইউজে-এইউবি, ওএমএলএফ-বিবিসিই এবং ইকেআই-বিএলজিটি সেকশনে আনুমানিক ৭৯,০১৭ বর্গমিটার পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট ৬৬ টি স্টিল ব্রিজ গার্ডার রং করা এবং এনজিপি-কেডিপিআর, ওএমএলএফ-বিবিসিই, কেআইআর-এমএফএ, এসজিইউজে-এইউবি এবং কেডিপিআর-এমএলডিটি সেকশনে আনুমানিক ৮৩,২২৮ বর্গমিটার পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট ১৭ টি স্টিল ব্রিজ পরিষ্কার করা। (বি) এসএসই/বিআর/নিউ জলপাইগুড়ির একতিয়ারভুক্ত এলাকায় ৪৩ টি বিভিন্ন স্টিল ব্রিজ গার্ডারের বিয়ারিং-এর লুব্রিকেশন। **আনুমানিক টেন্ডার মূল্য** ঃ ১,৫২,১১,০৭৪.২৪/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি** ঃ ৩,০৪,২০০/- টাকা;

টেন্ডার নং. ঃ ডিসিবিএল০৬২০২৬এনজেপি; **কাজের নাম** ঃ (এ) এসএসই/বিআর/শিলিগুড়ি জং-এর একতিয়ারভুক্ত এলাকায় এসজিইউজে-এপিডিজে, এনজিপি-এনওকিউ, এনএমজেড-এনসিবিডি-এনসিবি, আরকিউজে-এইচডিবি এবং এনসিবি-জিকেজে সেকশনে আনুমানিক ২,৭৩,০৫১ বর্গমিটার পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট ৬৬ টি স্টিল ব্রিজ গার্ডার পেইন্টিং। (বি) এসএসই/বিআর/শিলিগুড়ি জং-এর একতিয়ারভুক্ত এলাকায় ৫৯ টি বিভিন্ন স্টিল ব্রিজ গার্ডারের বিয়ারিং-এর লুব্রিকেশন। **আনুমানিক টেন্ডার মূল্য** ঃ ৩,৭৩,৭৮,২২৬.২৫/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি** ঃ ৭,৪৭,৬০০/- টাকা;

টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ০৫-১০-২০২৬ তারিখ **১৫:০০** টায় এবং টেন্ডার খোলা হবে **১৫:০৫** টায়। উপরে উল্লিখিত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **https://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে।

ডেপুটি সিই/ব্রিজ-লাইন, নিউ জলপাইগুড়ি

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কলকাতার মহারণ থেকে ছিটকে গেলেন ফর্মে থাকা জোয়াও পেড্রো

সংবাদ সংস্থা, সাও পাওলো, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ সামনেই ভারতের বিরুদ্ধে হাই-ভোল্টেজ প্রীতি ম্যাচ। তার আগে বড় ধাক্কা ব্রাজিল শিবিরে। চোটের কারণে আসন্ন আন্তর্জাতিক উইন্ডো থেকে ছিটকে গেলেন ফরোয়ার্ড জোয়াও পেড্রো। আগামী ৩ অক্টোবর সল্টলেক স্টেডিয়ামে তাঁকে দেখতে পাবেন না তামাম ফুটবলপ্রেমী। চেলসি তারকার বদলি হিসেবে ফ্লুমিনেন্সের মিডফিল্ডার মার্টিনেলিকে দলে ডেকে নিয়েছেন হেড কোচ কার্লো অ্যান্সেলোত্তি। সাম্প্রতিক অতীতে ভারতীয় ফুটবলের অন্যতম মেগা ইভেন্ট হতে চলেছে এই ম্যাচ। ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশনের তরফে বুধবার পেড্রোর ছিটকে যাওয়ার খবর নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে চোট ঠিক কতটা গুরুতর, তা খোলসা করেনি তারা। মরসুমের শুরুটা দুর্দান্ত করেছিলেন। লন্ডনের ক্লাবের হয়ে ৬ ম্যাচে ৩ গোল। জিতেছিলেন আগস্ট মাসের সেরা প্রিমিয়ার লিগ খেলোয়াড়ের খেতাব। গত সপ্তাহে হালের বিরুদ্ধে ২-২ ড্র হওয়া ম্যাচে পুরো ৯০ মিনিট খেলেন। গোলও পান। তারপরই চোট। পেড্রো ছিটকে যাওয়ায় অস্ট্রেলিয়ার পাশাপাশি ভারতের বিরুদ্ধেও মাঠে নামবেন মার্টিনেলি। এবারের বিশ্বকাপে অপ্রত্যাশিতভাবে জাতীয় শিবিরে ডাক পাননি। চেলসির জার্সিতে নজরকাড়া পারফরম্যান্সের সুবাদে ফের দলে ফিরেছিলেন পেড্রো। কিন্তু চোটের জেরে সেই প্রত্যাবর্তন আপাতত স্থগিত। বিশ্বকাপের ব্যর্থতা ভুলে নতুন করে দল গোছাচ্ছেন কোচ অ্যান্সেলোত্তি। আগামী দিনের টুর্নামেন্টগুলোর জন্য এই আন্তর্জাতিক উইন্ডোতেই দলের শক্তি পরখ করে নিতে চাইছেন তিনি। পেড্রো না থাকলেও যুবভারতীতে তারকার অভাব হচ্ছে না। অ্যান্সেলোত্তির স্কোয়াডে রয়েছেন ভিনিসিয়াস জুনিয়র, এনড্রিক, বার্সেলোনার ফরোয়ার্ড রফিনিয়া, পিএসজি ডিফেন্ডার মার্কিনিওস এবং আর্সেনালের সেন্টার-ব্যাক গ্যাব্রিয়েল মাগালহায়েস। তবে রিয়াল মাদ্রিদের দুই তারকা ভিনিসিয়াস ও এনড্রিকের ভারতে থাকার মেয়াদ হতে পারে খুবই সামান্য। আগামী ১০ অক্টোবর সান্তিয়াগো বের্নাবিউয়ে ভিয়ারিয়ালের বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে মাদ্রিদের। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, কলকাতার ম্যাচ শেষ হওয়ামাত্র এই দুই তারকাকে স্পেনে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বিশেষ চার্টার্ড বিমানের ব্যবস্থা করছে স্প্যানিশ ক্লাব। শক্তিশালী ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ভারতীয় ফুটবলাররা কেমন পারফর্ম করেন, সেদিকে নজর গোটা দেশের।

মায়ামিতে মেসির শততম গোল, জিতলেন ট্রফি

সংবাদ সংস্থা, ফ্লোরিডা, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ লিওনেল মেসির ক্যারিয়ারে যোগ হলো নতুন আরেকটি মাইলফলক। ইন্টার মায়ামির জার্সিতে আজ মেসি পেয়েছেন তাঁর শততম গোল। ক্রুজ আজুলের বিপক্ষে গোলটি বাঁ পায়ের চেনা জাদুতে নয়, এসেছে হেডে। ১টি গোল করার পর কাসেমিরোকে দিয়ে আরেকটি করিয়েছেনও মেসি। শেষ পর্যন্ত ২-০ গোলে ম্যাচ জিতে ক্যাম্পিওনেস কাপও ঘরে তুলেছে দলটি। মেজর লিগ সকারের বা জাতীয় দলের হয়ে. মেসির দ্রুততম ১০০ গোল। বার্সেলোনার হয়ে এই মাইলফলকে পৌঁছাতে তাঁর লেগেছিল ১৮৮ ম্যাচ। আর্জেন্টিনার জার্সিতে ১০০ গোল করতে খেলেছেন ১৭৪ ম্যাচ। সেখানে মায়ামির হয়ে সময় লেগেছে মাত্র ১১৫ ম্যাচ। মেসি মায়ামিতে যোগ দেন ২০২৩ সালে। দলটির হয়ে তাঁর প্রথম গোলও এসেছিল ক্রুজ আজুলের বিপক্ষে। মায়ামির হয়ে মেজর লিগ সকারে মেসি করেছেন ৭৬ গোল। লিগস কাপে ১৪টি।

চ্যাম্পিয়ন ও মেক্সিকোর লিগা এমএক্সের চ্যাম্পিয়নের মধ্যকার বার্ষিক লড়াইয়ের এই ট্রফি এবারই প্রথম জিতল মায়ামি। চলতি বছরে এটাই মেসির প্রথম শিরোপা। এই ম্যাচ দিয়ে মায়ামির নতুন কোচ হিসেবে যাত্রা শুরু করেছেন কোচ ক্রিস্টিয়ান 'কিলি' গনসালেস। শুরুটা তাঁর ভালোই হলো! মেসির মাইলফলক ছোঁয়ার গোলটি এসেছে ম্যাচের ২৪ মিনিটে। ডান দিক থেকে লুইস সুয়ারেজের নিখুঁত ক্রস ছুটে আসে মেসির দিকে। নিজের মার্কারকে টপকে উঁচুতে উঠে হেড করেন মেসি। এরপর ম্যাচের ৮১ মিনিটে মেসির নেওয়া কর্নার থেকে গোল করেন কাসেমিরো। তাতেই মেসির আরেকটি ট্রফি জয় নিশ্চিত হয়। ইন্টার মায়ামির হয়ে মাত্র ১১৫ ম্যাচেই ১০০ গোলের কীর্তি গড়েছেন মেসি। এটাই কোনো ক্লাব কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপে ৮টি। আর ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে ১টি। মায়ামির হয়ে মেসি প্রথম শিরোপা জিতেছেন ২০২৩ সালে, লিগস কাপ। পরের বছর মায়ামি জেতে সাপোর্টার্স শিল্ড। সেই মরসুমে এমএলএসে ৭৪ পয়েন্ট নিয়ে সর্বোচ্চ পয়েন্টের রেকর্ডও গড়ে দলটি। এরপর ২০২৫ সালের এমএলএস কাপ জয়েও সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন মেসি। ক্লাব ও দেশের হয়ে মেসির মোট গোল এখন ৯২৯টি। এরই মধ্যে চলতি এমএলএস মরসুমে ২২ ম্যাচে ১৯ গোল করেছেন, যা লিগের সর্বোচ্চ। তবে এমএলএস শিরোপা ধরে রাখার মিশনে অনেকটাই পিছিয়ে মেসিরা। ইস্টার্ন কনফারেন্সে ন্যাশভিলের সঙ্গে তাদের পয়েন্টের পার্থক্য ৯। ২৫ ম্যাচে ৫৪ পয়েন্ট ন্যাশভিলের, মায়ামির ৪৫।

অজিত আগরকরের পর কে?

বোর্ডের নতুন নির্বাচক প্রধান হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে পার্থিব, ওঝা

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ জল্পনা সত্যি হতে চলেছে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান নির্বাচকের পদ থেকে অজিত আগরকরের বিদায় এখন স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। চলতি মাসেই শেষ হচ্ছে তাঁর বর্তমান চুক্তির মেয়াদ। শুক্রবার বিসিসিআইয়ের বার্ষিক সাধারণ সভা বা এজিএম। সেখানেই হয়তো চূড়ান্ত সিলমোহর পড়বে। সূত্রের খবর, আগরকরের চুক্তি নবীকরণের কোনও সম্ভাবনা নেই। তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে ইতিমধ্যে দু'জনের নাম শর্টলিস্ট করে ফেলেছে বোর্ড। দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছেন দুই প্রাক্তন তারকা পার্থিব প্যাটেল এবং প্রজ্ঞান ওঝা। আগে শোনা গিয়েছিল, আগামী বছর আয়োজিত হতে চলা ওয়ান ডে বিশ্বকাপ পর্যন্ত নিজের পদে বহাল থাকবেন। কিন্তু বোর্ডের অন্দরের সমীকরণ দ্রুত বদলেছে। একাংশের মতে, আগরকরের মেয়াদ কার্যত শেষ। সম্ভবত, গত বুধবারই নিজের শেষ নির্বাচক বৈঠকে সভাপতিত্ব করে ফেলেছেন তিনি। ওই দিনই আসন্ন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সাদা বলের সিরিজের দল ঘোষণা করেছে বোর্ড। পাশাপাশি ইরানি ট্রফির জন্য রেস্ট অফ ইন্ডিয়া বা অবশিষ্ট ভারতীয় দলও বেছে নিয়েছে আগরকরের নেতৃত্বাধীন প্যানেল। এরপর তাঁকে আর এই

চেয়ারে দেখার সম্ভাবনা ক্ষীণ। জাতীয় সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রধান নির্বাচক হওয়ার দৌড়ে রয়েছেন দুই প্রাক্তন ক্রিকেটার। একজন প্রাক্তন উইকেটকিপার-ব্যাটার পার্থিব প্যাটেল। অন্যজন প্রাক্তন বাঁ-হাতি স্পিনার প্রজ্ঞান ওঝা। দুজনেরই ঝুলিতে তিনবার করে আইপিএল জয়ের অভিজ্ঞতা। ঘরোয়া ক্রিকেট ও ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ সম্পর্কে গভীর ধারণাই এই দৌড়ে তাঁদের অনেকটা এগিয়ে রেখেছে। শুক্রবারের বার্ষিক সাধারণ সভার পরই হয়তো নতুন প্রধানের নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হতে পারে। এই ডামাডোলের মধ্যে সবচেয়ে বড় চমক রোহিত শর্মার নির্বাচন। বুধবার ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজে সুযোগ পেয়েছেন ৩৯ বছর বয়সি তারকা। এই ঘটনা আগরকরের আগের অবস্থানের সম্পূর্ণ বিপরীত। এর আগে শোনা গিয়েছিল, বিশ্বকাপের পরিকল্পনায় রোহিতকে রাখছেন না নির্বাচকরা। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম কয়েকটি ওয়ান ডে-তে রান পাননি প্রাক্তন অধিনায়ক। চাপ বাড়ছিল ক্রমশ। কিন্তু শেষ ওয়ান ডে-তে ১৩৮ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলে নিন্দুকদের মুখ বন্ধ করে বুঝিয়ে দেন, সহজে হার মানবেন না তিনি। 'রোহিতের কেরিয়ার শেষ' বলে যে জল্পনা ছড়িয়েছিল, তা কড়া হাতে দমন করেছে বোর্ড। বিসিসিআই সচিব দেবজি সাইকিয়া দ্রুত গুজব উড়িয়ে দেন। স্পষ্ট জানান, 'নির্বাচকদের পরিকল্পনায় যতদিন প্রাক্তন অধিনায়ক থাকবেন, ততদিন তিনি দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন।' ইংল্যান্ড সিরিজই রোহিতের শেষ অ্যাসাইনমেন্ট বলে যে খবর রটেছিল, তা কার্যত নস্যাৎ করে দিয়েছে এই ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের দল নির্বাচন। বিদায়বেলায় আগরকর চমক দিলেও, নতুন নির্বাচক কমিটি রোহিতের ভবিষ্যৎ নিয়ে কী সিদ্ধান্ত নেয়, এখন সেটাই দেখার।

৫ সপ্তাহে ৫টি দল, খেলবেন ৬৯ জন ক্রিকেটার!

১৫ ভেন্যুর মহাযজ্ঞ সামলাতে কতটা প্রস্তুত বিসিসিআই?

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ ভারতে ক্রিকেটারের অভাব নেই। একজনের জায়গা নিতে লাইনে আরও অনেকে দাঁড়িয়ে। সেই সংখ্যাটা কত? তার একটা নমুনা পাওয়া যাবে আগামী ২৬ দিনে। একের পর এক টুর্নামেন্ট খেলবে। কোনওটা দ্বিপাক্ষিক, কোনওটা এশিয়ার মঞ্চে, কোনওটা আবার ঘরোয়া ক্রিকেটে। আছে বিভিন্ন ফরম্যাটের ক্রিকেট। সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হল, প্রতিটা ক্ষেত্রে প্রায় আলাদা আলাদা দল বেছেছে বিসিসিআই। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজের পর জাপানের বিরুদ্ধে একটি প্রীতি ম্যাচ আছে। ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে দেশের মাটিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজ শুরু হবে। ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে এশিয়ান গেমস শুরু। সেখানে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে সম্পূর্ণ অন্য দল খেলবে। এই টুর্নামেন্ট শেষ হতেই ভারতে ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজ। এদিকে ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের বিরুদ্ধে ভারত 'এ' দলের ম্যাচ। সেখানে টেস্ট ও ওয়ানডে দু'টোই আছে। দাঁড়ান, এখানেই শেষ নয়। ১ অক্টোবর থেকে অবশিষ্ট ভারতীয় দল ইরানি কাপ খেলবে রনজি চ্যাম্পিয়ন জম্মু ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধে। অর্থাৎ ২২ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ অক্টোবরের মধ্যে টানা ক্রিকেট খেলবে ভারত। দেশ-বিদেশ মিলিয়ে মোট ১৫টি ভেন্যুতে খেলা হবে। মোট কতজন প্লেয়ার খেলবেন জানেন? ৬৯ জন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ১৫ জনের ওয়ানডে দলে শুভমান গিল, রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা আছেন। আবার টি-টোয়েন্টির ১৩ জনের দলে আছেন শ্রেয়স আইয়ার, অভিষেক শর্মা, বৈভব সূর্যবংশীরা। এশিয়ান গেমসে এই দলেই ঢুকবেন জশপ্রীত বুমরাহ-সহ তিন জন। ইরানি কাপের দলে আছেন ১৫ জন। সেখানে খেলবেন ঋষভ পন্থ, সরফরাজ খান, মুকেশ কুমাররা। এরপর ভারত 'এ' দল। সেই টুর্নামেন্টে দেবদত্ত পাড়িক্কল, সাই সুদর্শনের মতো তারকাদের সঙ্গে অংশুল কাম্বোজ, তুষার দেশপাণ্ডেরাও আছেন। সব মিলিয়ে ৬৯ জন।

আপাতত ব্রাত্য, বিশ্বকাপে শিকে ছিঁড়বে?

ঋষভ পন্থের ওডিআই কেরিয়ার কোথায় দাঁড়িয়ে?

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ দু'বছরের বেশি সময় পার। ভারতের ওয়ান ডে দলের মানচিত্র থেকে ক্রমশ আবছা ঋষভ পন্থ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে আসন্ন তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজেও ব্রাত্য তারকা উইকেটকিপার-ব্যাটার। বদলে জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন তরুণ ধ্রুব জুরেল। লাল বল এবং সাদা বলের ক্রিকেটে পন্থের কেরিয়ার যে এখন সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে বইছে, তা আরও একবার স্পষ্ট করল বিসিসিআই। ওয়ান ডে দলের বদলে আসন্ন ইরানি কাপে অবশিষ্ট ভারতীয় দলের অধিনায়ক হিসেবে তাঁকে মাঠে নামাচ্ছে বোর্ড। প্রতিপক্ষ রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন জম্মু-কাশ্মীর। শ্রেয়স আইয়ার, ঈশান কিষান এবং অক্ষর প্যাটেল। ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজে নেই এই তিন নিয়মিত মুখ। মিডল অর্ডার এবং উইকেটকিপারের জায়গায় বিরাট শূন্যস্থান। স্বাভাবিকভাবে মনে করা হয়েছিল, এটাই পন্থের জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের সেরা সুযোগ। কিন্তু নির্বাচকদের ভাবনা সম্পূর্ণ অন্যরকম। তাঁরা পন্থের বদলে আস্থা রাখলেন জুরেলের উপর। প্রথম একাদশে সুযোগের দরজা কার্যত বন্ধ করে দেওয়া হল! ক্যারিবীয়দের বিরুদ্ধে রোহিত শর্মা ওপেনে। রবীন্দ্র জাদেজা সম্ভবত সাত নম্বরে ব্যাট করবেন। ফলে পুরো মিডল অর্ডারটাই ডানহাতি ব্যাটারদের দখলে। প্রথম ছয়ে একজন বাঁ-হাতি হিসেবে অনায়াসেই ফিট হতে পারতেন পন্থ। ওয়ান ডে ফরম্যাটে মাঝের ওভারগুলোয় স্পিনারদের আক্রমণ করা এবং ফিল্ডিং ছড়িয়ে গেলে দ্রুত রান তোলায় তিনি সিদ্ধহস্ত। পরিস্থিতি বুঝে বিপক্ষ অধিনায়কের পরিকল্পনা ভেস্তে দেওয়ার ক্ষমতাও রয়েছে। ২৮ বছর বয়সি পন্থের কাছে হয়তো এখনও সময় রয়েছে। চোট-আঘাত বা ফর্মহীনতার কারণে সুযোগ আসতেই পারে। কিন্তু সেই সুযোগও তো পেতে হবে! শূন্যস্থান থাকা সত্ত্বেও ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে যখন সুযোগ মিলল না, তখন আগামী দিনে ওয়ান ডে দলে তাঁরপ্রত্যাবর্তনের পথ যে আরও কঠিন, তা বলাই বাহুল্য।

জাতীয় শিবিরে যোগ মেহতাব-অনিরুদ্ধের

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ শেষ পর্যন্ত জাতীয় শিবিরে ডাক পাওয়া বেশ কয়েকজন ফুটবলারদের ইতিমধ্যেই ছেড়ে দিল মোহনবাগান। শিবিরে আগেই গিয়েছিলেন অভিষেক সিং ও আপুইয়া। এদিন যোগ দিলেন আরও দুই ফুটবলার মেহতাব সিং ও অনিরুদ্ধ থাপা। অনিরুদ্ধ প্রায় দু'বছর পর জাতীয় দলে ডাক পেলেন। শেষবার ইন্টার কন্টিনেন্টাল কাপ খেলেছিলেন। তারপর চোটের জন্য বাইরে ছিলেন। চোটের জন্য জাতীয় শিবির যাচ্ছেন না রিকি মিতেই। টিমের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন আশিক কুরুনিয়ন। মোহনবাগান থেকে আরও দুই

ফুটবলার মনবীর সিং ও সাহাল আবদুল সামাদ পানামা, ব্রাজিল ও উরুগুয়ের বিরুদ্ধে খেলার জন্য বেঙ্গালুরুতে যে শিবির হচ্ছে, তাতে ডাক পেয়েছেন। কিন্তু ঘরোয়া লিগের চ্যাম্পিয়নশিপের শেষ রাউন্ডের গুরুত্বপূর্ণ মহামেডান ম্যাচ থাকায় ফেডারেশনের সঙ্গে কথা বলে এই সাহাল ও মনবীরকে পরে শিবিরে পাঠাবে বলে স্থির করেছে। যদিও ফিফা উইন্ডো শুরু হচ্ছে ২১ সেপ্টেম্বর থেকে। মোহনবাগান শিবিরের দাবি, উইন্ডোর আগেই শিবির করলেও তারা চারজন ফুটবলারকে ছেড়ে দিয়েছে দেশের স্বার্থে। বাকি দু'জনকেও এই ম্যাচের পরই ছেড়ে দেওয়া হবে। যদিও মুম্বই সিটি এফসির বর্তমান কোচ মানালো মার্কুয়েজ জাতীয় দলে ডাক পাওয়া সব ফুটবলারদের যোগ না দেওয়া নিয়ে নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এদিকে লিগের শেষ রাউন্ডের ম্যাচটি জিতলেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে মোহনবাগান। পাশাপাশি মঙ্গলবার থেকেই শিল্ডের প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছেন জেমি ম্যাকলারেনরা। একটি প্রস্তুতি ম্যাচও ইতিমধ্যেই খেলেছে মোহনবাগান। সেই ম্যাচে সব বিদেশিদেরও ব্যবহার করেছেন মোহনবাগান কোচ প্যানাজিওটিস দিলেমপেরিস। ডুরান্ডে ব্যর্থ হওয়ার পর আপাতত ঘরোয়া লিগ আর শিল্ডকেই পাখির চোখ করছে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড।

হাফিনিয়ার হ্যাটট্রিক ও বার্সেলোনার আরেকটি গোল উৎসব

সংবাদ সংস্থা, বার্সেলোনা, ১৭ সেপ্টেম্বরঃ আরও একবার প্রতিপক্ষকে গোল বন্যায় ভাসাল বার্সেলোনা। দাপুটে পথচলায় এবার তারা হাফিনিয়ার হ্যাটট্রিকে উড়িয়ে দিল লা লিগায় নবাগত রেসিং সান্তানদেরকে। কাম্প ন্যুয়ে বুধবার রাতে ম্যাচটি ৭-২ গোলে জিতেছে হান্সি ফ্লিকের দল। দর্শনীয় দুটি গোল করেছেন জুয়াও কান্সেলো। একবার করে জালের দেখা পেয়েছেন গাব্রিয়েল জেসুস ও লামিন ইয়ামাল। ম্যাচের প্রায় ৭০ শতাংশ সময় বল দখলে রেখে গোলের জন্য ৩০ শট নিয়ে ৯টি লক্ষ্যে রাখতে পারে বার্সেলোনা। রেসিংয়ের পাঁচ শটের তিনটি লক্ষ্যে ছিল। মরসুমে এখন পর্যন্ত সাত ম্যাচ খেলে পাঁচটিতেই অন্তত পাঁচটি করে গোল করল কাতালান ক্লাবটি। এই সাত ম্যাচে তারা মোট গোল করল ৩৩টি, বিপরীতে তাদের জালে বল গেছে কেবল সাতবার! লিগে ছয় ম্যাচের সবগুলো জিতে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থান মজবুত করল বার্সেলোনা। ৩ পয়েন্ট কম নিয়ে দুইয়ে আছে রিয়াল মাদ্রিদ। প্রত্যাশিতভাবেই ম্যাচের শুরু থেকে প্রতিপক্ষের ওপর প্রবল চাপ তৈরি করে বার্সেলোনা। দ্রুত গোলও পেয়ে যায় তারা। অষ্টম মিনিটে প্রায় ২৫ গজ দূর থেকে বুলেট গতির শটে দলকে এগিয়ে নেন কান্সেলো, বল ক্রসবারের ভেতরের দিকে লেগে জালে জড়ায়। একের পর এক আক্রমণে প্রতিপক্ষকে কোণঠাসা করে ফেলে বার্সেলোনা। ১৯তম মিনিটে দানি ওলমোর ছোট করে বাড়ানো থ্রু বল ধরে, গোলরক্ষককে একা পান কারিম আডেইয়েমি, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট শট নেন তিনি। তিন মিনিট পর আরেকটি গতিময় আক্রমণে ডি-বক্সে ফাউলের শিকার হন হাফিনিয়া। নিজেই স্পট কিকে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। এবারের লা লিগায় ছয় ম্যাচের পাঁচটিতেই জালের দেখা পেলেন হাফিনিয়া। ৩০তম মিনিটে ম্যাচে প্রথমবার উল্লেখযোগ্য কোনো আক্রমণ শাণিয়ে প্রতিপক্ষের ডি-বক্সে ঢুকতে পারে রেসিং, এবং দারুণ এক গোলে ব্যবধান কমায় তারা। বার্সা রক্ষণের দুর্বলতায় ডি-বক্সে সহজেই ঢুকে কোনাকুনি শটে গোলটি করেন মিডফিল্ডার গেয়ি। তাদের ঘুরে দাঁড়ানোর আশায় অবশ্য ছয় মিনিটের মধ্যেই জোর ধাক্কা লাগে। আরেকটি দূরপাল্লার শটে দলের তৃতীয় গোলটি করেন কান্সেলো। পর্তুগিজ লেফট-ব্যাকের জোরাল শটে বল একজনের গায়ে লেগে দিক পাল্টে জালে জড়ায়। ৪২তম মিনিটে ব্যবধান আরও বাড়িয়ে ফল নিয়ে অনিশ্চয়তা একরকম শেষ করে দেন হাফিনিয়া। ওলমোর পাস ডি-বক্সে ফাঁকায় পেয়ে শটে ঠিকানা খুঁজে নেন তিনি। বিরতির আগে ব্যবধান বাড়তে পারতো আরও। আডেইয়েমি ডি-বক্সে ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। তবে লামিন ইয়ামালের নিচু স্পট কিক বাঁদিকে ঝাঁপিয়ে আটকে দেন গোলরক্ষক। প্রথমার্ধের শেষদিকে বাইরে চলে যাওয়া বল ধরতে গিয়ে একটু পিছলে যান বার্সেলোনার মূল গোলরক্ষক জোয়ান গার্সিয়া। ওই সময়ে হয়তো পায়ে সমস্যা অনুভব করেন তিনি। বিরতির পর তার বদলি নামেন ভয়চেখ স্ট্যান্সনি। দ্বিতীয়ার্ধের ষষ্ঠ মিনিটে আবার গোল করার খুব কাছাকাছি যান ইয়ামাল। কিন্তু এবার তার শট গোলরক্ষককে ফাঁকি দিলেও পোস্টে বাধা পায়। ৬৫তম মিনিটে অমার্জনীয় এক ভুল করে বসেন স্ট্যান্সনি এবং দ্বিতীয় গোল হজম করে বার্সেলোনা।

সতীর্থের ব্যাকপাস পেয়ে অহেতুক সময় নষ্ট করেন পোলিশ গোলরক্ষক। প্রতিপক্ষের চ্যালেঞ্জের মুখেও বল ক্লিয়ার করেননি তিনি, উল্টো পিছলে পড়ে যান এবং অনায়াস টোকায় ব্যবধান কমান ইয়াসির জাবিরি। দুই মিনিট মধ্যেই অবশ্য ফের তিন গোলের ব্যবধান পুনরুদ্ধার করে বার্সেলোনা। আডেইয়েমি আবার ডি-বক্সে ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টি পায় তারা, এবং সফল স্পট কিকে হ্যাটট্রিক পূরণ করেন হাফিনিয়া। চলতি লিগে ৯টি এবং মরসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সাত ম্যাচে তার মোট গোল হলো ১১টি। ৭২তম মিনিটে ডি-বক্সে একাধিক খেলোয়াড়কে কাটিয়ে জালে বল পাঠান ইয়ামাল। কিন্তু এবার অফসাইডে ছিলেন তরুণ স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড। হাফিনিয়া হ্যাটট্রিক করার পরপরই তাকে তুলে নেন কোচ, বদলি নামেন আরেক ব্রাজিলিয়ান জেসুস। আর মাঠে নামার ১০ মিনিটের মাথায় দুর্দান্ত নৈপুণ্যে লা লিগায় গোলের খাতা খোলেন তিনি। ইয়ামালের থ্রু পাস ডি-বক্সে পেয়েই প্রথম ছোঁয়ায় কিছুটা বাঁকানো শটে দূরের পোস্ট দিয়ে ঠিকানা খুঁজে নেন সাবেক আর্সেনাল স্ট্রাইকার। গত সপ্তাহে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ফাইনর্টের বিপক্ষে বার্সেলোনার জার্সিতে প্রথম গোলের দেখা পান জেসুস। অনেক সুযোগ হারানোর পর, অবশেষে ৮৯তম মিনিটে গোলের দেখা পান ইয়ামাল। ম্যাচ জুড়ে দুর্দান্ত খেলা আডেইয়েমি মাঝমাঠে দুজনকে কাটিয়ে ক্ষিপ্র গতিতে ছুটে যান এবং ডি-বক্সে ঢুকে ছোট করে কাটব্যাক করেন, আর জোরাল শটে দলের সপ্তম গোলটি করেন ইয়ামাল। লিগে টানা চার ও সব মিলিয়ে টানা পাঁচ ম্যাচে জালের দেখা পেলেন ইয়ামাল। আসরে তার গোল হলো সাতটি। মরসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সাত ম্যাচ আটটি গোল করলেন তিনি। লিগে তৃতীয় হারের স্বাদ পাওয়া রেসিং ৭ পয়েন্ট নিয়ে আছে দশম স্থানে।

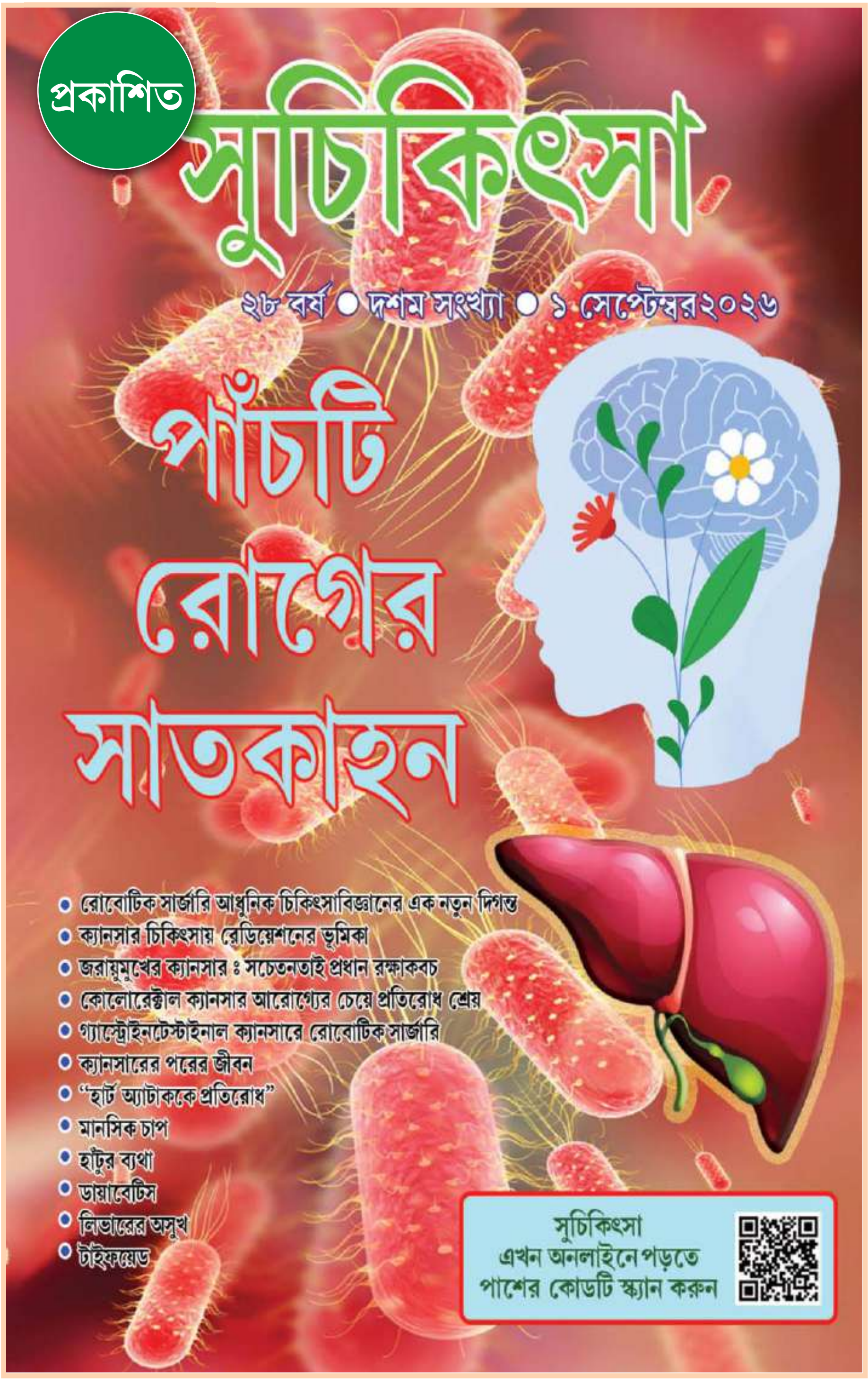

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com